সকালের শিরোনাম

বৃহস্পতিবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ২৭ আগস্ট ২০২৬ • বাংলা ৯ ভাদ্র ১৪৩৩ • বর্ষঃ- ০১ • সংখ্যা ঃ-৩৪০ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা • PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

১৭০-১৮০ আসনের লক্ষ্য, কলকাতায় সনাতনী মেয়র, দাবি সুকান্তের • পৃঃ ৩

বেলেঘাটার ব্লাড ব্যাঙ্কে ১৬০০ ইউনিট রক্তের হদিস নিয়ে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসাবাদে তিন ডাক্তারি পড়ুয়া • পৃঃ ৩

প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, ফুটপাথ দখল করে রাখলে মানুষ হাঁটবে কোথায়? • পৃঃ ৩

স্কুলে পড়ুয়া নেই, শিক্ষক ১৯ হাজার! ইউডিআইএসই-তে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল ছবি

আজকের খবর

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিনরাজ্যে নয়, এ বার ঘরের কাছেই কাজ!

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সঙ্গে ফের যুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যে চিহ্নিত ২২ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের ১০০ শতাংশকে 'গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড'-এর আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে যোগ্য পরিবারগুলিকে বছরে ১২৫ দিনের কাজের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে জেলায় জেলায় বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য, 'ঘরের শ্রমিককে ঘরেই কাজ'-এর সুযোগ তৈরি করে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা কমানো এবং তাঁদের রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করা।

২২ লক্ষের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক চিহ্নিত

রাজ্যের ২২টি জেলার তথ্যের ভিত্তিতে মোট ২২ লক্ষ ২৪ হাজার ৬০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রম দফতরের কাছে থাকা জেলা-ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতেই এই বিশেষ অভিযান চালানো হবে। প্রথমে কোন কোন পরিযায়ী শ্রমিক পরিবার ইতিমধ্যেই রোজগার গ্যারান্টি কার্ড পেয়েছে, তা যাচাই করবে জেলা প্রশাসন। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যে পরিবারগুলি এখনও কার্ড পায়নি, তাদের দ্রুত কার্ড দিয়ে ১০০ শতাংশ কভারেজ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু কার্ড দেওয়াই নয়, সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের কাজের চাহিদাও নথিভুক্ত করতে হবে। সেই অনুযায়ী মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। চিহ্নিত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যার নিরিখে রাজ্যে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। এই জেলায় ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদা (২,৮৬,৩২৯ জন)। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, 'বিকশিত ভারত-জি রাম জি' প্রকল্পের আওতায় যোগ্য গ্রামীণ পরিবারকে বছরে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া এই প্রকল্পকে কাজে লাগিয়েই ভিনরাজ্যে থাকা শ্রমিকদের বাংলার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে দ্রুত চিহ্নিত করে তাঁদের কর্মসংস্থানের আওতায় আনতে সমস্ত জেলাশাসক, জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবং জিটিএ-কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করলো বিজেপি

কলকাতা-হাওড়ার পরেই টার্গেট দুর্গাপুর

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

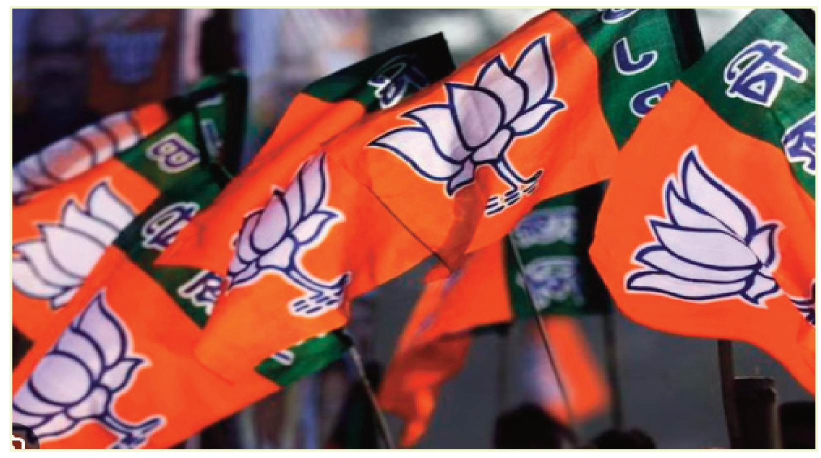

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের পর এবার বিজেপির লক্ষ্য কলকাতা ও হাওড়ার পুরসভা দখল করা। তারপরেই টার্গেট দুর্গাপুর। আনুষ্ঠানিকভাবে দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনকেকেন্দ্র করে রাজনৈতিক সরগরম তুঙ্গে। সূত্রের খবর, আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভা বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে এখনই কোমর বেঁধে মাঠে নামছে গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবারে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, সুকান্ত মজুমদার ও অমিতাভ চক্রবর্তীর মতো শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বুথস্তরের প্রস্তুতি, ওয়ার্ডভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রার্থী বাছাইয়ের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এমতাবস্থায় রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে দুই পুরসভার নির্বাচনী পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইন-চার্জ করা হয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে, যার সাথে কো-ইনচার্জ পদে অনিন্দ্য ব্যানার্জি এবং কনভেনর ও কো-কনভেনার পদে যথাক্রমে তাপস রায় ও রীতেশ তিওয়ারিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইন-চার্জ পদে রাহুল সিনহা এবং কনভেনার হিসেবে সঞ্জয় সিং-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অনুমোদিত এই তালিকার মাধ্যমে নির্বাচনী যুদ্ধজয়ের জন্য সংগঠনকে মজবুত করাই দলের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, বোর্ড না ভাঙিয়ে নিজেরা ভোটে লড়েই পুরসভা ও পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করতে চায় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, হাওড়ায় গত ১৩ বছর ধরে নির্বাচন হয়নি এবং দুর্গাপুরে ৮ বছর ধরে পুরভোট হয়নি। তাঁর কথায়, 'নির্বাচন অবশ্যই হওয়া উচিত। তা না হলে মানুষ পরিষেবা পাবে না, উন্নয়নও হবে না।' দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যে যেভাবে লড়াই করে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে, আগামী পুরসভা নির্বাচনেও সেই ভাবেই লড়াই করে নিজেদের বোর্ড তৈরি করবে।' তাঁর দাবি, উন্নয়নের ধারা যাতে নিচুতলা পর্যন্ত পৌঁছয়, সেই লক্ষ্যেই বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে পুরভোটের দায়িত্ব দিয়েছে দল। সব ঠিক থাকলে আগামী নভেম্বরেই কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হতে পারে। আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন কলকাতা পুরসভা বোর্ড গঠন করতে হবে। সেই কারণে তার আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরভোটের আগে বিজেপির বিশেষ কমিটি গঠন এবং বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠককে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

> ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের পর এবার বিজেপির লক্ষ্য কলকাতা ও হাওড়ার পুরসভা দখল করা। তারপরেই টার্গেট দুর্গাপুর। আনুষ্ঠানিকভাবে দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনকেকেন্দ্র করে রাজনৈতিক সরগরম তুঙ্গে।

হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপাল

নিখোঁজ ১০৫ ভারতীয় সহ ৪০০ কৈলাসযাত্রী!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভয়ংকর হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপাল। এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজ ১০৫ ভারতীয়-সহ ৪০০ কৈলাসযাত্রী। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু বাড়ি-ঘর, সেতু, যানবাহন। গ্রামের পর গ্রাম চলে জলের নিচে। বন্যার জল ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসায় নেপালের সীমান্তবর্তী রাজ্য বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভয়াবহ এই দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে নামানো হয়েছে হেলিকপ্টারও।সূত্রের খবর, এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত চিনের তিব্বতে। সেখান থেকে বন্যার জল প্রবেশ করে নেপালের রসুয়া জেলায়। কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ১২৫ কিমি দূরে অবস্থিত এই জেলার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভোটেকোশী নদী। বুধবার সকাল থেকেই আচমকা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপরই চিন সীমান্তবর্তী ওই জেলায় ওই হড়পা বান নামে। আকস্মিক বন্যার জেরে রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ চলে রসুয়া জেলায়। ভোটেকোশী নদীর জলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিন সীমান্তবর্তী তিমুর ও স্যাফ্রুবেসি এলাকা। সেখানে বহু ঘরবাড়ি, যানবাহন ভেসে গিয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে একটি সেতুও।চিনের সংবাদ সংস্থা 'সিনহুয়া'র খবর অনুযায়ী, হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিব্বতের গাইরং প্রদেশ-সহ বহু এলাকা। হতাহতের সংখ্যাও বহু। কিন্তু কী কারণে এই হড়পা বান, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নেপালের বন্যা পূর্বাভাস বিভাগ জানিয়েছে যে, রসুয়ায় ভারী বৃষ্টির জেরে এই বিপর্যয় ঘটেছে, এমন সম্ভাবনা কম। ফলে তিব্বত থেকে জল নেমে আসার বিষয়টিই প্রকট। পাশাপাশি, হিমবাহের জলাধার ভেঙে হঠাৎ জল নেমে আসা বা 'গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড'-এর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে নেপালি সংবাদমাধ্যম 'দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট'।নেপাল পর্যটন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, বন্যাদুর্গত এলাকা থেকে অন্তত ৩৮৪ জন পর্যটক নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি এবং ৯৩ জন নেপালি নাগরিক। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিদেশিদের মধ্যে ১০৫ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন। অন্যদিকে, রাসুয়া জেলায় নেপাল পুলিশের অন্তত ২৬ জন আধিকারিক এখনও নিখোঁজ। পাশাপাশি, খোঁজ মিলছে না নেপালি আধাসেনার কমপক্ষে ৭ জওয়ানেরও।নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুগলিন এলাকা-সহ ত্রিশূলী নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নেপালি প্রশাসন। ভয়াবহ এই দুর্যোগে উদ্বিগ্ন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। তিনি জানিয়েছেন, বিপর্যয় মোকাবিলায় নেমে পড়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসক দল, স্কাউট, রেড ক্রস। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসাকর্মীদের পাঠানো হচ্ছে।

প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

ফুটপাথ দখল করে কেউ দোকান করবে, কেউ দুধ গরম করবে তাহলে মানুষ হাঁটবে কোথায়?

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

ফুটপাথ দখল করে কেউ দোকান করবে, কেউ দুধ গরম করবে তাহলে মানুষ হাঁটবে কোথায়?' সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতে বসবাসকারী এক মহিলা বাচ্চার জন্য দুধ গরম করার সময়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ধমক খাওয়া নিয়ে তৈরি বিতর্কের প্রেক্ষিতে এমন প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ফুটপাত দখলটা একটা ফ্যাশন পশ্চিমবাংলায়। আর তার পেছনে ওদের সুবিধার চাইতে রাজনৈতিক লাভ বেশি আছে নেতাদের। সেই জন্য এটা বন্ধ হয় না কখনো। কিন্তু এটা তুলতেই হবে, কলকাতায় রাস্তা কম গাড়ি অনেক বেশি হয়ে গেছে। মানুষের হাঁটার জায়গা নেই। তারপরে ফুটপাত দখল করে কেউ দোকান করবে ফল বিক্রি করবে পানের দোকান করবে গরম দুধ করবে তাহলে মানুষ হাঁটবে কোথায়?' তবে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা এই সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার নানা ধরনের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সেই জন্য সরকার রাস্তা বার করছে। কালকে আমিও গেছিলাম ওখানে নিউমার্কেটে। যারা এসেছিলেন দেখা হল গাড়ি আটকে বললেন আমরাই গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আমরা কথা বলেছি আমাদের কোন অভিযোগ নেই সবাই অ্যাডজাস্ট করতে তৈরি আছে। সরকারও আপিল করছে যে সবাই মিলে এখানকার আইন-শৃঙ্খলা রাস্তাঘাট যাতে সুরক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করেন আমার। মেছো বাজার এত বড় বাজারও বন্ধ ছিল খালি হয়ে গেছে কাউকে কেস করা হয়নি, লাঠি চালানো হয়নি, মানুষ বুঝে গেছে, এইভাবে চলতে পারে না। বিরোধীরা বুঝলে তো দোকান চলবে না। আর তারা বুঝুন বা না বুঝুন কিছু যায় আসে না সাধারণ মানুষ কথা বলবেন।' এদিকে মঙ্গলবারই পার্কস্ট্রিটের সেই ফুটপাতবাসী মহিলার সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে আশ্বাস দেন থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার। সেই প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সবাই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে রাজি আছেন। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা, সকলেই জানেন যে এভাবে ফুটপাতে দখল করে নেওয়া যায় না। তাই নিজেরা এগিয়ে এসে জায়গা পরিষ্কার করছেন।

পাতলা ডাল, অচল লিফট, ল্যাবহীন হাসপাতাল

বেহাল পরিষেবায় এবার সময় বেঁধে দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতার তিন সরকারি হাসপাতালে বুধবারের পরিদর্শন যেন একই প্রশ্ন সামনে এনে দিল; পরিষেবা চালু থাকার দাবি থাকলেও তার কতটা বাস্তবে রোগীর কাছে পৌঁছচ্ছে? ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যাণ হাসপাতাল, নর্থ সাবারবান হাসপাতাল এবং অবিনাশ দত্ত ম্যাটারনিটি হাসপাতাল ঘুরে একাধিক অনিয়মে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। শুধু অসন্তোষ প্রকাশ নয়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজ শেষ করার নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। নর্থ সাবারবান হাসপাতালে রোগীদের খাবারের মান দেখে মন্ত্রীর বিরক্তি প্রকাশ্যে আসে। বিশেষ করে ডালের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ক্ষ্মপাতলা ডাল, ডাল খেয়ে বুঝতেই পারলাম না এটা কী ডাল।ক্ষ্ম খাবারের পরিমাণ নিয়ে আপত্তি না থাকলেও গুণমানের বিচারে হাসপাতালকে দশের মধ্যে চার নম্বর দেন তিনি। রান্নাঘরের

এরপর ২ পৃঃ

রোপওয়ে থেকে প্রমোদতরী নতুন পরিকল্পনায় বাংলা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দার্জিলিঙের পাহাড়ে যাতায়াত সহজ করতে রোপওয়ে, সুন্দরবনের নদীতে বিলাসবহুল প্রমোদতরী, দিঘা-মন্দারমণিতে স্পিডবোট; পর্যটনের মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য।

পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকেন্দ্রকে একসঙ্গে সামনে রেখে নতুন করে সাজানো হচ্ছে পর্যটন পরিকাঠামো। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে পর্যটন দফতরের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই পরিকল্পনাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে দার্জিলিঙের জন্য রোপওয়ে প্রকল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি রাস্তায় যানজট এড়িয়ে পর্যটকদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছনোর পাশাপাশি উপর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ তৈরি করাই এর লক্ষ্য। অন্য দিকে সুন্দরবনের নদীপথে বিলাসবহুল প্রমোদতরী চালিয়ে নদীভিত্তিক পর্যটনকে নতুন মাত্রা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সমুদ্রসৈকতেও থাকছে নতুন আকর্ষণ। দিঘা ও মন্দারমণিতে পর্যটকদের জন্য স্পিডবোট চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে বিনোদনের সঙ্গে নিরাপত্তাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সুন্দরবন এবং দিঘা-মন্দারমণি এলাকায় জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য জলযান ও জল-অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যটনের পরিধি আরও বাড়াতে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, নবদ্বীপ-সহ একাধিক জায়গায় নতুন গন্তব্য তৈরির ভাবনাও রয়েছে।

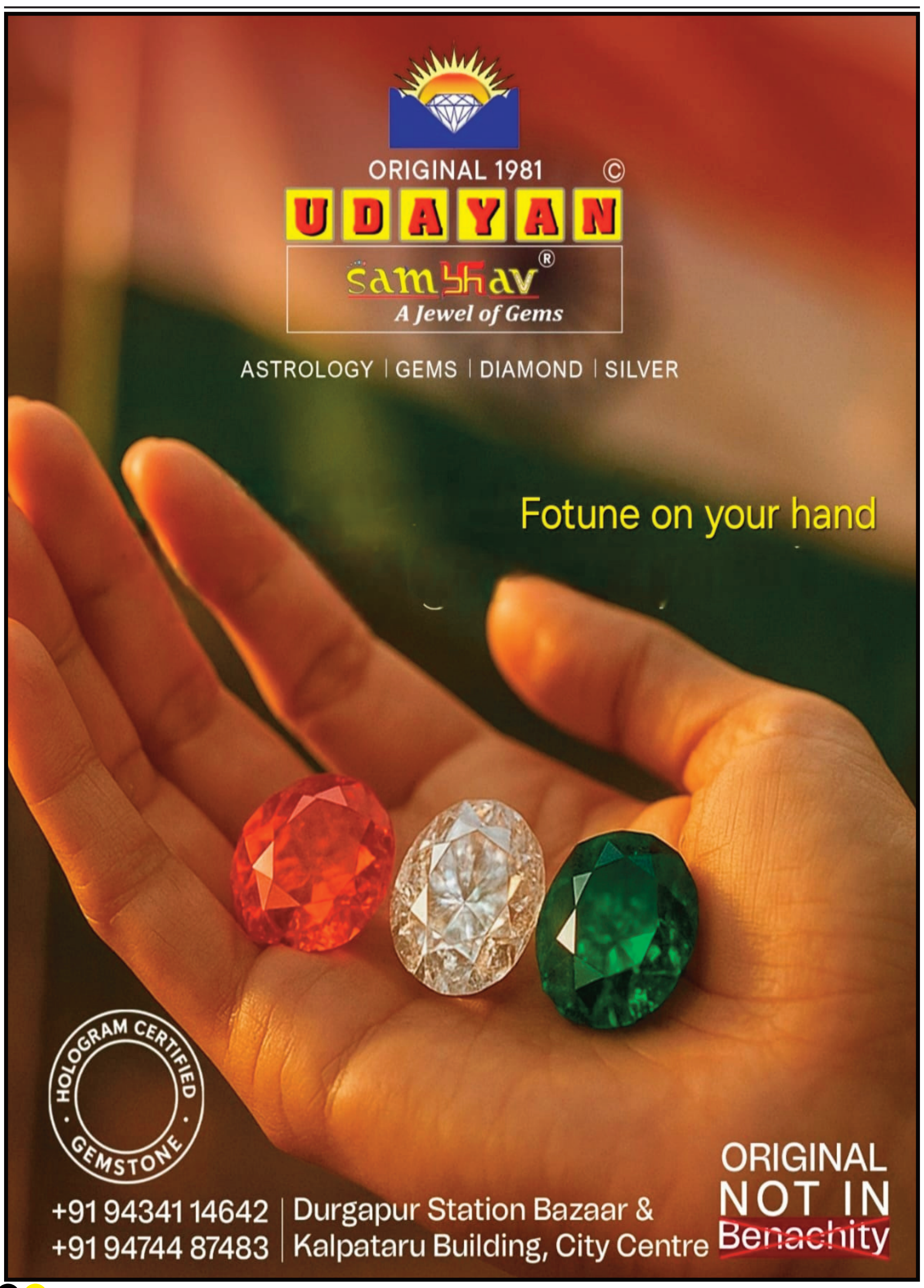

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

২৭ আগষ্ট ২০২৬ বৃহস্পতিবার

তবু হড়পা বান!

২৬ অগাস্ট সকাল ৮টা ৩৭ মিনিট নাগাদ নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে ৪.৪ মাত্রার একটি মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিব্বতের উজান থেকে প্রবল বেগে ঘোলা জলের স্রোত নামতে শুরু করে।আকাশে একটানা ভারী বর্ষণ ছিল না, ছিল না আবহাওয়া দপ্তরের কোনো বিশেষ সতর্কতাও। পাহাড়ি জনপদে দিনটি শুরু হয়েছিল একেবারে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু সকাল ৯টা বাজতেই তিব্বতের দিক থেকে তীব্র গর্জনে নেমে এল জল, কাদা আর পাথরের এক বিধ্বংসী স্রোত। শান্ত পাহাড়ি নদী ভোতে কোশি চোখের নিমেষে কূল ছাপিয়ে গ্রাস করে নিল তীরবর্তী একের পর এক গ্রাম। নেপালের রসুয়া জেলা এবং ত্রিশূলী নদী অববাহিকায় ঘটে যাওয়া এই আকস্মিক হড়পা বান মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে।ঘটনার সূত্রপাত ২৬ অগাস্ট সকাল ৮টা ৩৭ মিনিট নাগাদ। নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে ৪.৪ মাত্রার একটি মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিব্বতের উজান থেকে প্রবল বেগে ঘোলা জলের স্রোত নামতে শুরু করে। সকাল ৯টায় সেই ঢল নেপালের রসুয়া জেলায় ঢোকে এবং ভোতে কোশি নদীর জলস্তর বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে বইতে থাকে। তিব্বত সীমান্তঘেঁষা রাসুওয়াগঢ়ি ও তিমুরে এলাকা প্রথম ধাক্কাতেই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় কাস্টমস অফিস, দোকানপাট, বসতবাড়ি ও পার্কিংয়ে থাকা বহু গাড়ি জলের তোড়ে ভেসে যায়। সকাল ১০টার পর ঢল আরও নিচে নেমে সিয়াফ্রুবেসি এলাকা ভাসিয়ে দেয়। দুপুরের মধ্যে এই জল ত্রিশূলী নদী ধরে নুওয়াকোট ও ধাডিং জেলার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বেত্রাবতী থেকে রাসুওয়াগঢ়ি পর্যন্ত প্রায় ৪২ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে গিয়ে পুরো সীমান্ত অঞ্চলটি রাজধানী কাঠমান্ডু ও সমতল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।এই মারাত্মক হড়পা বানের পিছনে স্থানীয় বৃষ্টির কোনো ভূমিকা ছিল না বলে আবহাওয়া দপ্তর নিশ্চিত করেছে। স্যাটেলাইট তথ্য ও প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে লহেন্দে নদীর উপর বিশাল বরফ ও পাথরের ধস নেমেছিল। সকালের ভূমিকম্পটি পাহাড়ের আলগা বরফ ও পাথরকে নাড়িয়ে দিয়ে এই ধস নামাতে সাহায্য করে। সেই ধ্বংসাবশেষ লহেন্দে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় এবং নদীর উজানে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর জল জমে একটি অস্থায়ী প্রাকৃতিক বাঁধ তৈরি হয়। জলের চাপ মাত্রাতিরিক্ত বাড়তেই সেই আলগা বাঁধ হঠাৎ ভেঙে যায়। ফলে আটকে থাকা বিপুল পরিমাণ জল, কাদা ও পাথর একসঙ্গে নিচে নেমে এসে এই হড়পা বানের রূপ নেয়। পাশাপাশি তিব্বতের কোনো হিমবাহ হ্রদ ফেটে গিয়ে এই জল নেমেছে কি না , তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধারকাজ চালাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। নেপাল সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০০ জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ১০০ জনেরও বেশি ভারতীয় নাগরিক এবং বেশ কয়েকজন বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। এছাড়া ত্রিশূলী ও দেবীঘাটসহ একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নেপালের জাতীয় গ্রিডে প্রায় ৪৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে।নেপালের পাহাড়ি অঞ্চলে হড়পা বানের ইতিহাস বেশ পুরনো। ১৯৮৫ সালে দুধ কোশি অববাহিকায় ডিগ ছো হিমবাহ হ্রদের বাঁধ ভেঙে প্রায় ১ কোটি ঘনমিটার জল নেমে এসে নামচে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও বহু সেতু ধ্বংস করে দিয়েছিল। ১৯৯৩ সালে মধ্য নেপালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে প্রাণ হারিয়েছিলেন তেরোশোর বেশি মানুষ। ২০২১ সালের জুন মাসে মেলামচি ও ইন্দ্রাবতী নদীতে পাহাড়ধস এবং জমে থাকা জল ভেঙে গোটা মেলামচি বাজার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এমনকী ২০২৫ সালের জুলাই মাসেও এই একই রসুয়া সীমান্তের লহেন্দে নদীতে হড়পা বান নেমেছিল।হিমালয় অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি ও পাহাড়ের অস্থিতিশীল ভূপ্রকৃতির কারণে এমন আকস্মিক জলস্ফীতির ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্তপারের নদীগুলিতে এই ধরনের দুর্যোগ ঠেকাতে শুধু উদ্ধারকাজে সীমাবদ্ধ না থেকে, চিন ও নেপালের মধ্যে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান এবং উপগ্রহভিত্তিক আধুনিক আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

স্মৃতির পাতা থেকে

রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন

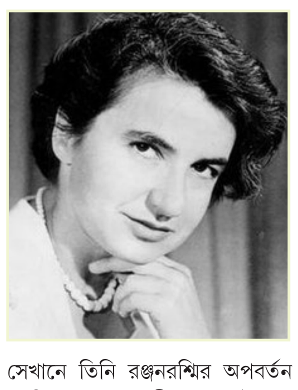

রোজালিন্ড এলজি ফ্রাঙ্কলিন একজন ব্রিটিশ ভৌত রসায়নবিদ ও কেলাসবিজ্ঞানী যিনি ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড তথা ডিএনএ-র আণবিক কাঠামো আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ডিএনএ হল সমস্ত জীবকোষের ভেতরে অবস্থিত ক্রোমোজোম নামক অংশের গাঠনিক উপাদান, যাতে জীবের বংশগতি বা বংশাণুগত তথ্যগুলি সংকেতায়িত থাকে এবং যে তথ্যগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এছাড়া ফ্রাঙ্কলিন ভাইরাস নামক অণুজীবের গঠন সম্পর্কেও নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন, যার বদৌলতে সাংগঠনিক ভাইরাসবিজ্ঞান নামক বিজ্ঞানের একটি নতুন উপশাখার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বাইরে কয়লা এবং গ্রাফাইটের গঠন-কাঠামো অনুধাবনের ক্ষেত্রেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।ফ্রাঙ্কলিন যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি সেন্ট পলস গার্লস স্কুল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি ১৯৩৮ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউনাম কলেজে ভৌত রসায়ন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন ও সেখান থেকে ১৯৪১ সালে স্নাতক হন। এরপর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়নে গবেষণা করার জন্য একটি ফেলোশিপ বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার কর্মজীবনের গতিপথ বদলে যায়। তিনি লন্ডনের একজন বিমান হামলা ওয়ার্ডেন হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ফেলোশিপ ছেড়ে দেন এবং ব্রিটিশ কয়লা ব্যবহার গবেষণা সংস্থাতে যোগদান করেন। সেখানে তিনি যুদ্ধের স্বার্থে কার্বন ও কয়লার শোষণ ধর্মের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গবেষণাতে অবদান রাখেন ও এ ব্যাপারে ৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। পরে এই গবেষণাকর্মটির উপর ভিত্তি করেই তিনি তার ডক্টরেট অভিসন্দর্ভটি রচনা করেন ও ১৯৪৫ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট সনদ লাভ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে অবস্থিত ফ্রান্সের জাতীয় কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে লাবোরাতোয়ার সঁত্রাল দে সের্ভিস শিমিক দ্য লেতা) বিজ্ঞানী জাক মেরাঁ-র সাথে কাজ করেন। সেখানে তিনি রঞ্জনরশ্মির অপবর্তন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কী করে কার্বন অণুর কাঠামো নিয়ে গবেষণা করা যায়, সে ব্যাপারে শিক্ষালাভ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি উত্তপ্ত কার্বনে গ্রাফাইট গঠনের ফলে যে কাঠামোগত পরিবর্তন আসে, সে ব্যাপারে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। তার এই কাজ কোকিং শিল্পের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। সমগ্র কর্মজীবনে তিনি কয়লা ও কার্বনের গঠনের উপরে ১৭টি গবেষণাপত্র লেখেন।১৯৫১ সালে ফ্রাঙ্কলিন লন্ডনের কিংস কলেজের জীবপদার্থবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ফেলো গবেষক হিসেবে একদল বিজ্ঞানীর সাথে যোগ দেন। সেখানে তিনি রঞ্জনরশ্মি অপবর্তনের পদ্ধতিগুলি ডিএনএ-সংক্রান্ত গবেষণাতে প্রয়োগ করেন, যা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব একটি কাজ। সেসময় ডিএনএ-র রাসায়নিক গঠন ও কাঠামো নিয়ে তেমন কিছুই জানা ছিল না। ফ্রাঙ্কলিন শীঘ্রই ডিএনএ-র ঘনত্ব বের করেন। তিনি নিজের উদ্ভাবিত একটি কৌশল ব্যবহার করে ডিএনএর ছবি তোলেন এবং প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন যে ডিএনএ অণুর আকৃতি কুণ্ডলাকার। সেসময় অন্য কোনও বিজ্ঞানীই ডিএনএ অণুর এরকম চিত্র তুলতে সক্ষম হয়নি। এছাড়া ফ্রাঙ্কলিন ডিএনএ অণুতে ফসফেট চিনির অণুগুলির অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হন। ডিএনএ-র কাঠামো সংক্রান্ত যেসব তথ্য ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি তার অজান্তে ও তার অনুমতি ছাড়াই উইলকিন্ স ১৯৫৩ সালের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বিজ্ঞানী - মার্কিন জীবরসায়নবিদ জেমস ওয়াটসন ও ব্রিটিশ জীবরসায়নবিদ ফ্রান্সিস ক্রিকের কাছে সরবরাহ করে দেন।

ফুটপাথ কার?

পথচারীর, হকারের, নাকি শহরের ক্ষমতাবানদের?

অত্রি ভট্টাচার্য

কলকাতার ফুটপাথ মানে শুধু পথচারীদের হাঁটার পথ নয়; এটি এই শহরের বহু মানুষের জীবিকার ক্ষেত্র। বহু মানুষের কাছে এটি একটি অনন্য আশ্রয়স্থল, একটি সম্ভাবনার অঞ্চল। এখানেই তাঁদের ঘরবাড়ি, বাজার এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মঞ্চ। কলকাতার ফুটপাথ, শহরের সেই সব মানুষকে ধারণ করে যারা দিনে ফুটপাতে পসরা সাজান, রাতে ফুটপাতেই ঘুমান, যাদের অস্তিত্ব শহরের নির্মাণ ও সংস্কার পরিকল্পনাকারীদের কাছে কেবল একটি 'সমস্যা' মাত্র। তাঁরা কখনও কলকাতার গায়ের 'ক্ষত' আবার কখনও চরিত্রের 'দাগ'। এইভাবেই, নগর পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়নের নামে ফুটপাথকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়েছে। এবং ক্রমশ গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়নের নীলনকশা শহুরে নিম্নবর্গের জীবনকে ক্রমশ অনিশ্চিত করে তুলছে। পথচারীর অধিকার এবং পথহকারদের জীবিকার অধিকার, ফুটপাথবাসীদের বাসস্থানের অধিকার, এই দুই মৌলিক অধিকারকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করে শহরের দরিদ্রতম বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযান চালানো হচ্ছে, তখনই আসল প্রশ্নটি ওঠে, এ শহর কার?

ইতিহাসবিদ গিজ মম-এর 'আ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অফ মোবিলিটি' বইটিতে, বিশ্বব্যাপী গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেলের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সাইকেল ও রিকশার যুগ থেকে গাড়ির উত্থান এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিশ্বব্যাপী 'গাড়ির সমাজ'-এর আবির্ভাব পর্যন্ত, যানবাহনের ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে, গিজ মম দেখান কীভাবে ১৯২০-এর দশকে পশ্চিমা বিশ্বে 'গাড়ির সমাজ' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের স্থান সংকুচিত হতে থাকে। কলকাতা তার উপনিবেশিক ইতিহাস ও উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে, এই বৈশ্বিক প্রক্রিয়ারই একটি ফলিত উদাহরণ। গিজ মমের মতে, ফুটপাথের জায়গা নিয়ে সংগ্রাম হলো, আধুনিকতার সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ সংঘাতের প্রথম ক্ষেত্র। যেখানে পুঁজি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ, একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে।গবেষক মধুবন্তী তালুকদার তাঁর গবেষণাপত্র, 'হুস সিটি ইজ ইট এনিওয়ে? হাউজিং অ্যান্ড আরবান ইমাজিনারিজ ইন পোস্ট-১৯৫০স কোলকাতা'-তে দেখিয়েছেন, ১৯৬০-এর দশক থেকে, কলকাতার নগরপরিকল্পনাতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মতো সংস্থাগুলি 'শহরকে বাঁচানোর' কাজে অংশ নিয়েছিল। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল, এ শহরে বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবকে খর্ব করা, আর সেজন্য প্রয়োজন ছিল ফুটপাত থেকে 'অবাঞ্ছিত' জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে দেওয়া। ১৯৬০ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে, কলকাতাকে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বস্তি ও ফুটপাতের বসতিগুলিকে 'রোগের উৎপাতস্থল' বলে অভিহিত করা শুরু হয়।

এই প্রতিবেদনই, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (১৯৭০) গঠনের পথ তৈরি করে।কলকাতা শহরের নির্মাণ ও সংস্কার, পরিকল্পনাকারীদের চোখে ফুটপাথবাসীরা ছিলেন 'আদিম', 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষ', যাদের অস্তিত্বই ছিল 'সমস্যা'র। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র ১৯৭৫ সালের ১০ হাজার ফুটপাথবাসী সমীক্ষা' প্রতিবেদনে ফুটপাথবাসীদের জীবনযাত্রাকে 'অস্বাস্থ্যকর' বলে বর্ণনা করা হয়। সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষের মতে, ফুটপাথবাসীদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা ছিল তাদের বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নয়, বরং মধ্যবিত্ত নাগরিক বিভিন্ন রোগ ও দৃশ্যগত মলিনতা থেকে রক্ষা করার জন্য। ১৯৪৭-৭১ সালের মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুরা 'কলোনি' স্থাপন করতে পারলেও নিম্নবর্গের মানুষরা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, ফুটপাত, খালপাড়ে আশ্রয় নেন। এই বসতিগুলিতে বিশুদ্ধ জল, শৌচাগার, বিদ্যুতের মতো মৌলিক সুবিধার অভাবে জীবন ছিল দুর্বিসহ। ১৯৮৩ সালের সরকারি 'পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ নয়' নীতি সত্ত্বেও, ১৯৮৩-৮৯ সালের মধ্যে কলকাতায় ৫০,০০০-এর বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন, পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই। এই উচ্ছেদের সময় হয়রানি, মারধর, লুণ্ঠন ও সম্পত্তি পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে।গিজ মম-এর গবেষণা থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারস্টেট হাইওয়ে সিস্টেম তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ বসতিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

গিজ মমের মতে, গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কখনোই 'নিরপেক্ষ' ছিল না; এটি ছিল শ্রেণি ও বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে নির্মিত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কলকাতায় নিউ টাউন-রাজারহাট টাউনশিপ তৈরিতেও একই পদ্ধতি কাজ করেছে, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ধ্বংস করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।অবৈধ পার্কিং লট, ট্র্যাফিকের সমস্যা অথবা গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, পথদুর্ঘটনার দায় ফুটপাত হকারদের, সংবাদ প্রতিবেদন, ২০০৮ (সূত্র হকার সংগ্রাম কমিটির আর্কাইভ)ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পলিটিক্স অফ আর্কাইভিং হকার্স অ্যান্ড পেভমেন্ট ডুয়েলার্স ইন ক্যালকাটা'- প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ১৯৯৬ সালের 'অপারেশন সানশাইন'-এর মতো উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে 'হকার সংগ্রাম কমিটি' প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। হকার সংগ্রাম কমিটি শুধু আন্দোলনই করেনি, তারা নিজেদের একটি 'আর্কাইভ' তৈরি করেছে। সরকারি সমীক্ষার পাল্টা সমীক্ষা, দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে, ফুটপাথে ব্যবসা এই শহরের অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০০৭ সালে হকার সংগ্রাম কমিটির সমীক্ষায় কলকাতার ২১টি চৌমাথায় ২,৩৫০ হকারের নমুনা নেওয়া হয়। এই সমীক্ষাটি দেখায়, ফুটপাথের হকাররা মাইক্রোস্তরের উদ্যোক্তা, যারা কম খরচে শহুরে অর্থনীতিতে নিজেদের মূল্যবান যোগদান দেয়। হকার সংগ্রাম কমিটি, অপারেশন সানশাইন-পরবর্তী সংগ্রামকে গণস্মৃতিতে পরিণত করে, হকারদের নাগরিক সদ্ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয় এবং শাসনকৌশলগুলির সঙ্গে জড়িত থেকে, নিজেদের জন্য একটি জনপ্রিয় পরিকাঠামো তৈরি করে।হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা, শক্তিমান ঘোষ সরকারি ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন। তাঁর অফিসে, কলকাতার ৩০,০০০ হকারের একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও কাগুজে ডেটাবেস এখনও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু এই সাফল্যের ছায়ায়, ফুটপাথবাসীরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যান। ১৯৭০-এর দশকে ফুটপাথবাসীরা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক মনোভাবের বিষয় ছিল, কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে 'বিশ্বমানের শহর'-তৈরি প্রতিযোগিতায় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। অপারেশন সানশাইন-এর পক্ষে তৈরি সরকারী প্রকাশনায় ফুটপাথবাসীদের অস্তিত্বের কোনো উল্লেখ ছিল না। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের উপর সরকারি সমীক্ষা বন্ধ হওয়ায়, ফুটপাথবাসীরা জনগোষ্ঠী হিসেবে সরকারী খাতায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ফুটপাথে ব্যবসায়ী (হকার) ও ফুটপাথে বসবাসকারীদের (পেভমেন্ট ডুয়েলার) রাজনৈতিক পরিণতি ভিন্নখাতে বইতে থাকে। হকাররা নিজেদের 'উদ্যোক্তা' হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন, স্বনির্ভর, কর্মঠ এবং শহরের অর্থনীতিতে অবদানকারী হিসাবে তাঁদের আইনি স্বীকৃতি রয়েছে। অন্যদিকে, ফুটপাথবাসীরা এখনও রাষ্ট্রের 'দয়ার প্রাপক' হিসেবে রয়ে গিয়েছেন।গিজ মমের মতে, 'উদ্যোক্তা'র ধারণাটি ১৯৭০-এর দশকের জ্বালানি সংকটের পর, পশ্চিমা বিশ্বে মাইক্রো ক্রেডিট বিপ্লবের মাধ্যমে দরিদ্রদের অর্থনীতি পুনর্গঠন পরিকল্পনার ফল। হকাররা এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি করেছেন। কিন্তু যারা 'উদ্যোক্তা' হতে পারে না, সেই ফুটপাথবাসীরা, যারা রাজনৈতিক ভাষায় নিজেদের ভাষ্য প্রকাশ করতে অক্ষম, তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যান।সুপ্রিম কোর্টে ১৯৮৫ সালের 'বম্বে হকার্স ইউনিয়ন' মামলায় ফুটপাথে ব্যবসার অধিকার ১৯(১)(গ) অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। 'ওলগা টেলিস' মামলায় জীবিকা অর্জনের অধিকার ২১ অনুচ্ছেদের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু, ২০২৬ সালের জুনে সুপ্রিম কোর্টের 'মণিয়ার ইলিয়াজ' মামলায় নিরাপদ ফুটপাতে হাঁটার অধিকার, ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে, প্রতিটি বড় শহরের পৌরকর্তৃপক্ষ ও পুলিশ, এই রায়কে হকার উচ্ছেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, যদিও এই রায়ে হকারদের বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না, তাঁদের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় আইন রয়েছে।গিজ মমের মতে, 'পথচারী'র ধারণাটি ১৯০০ শতকে লন্ডন ও প্যারিসে তৈরি হয়েছিল, যা মূলত মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে। এই বর্ণবাদী 'পথচারী'র ধারণাকে ব্যবহার করেই, গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়নের বিরোধিতাকে আটকানো হয়েছে, ফুটপাথের দরিদ্র বাসিন্দাদের বিরুদ্ধেও আইনি অস্ত্র তৈরি করা হয়েছে। কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতিতেও, 'পথচারী' অধিকারের নামে হকার ও ফুটপাথবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে, অথচ এই 'পথচারী' যে আসলে কে আর কে নয়, তা কখনও আইনিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।স্ট্রিট ভেন্ডার্স অ্যাক্ট (২০১৪) দশকের পর দশক ধরে, বহু আইনি লড়াই ও হকার সংগঠনগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এই আইন, ফুটপাথের হকারদের 'দখলদার' নয়, 'শ্রমজীবী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আইনটি পারস্পরিক 'প্রাকৃতিক বাজার'-কেও স্বীকৃতি দেয়। টাউন ভেন্ডিং কমিটি (টিভিসি) তৈরি করে, যাতে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব হকারদের এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মহিলা হন। কিন্তু কলকাতায় এই আইনের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ রয়েছে। ২০১৮ সালের 'হকার সংগ্রাম কমিটি বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার' মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে আইনের অধীনে নিয়ম তৈরি করতে বলে। ২০২১ সালে 'অক্ষয় কুমার সারঙ্গী' মামলায় হাইকোর্ট আবারও আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনের উদাসীনতার কথা উল্লেখ করে। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে, কলকাতা পুরসভা পৌর বাজারের ৪৫ মিটারের মধ্যে হকারদের ফুটপাথ খালি করতে এবং আরও বেশি রাস্তাকে 'নন-ভেন্ডিং জোন' হিসাবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব আনা হয়, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর টাউন ভেন্ডিং কমিটির প্রথম বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ঘোষণা করেছেন, 'ফুটপাথ কেবলমাত্র পথচারীদের এবং তাকে দখলমুক্ত রাখা উচিত'। প্রশ্ন উঠছে, ২০২৬ সালে কি ১৯৯৬ সালের অপারেশন সানশাইনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে?ফুটপাথে মহিলাদের অবস্থান অত্যন্ত জটিল। মহিলা হকাররা, পুরুষ হকারদের তুলনায় বেশি হয়রানির শিকার হন। ফুটপাথে বসবাসকারী মহিলারা যৌন হয়রানি ও অনিরাপদ পরিবেশের শিকার। ১৯৮৭ সালের এক প্রতিবেদনে, কলকাতার বিভিন্ন অংশে উচ্ছেদের সময় মহিলারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। গিজ মম-এর মতে, নারীরা গাড়ির বিজ্ঞাপনে ভূমিকা রাখলেও, তারা গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়নের শিকারও হন। এ 'শহর কার?';এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ফুটপাথের রাজনীতিকে বুঝতে হবে। ফুটপাথ শুধু হাঁটার রাস্তা নয়; এটি অসংখ্য মানুষের ঘর, জীবিকা ও আশ্রয়।মধুবন্তী তালুকদার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ১৯৮০-এর দশকে, বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সেখানকার বেকার শ্রমিকদের ফুটপাথ ও বস্তিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সরকারি আবাসন প্রকল্পগুলি ধীরে ধীরে বিলাসী আবাসনে রূপান্তরিত হয়েছে। নিউ টাউন-রাজারহাট টাউনশিপ তৈরি করতে হাজার হাজার হেক্টর উর্বর কৃষিজমি ও মৎস্যক্ষেত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে।

অধিকাংশ জমি জোরপূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। 'রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটি' সংগ্রাম করলেও রাজনীতিবিদ থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী হয়ে, সরেজমিনে গুণ্ডা চক্রের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছে।পথচারীদের নিরাপদ চলাচলের অধিকার যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ফুটপাথে বসবাসরত ও ব্যবসা করা মানুষদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার প্রদান করা। গিজ মম-এর মতে, মানবসভ্যতার ইতিহাস জুড়েই গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়নের একাধিক বিকল্প উপস্থিত ছিল, সাইকেল, রিকশা, ট্রাম, বাস ছিল, যেগুলি আরও অনেকবেশি দীর্ঘমেয়াদি যান ছিল। ১৯৭০-এর দশকের জ্বালানি সংকটের পর পশ্চিমা বিশ্বে 'পথচারী-বান্ধব শহরের' ধারণা তৈরি হলেও, সেটি বাস্তবায়নের সময় দেখা যায় 'পথচারী'র ধারণাটি নিজেই শ্রেণিবদ্ধ এবং, সেটি বর্ণভিত্তিক। সেখানে পথচারী মানে মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি, যে ফুটপাথে হাঁটে কিন্তু ফুটপাথে বসবাস করে না।আমাদের প্রয়োজন, প্রথমত, স্ট্রিট ভেন্ডার্স অ্যাক্টের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;টিভিসি-কে কার্যকর করা, হকারদের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সম্পন্ন করা, তারপর ভেন্ডিং জোনগুলি নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত, ফুটপাথবাসীদের জন্য স্থায়ী আবাসনের বিকল্প তৈরি করা, কোনো অস্থায়ী আশ্রয়শিবির নয়, তাঁরা যেন স্থায়ী আবাসন প্রকল্প পান। তৃতীয়ত, প্রশাসনিকভাবে নগর পরিকল্পনায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করতে শুরু করা উচিত, যাতে দরিদ্র মানুষদের, শ্রমজীবী নারীদের, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শুধু উচ্ছেদ আর পুনর্বাসনের অসফল চক্রের বাইরেও ভাবতে হবে। শুধু পথ চলাদের নিয়ে নয়, পথে থাকাদের নিয়েও ভাবতে হবে, তবেই কলকাতা সত্যিই 'সবার' শহর হয়ে উঠতে পারবে। কলকাতা শহর কেবলমাত্র পাকা রাস্তা, উঁচু দালান আর গাড়ি চলার জন্য নয়; এ শহর মানুষের জন্য, সকল মানুষের জন্য। যারা ফুটপাতে ঘুমায়, যারা ফুটপাতে ব্যবসা করে, যারা ফুটপাতে হাঁটে, তাঁদের সকলের জন্য। গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন যদি ফুটপাথবাসী ও হকারদের জীবনকে কঠিন করে তোলে, তবে সেই উন্নয়ন কোনো উন্নয়নই নয়, বিভাজনমূলক রাজনীতি মাত্র। গিজ মমের বক্তব্যই এ বিষয়ে আমাদের শেষ পাথেয় হতে পারে।

তিনি বলছেন,গাড়ি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কখনোই অনিবার্য ছিল না; এটি প্রথম থেকেই ছিল একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ, এবং আমরা আজও ভিন্ন কোনো পদক্ষেপ নিতেই পারি। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

খবর

ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আরএসএসের সভার বিরোধিতা নিউ ইয়র্কের মেয়র মামদানির

তবে বাতিলে অপারগতা

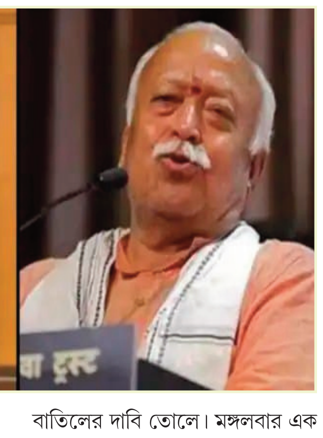

সকালের শিরোনাম
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
নিউ ইয়র্ক

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিউ ইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের প্রস্তাবিত সভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। তবে ব্যক্তিগত কোনো কর্মসূচিতে শহরের প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপ বা তা বাতিল করার আইনি এক্তিয়ার রয়েছে কি না, তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন।

আগামী ২৯ অগস্ট শনিবার ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'ইউনিভার্সাল ওয়াননেস' অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ হাজার অনাবাসী ভারতীয়র সমাবেশে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে মোহন ভাগবতের। এই সফরের অংশ হিসেবে কানাডা ও ব্রিটেনেও যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সংঘপ্রধানের এই কর্মসূচি ঘিরে নিউ ইয়র্কের একাধিক নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠন সিটি হলের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অনুষ্ঠানটি বাতিলের দাবি তোলে। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, ক্ষ্মআমি এই সমাবেশের ঘোর বিরোধী, কিন্তু একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বাতিল করার ক্ষেত্রে শহরের প্রশাসনের কোনো আইনি অধিকার আছে কি না তা আমার জানা নেই।ক্ষ্ম নিজেকে নিউ ইয়র্কের ইতিহাসের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদী ভাবাদর্শকে তিনি ধারণ করেন। যে ভাবাদর্শ সকল নাগরিকের অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিকে স্বীকৃতি দেয়, তার বিপরীতে গিয়ে কোনো বর্জনমূলক মতাদর্শের উত্থান অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেই তিনি মনে করেন। মামদানির এই বক্তব্যের পাশাপাশি হিন্দুজ ফর হিউম্যান রাইটস, ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল এবং ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কের মতো বহু সংগঠন এই কর্মসূচির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠানটি বাতিল করার আবেদন জানিয়েছে। ফলে সংঘপ্রধানের আসন্ন এই কর্মসূচিকে ঘিরে আমেরিকার ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কেরলে কংগ্রেস সরকারের ১০০ দিন

জোটের টানাপড়েন ও প্রশাসনিক দিশাহীনতায় চাপে মুখ্যমন্ত্রী সতীশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কেরলে ১৪০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১০২টিতে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতায় আসা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারের প্রথম ১০০ দিন পূর্ণ হলো। তবে এই প্রাথমিক মেয়াদে বড় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্পষ্ট ছাপ ফেলতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন। পূর্বতন বাম সরকারের দীর্ঘ এক দশকের শাসনের পর প্রশাসনিক স্তরে শক্ত রাশ টানতে গিয়ে দলীয় কোন্দল ও জোট শরিকদের অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনে বারবার হোঁচট খাচ্ছে নতুন মন্ত্রিসভা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের মতো দৃঢ় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সতীশনের জমানায় এখনও দেখা যায়নি। পূর্ণকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি না থাকা এবং মন্ত্রিসভায় এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপালের অনুগামীদের প্রভাবের কারণে নীতি নির্ধারণে বারবার আপস করতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে। ওয়াকফ বোর্ডের পুনর্গঠন কিংবা কেন্দ্রীয় 'পিএম শ্রী' প্রকল্প রূপায়নের মতো একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীতে দল ও শরিকদের চাপে তা স্থগিত রাখতে হয়েছে। ফলে বিরোধীদের কাছে তিনি 'ইউ-টার্ন মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন। এমনকী সরকারি বোর্ড ও নিগমগুলিতে এখনও পূর্ববর্তী বাম সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদেরই দাপট অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকেও সরকার দু'দিক থেকে চাপের মুখে পড়েছে। শপথ অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম গাওয়া কিংবা নির্বাচন কমিশনার নিয়োগকে ঘিরে সিপিআই(এম) যেমন সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ তুলছে, তেমনই বিজেপি আবার সরকারকে প্রধান শরিক মুসলিম লিগের কাছে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে দেগে দিচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকারের সমান্তরাল প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকও সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তবে নীতিগত দোলাচলের মাঝেও সরকারের দু'টি জনমুখী উদ্যোগ সাধারণ মানুষের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালার নেতৃত্বে মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান 'অপারেশন তুফান' রাজ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি সাধারণ বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের সিদ্ধান্ত সরকারের সামাজিক ভাবমূর্তিকে অনেকটাই উজ্জ্বল করেছে।

পাতলা ডাল, অচল লিফট, ল্যাবহীন হাসপাতাল

১ পৃঃ পর

পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি এবং হাসপাতাল চত্বরের জমে থাকা জঙ্গলও তাঁর নজরে আসে। বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের পরিষেবায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে। ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যাণ হাসপাতালে আরও বড় প্রশ্ন উঠেছে পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে। মন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘ সময় ধরে ল্যাবরেটরি না থাকলেও প্রয়োজনীয় কর্মী রয়েছেন। দূরবর্তী এলাকা থেকে রোগীরা এলেও চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনা জমে থাকার ঘটনায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, ক্ষ্মহাসপাতালের মধ্যেই ডেঙ্গির আতুরঘর তৈরি হয়েছে।ক্ষ্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করতে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। অবিনাশ দত্ত ম্যাটারনিটি হাসপাতালে সমস্যার তালিকায় উঠে এসেছে লিফট। দু'টির মধ্যে একটি দীর্ঘদিন অচল। পাঁচতলার উপরের অংশও কার্যত অব্যবহৃত। সেগুলি দ্রুত রোগীর কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। শিশু বিভাগে মাত্র দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকায় সেখানেও লোকবল বাড়ানোর প্রয়োজনের কথা জানিয়েছেন তিনি। নর্থ সাবারবান হাসপাতালকে ভবিষ্যতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারি। তাঁর দাবি, জমি ও পরিকাঠামো থাকায় এমন উদ্যোগে উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি আরজি করের উপর চাপও কমতে পারে। তিন হাসপাতালের পরিদর্শনে মন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট;কাগজে পরিষেবা থাকার চেয়ে রোগী হাসপাতালে এসে তা পাচ্ছেন কি না, সেটিই আসল পরীক্ষা।

১৭০-১৮০ আসনের লক্ষ্য, কলকাতায় 'সনাতনী মেয়র'- দাবি সুকান্তের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতা পুরভোটের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ হয়নি। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ের অঙ্ক কষা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। পুরভোটে দলের কলকাতা পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, ক্ষ্মবিজেপি ১৭০ থেকে ১৮০টি আসন জিতবে।ক্ষ্ম শুধু আসন জয়ের পূর্বাভাস নয়, ক্ষমতায় এলে কলকাতার মেয়র পদেও 'সনাতনী' মুখ আনার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ফলে পুরভোটের প্রচারপর্ব শুরু হওয়ার আগেই বিজেপির রাজনৈতিক ভাষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুকান্তের এই হিসাব অবশ্য বর্তমান ১৪৪ ওয়ার্ডের ভিত্তিতে নয়। তাঁর বক্তব্য, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০১টিতে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে ওয়ার্ডের সংখ্যা ২০৯ হলে সেই সাফল্য আরও বিস্তৃত হবে বলেই তাঁর দাবি। তাঁর কথায়, ক্ষ্মএ বার আমাদের লড়াই অন্য কারও সঙ্গে নয়, নিজেদের সঙ্গেই। বিধানসভায় যেখানে এগিয়ে ছিলাম, পুরভোটে সেই সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।ক্ষ্ম ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানোর সম্ভাবনাই এখন বিজেপির সংগঠনের কাছে নতুন সমীকরণ তৈরি করছে। কলকাতার আসন পুনর্বিন্যাসের খসড়া ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে বলে পুরসভা সূত্রের খবর। হাওড়ার ক্ষেত্রেও ৫০টি ওয়ার্ডকে বাড়িয়ে ৬৮ করার প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ হয়েছে। ফলে সম্ভাব্য নতুন ওয়ার্ডে সংগঠন দাঁড় করানো এবং উপযুক্ত প্রার্থী খোঁজার কাজও পাশাপাশি শুরু করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। এই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার কলকাতা ও হাওড়ার জন্য পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করেছে রাজ্য বিজেপি। কলকাতার দায়িত্বে সুকান্ত মজুমদার, সহ-পর্যবেক্ষক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজু)। আহ্বায়ক করা হয়েছে মন্ত্রী তাপস রায়কে, সহ-আহ্বায়ক কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। হাওড়ার দায়িত্ব পেয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিংহ এবং আহ্বায়ক বালির বিধায়ক সঞ্জয় কুমার সিংহ। প্রচার, সংকল্পপত্র এবং প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য আলাদা কমিটিও তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ ভোটের দিন ঘোষণা না হলেও বিজেপির প্রস্তুতি এখন তিন দিকেই; ওয়ার্ডের অঙ্ক, সংগঠন এবং প্রার্থী নির্বাচন।

তবে সুকান্তের ১৭০-১৮০ আসনের হিসাব বাস্তবায়িত করতে হলে সম্ভাব্য বর্ধিত ওয়ার্ডের পাশাপাশি বর্তমান পুর এলাকার ভোট-সমীকরণও ধরে রাখতে হবে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের ফলকে পুরভোটে সরাসরি টেনে আনার বিজেপির কৌশল কতটা কার্যকর হয়, সেটিই এখন দেখার।

নতুন বিধি ঘিরে স্বাস্থ্যদপ্তর বনাম নার্স সংগঠন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

হাসপাতালে রোগীর সেবার সঙ্গে নার্সের পোশাকের সম্পর্ক কতটা? স্বাস্থ্যদপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিয়েছে। মহিলা ও পুরুষ;দুই ধরনের স্টাফ নার্সের পোশাক, চুল এবং সাজসজ্জা নিয়ে একাধিক নিয়ম জারি হয়েছে। কিন্তু নির্দেশিকার ভাষা নিয়ে আপত্তি তুলেছে নার্স সংগঠন। তাদের মূল প্রশ্ন, 'নতুন নিয়ম করার আগে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা হল না কেন?' নির্দেশিকায় মহিলা নার্সদের জন্য 'স্মল ক্যাপ'

ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আর সেখানেই আপত্তির শুরু। নার্সেস ইউনিটির সম্পাদক ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'সরকারি হাসপাতালে স্মল ক্যাপ ব্যবহারের কোনও প্রচলন নেই। ঠিক কোন ধরনের টুপি বোঝানো হয়েছে, স্বাস্থ্যদপ্তরকে তা স্পষ্ট করতে হবে। নার্সদের মতামত নিয়েও সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার।' কোভিডের আগে নার্সদের মাথায় দেখা যেত লম্বা, ত্রিকোণ আকৃতির ঐতিহ্যবাহী টুপি। অতিমারির সময় সংক্রমণের আশঙ্কায় সেটি ব্যবহার বন্ধ হয়। পরে হাসপাতালগুলিতে একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া যায় এমন অস্ত্রোপচার-টুপি চালু হয়। ফলে নতুন নির্দেশে 'স্মল ক্যাপ' বলতে পুরনো টুপিকে বোঝানো হচ্ছে, নাকি অন্য কিছু;তা নিয়েই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। নার্সদের একাংশের দাবি, বর্তমান অস্ত্রোপচার-টুপি ব্যবস্থাই বজায় রাখা হোক। শুধু মাথার পোশাক নয়, ব্যক্তিগত সাজসজ্জাতেও লাগাম টানা হয়েছে। মহিলা নার্সদের সাধারণ ভাবে গয়না ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিবাহিতদের শাঁখা-পলা এবং ছোট নাকের গয়না রাখার ছাড় দেওয়া হয়েছে। পুরুষ স্টাফ নার্সদের কালো ঢাকা জুতো পরতে হবে। চুল ছোট রাখতে হবে এবং দাড়ি-গোঁফ রাখা যাবে না। নির্দেশিকার নেপথ্যেও একটি সাম্প্রতিক ঘটনা রয়েছে বলে দাবি নার্স সংগঠনের। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনের সময়

নার্সিং সুপারিনটেনডেন্টের পোশাক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সংগঠনের অভিযোগ, তার পরেই দ্রুত নতুন বিধি জারি করা হয়েছে। নার্সদের আপত্তি পোশাকবিধি মানা নিয়ে নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, হাসপাতালের শৃঙ্খলা ও পেশাগত পরিচয়ের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক অবশ্যই থাকতে পারে। তবে 'কোন টুপি, কী পোশাক;এসব ঠিক করার আগে যাঁরা প্রতিদিন হাসপাতালে কাজ করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাটাও শোনা প্রয়োজন।'

বইমেলার নিয়ন্ত্রণে বদলের ইঙ্গিত, ২৪ জনের কমিটি রাজ্যের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতা বইমেলার পরিচালন ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল রাজ্য সরকারের নতুন উদ্যোগে। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলাকে ঘিরে ২৪ সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করেছে নবান্ন। সেখানে জায়গা পেয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং প্রকাশনা জগতের প্রতিনিধিরা। ফলে আগামী দিনের বইমেলা যে শুধু একটি সংগঠনের হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সেই বার্তাই স্পষ্ট হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের স্বাক্ষর করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ১৭ এবং ২১ আগস্ট নবান্নে বইমেলা নিয়ে দু'দফায় আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় বৈঠকে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সেই আলোচনার পরেই নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত। কমিটিতে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আর্যেশানন্দ এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী সারস্বতানন্দ। প্রকাশকদের তরফে রয়েছেন দেবজ্যোতি দত্ত, অনিল আচার্য, মিলিন্দ দে, রাজকুমার বর্মন-সহ একাধিক প্রতিনিধি। তালিকায় রয়েছেন দেবজিৎ সরকার, সপ্তর্ষি চৌধুরি, প্রসেনজিৎ বক্সি, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকেশ মণ্ডল, মোহিত রায়, ওসমান গণি ও আশিস গিরিরাও। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের গিল্ডের বর্তমান সভাপতি সুধাংশুশেখর দে এবং সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কমিটিতে নেই। তবে গিল্ডকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়নি। ২০২৭-এর বইমেলা যৌথ ভাবে আয়োজন করবে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড, ইজেডসিসি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নতুন ২৪ সদস্যের কমিটি থাকবে পরামর্শদাতার ভূমিকায়। বইমেলার পরিচালনায় আরও বেশি প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশককে যুক্ত করার দাবি অবশ্য নতুন নয়। সম্প্রতি এমনই এক আলোচনায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ক্ষ্মকলকাতা বইমেলায় ভারতীয়ত্বের ছাপ থাকা দরকার। সকলের বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠুক বইমেলা।ক্ষ্ম সেই অনুষ্ঠানে প্রকাশক, মুদ্রাকর ও বই বিক্রেতাদের একাংশও একসঙ্গে বইমেলা আয়োজনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। দেবজিৎ সরকারের বক্তব্য ছিল, 'এখন থেকে গিল্ড আর একা কিছু করবে না। সকলে মিলে বইমেলা হবে।' নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সেই দাবিকে প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ফলে ২০২৭-এর বইমেলা শুধু আয়োজনের দিক থেকে নয়, পরিচালনার চরিত্রেও নতুন বার্তা দিতে পারে।

বেলেঘাটার ব্লাড ব্যাঙ্কে ১৬০০ ইউনিট রক্তের হদিস নিয়ে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসাবাদে তিন ডাক্তারি পড়ুয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

সরকারি হাসপাতালে রক্তের বেআইনি কারবারের অভিযোগের মধ্যেই এ বার নজরে কলকাতার বেলেঘাটার একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক। এক দিনে ৩৫টি রক্তদান শিবির থেকে প্রায় ১৬০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের দাবি ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে স্বাস্থ্য ভবন। প্রশ্ন উঠেছে, ওই বিপুল রক্ত সংরক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপাদান পৃথক করার মতো পরিকাঠামো যেখানে ছিল না, সেখানে এত রক্ত সংগ্রহের অনুমতি মিলল কী ভাবে। তদন্তের আঁচ পৌঁছেছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের তিন ডাক্তারি পড়ুয়ার কাছেও। স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তকারীদের নজরে এসেছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রক্ত পরীক্ষা ও প্রক্রিয়াকরণের দৈনিক সক্ষমতা কয়েক ডজন ইউনিটের বেশি নয়। অথচ একই দিনে ১৬০০ ইউনিট রক্ত সেখানে পৌঁছয় বলে অভিযোগ। প্লাজমা বা প্লেটলেটের মতো উপাদান আলাদা করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর ঘাটতিও রয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। ফলে সংগৃহীত রক্তের পরবর্তী গন্তব্য নিয়েই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আরও একটি বিষয় তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। রক্তদাতাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার কাজে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের কয়েক জন পড়ুয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। গত মঙ্গলবার তাঁদের মধ্যে তিন জনকে স্বাস্থ্য ভবনে ডেকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে কি না, তা নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে তাঁদের ভূমিকা এবং ওই শিবিরগুলির অনুমোদন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তদন্ত দ্রুত এগোচ্ছে। তাঁর কথায়, 'রক্ত কোথায় পাঠানো হয়েছিল এবং কারা এর পিছনে রয়েছে, তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। একের পর এক অসঙ্গতি সামনে আসছে।' তদন্তে পাওয়া নথি ও তথ্যপ্রমাণ হাই কোর্টে পেশ করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্য দফতরের ব্যাখ্যা, কোনও ব্লাড ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট সংরক্ষণক্ষমতা ও পরীক্ষার সামর্থ্য রয়েছে। সেই সীমার বাইরে রক্ত সংগ্রহ হলে নিরাপদ ভাবে পরীক্ষা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। ফলে অতিরিক্ত সংগৃহীত রক্ত নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বেআইনি পথে সরিয়ে দেওয়ার আশঙ্কাও থাকে। বেলেঘাটার ঘটনাটি তাই নিছক একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়মভঙ্গের অভিযোগে আটকে থাকছে না। এত বড় পরিমাণ রক্ত সংগ্রহের অনুমোদন, তার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা;সব মিলিয়ে স্বাস্থ্য দফতর এখন সম্ভাব্য একটি বৃহত্তর চক্রের সন্ধান করছে। অন্য বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কেও এর যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শিশুকে ডেকে যৌন হেনস্তা প্রৌঢ়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

খাস কলকাতায় ফের শিশুর যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ঘিরে শোরগোল! বুধবার সকালে গড়ফার একটি আবাসনে এই ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। চার বছরের শিশুর পরিবার এনিয়ে গড়ফা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্তে নামে। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত পলাতক, তার খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এলাকায় এনিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য।ঘটনা ঠিক কী? পুলিশ সূত্রে যা জানা যাচ্ছে, তা খানিকটা এরকম। গড়ফার আবাসনে পরিবারের সঙ্গে থাকে চার বছরের ওই শিশু। বুধবার সে পাশের ফ্ল্যাটে কাকার কাছে গিয়েছিল। সেসময় কাকা বাড়িতে ছিলেন না। অভিযোগ, বাচ্চাটিকে দেখে প্রতিবেশী এক প্রৌঢ় ডাকে। তাকে জল খাওয়ানোর নাম করে ডেকে আবাসনের ছাদে নিয়ে যায়। এরপর তাকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। বাচ্চার কান্না শুনে পরিবারের লোকজন ছুটে যান। কিন্তু সেখানে আর ওই ব্যক্তিকে দেখা যায়নি। তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।এরপরই গড়ফা থানায় অভিযোগ জানায় ওই পরিবার। তাদের অভিযোগ প্রতিবেশী বছর পঞ্চান্নর ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে নিগৃহীত শিশুকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন ঘটনা শিশুমনে অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলবে, এই আশঙ্কা পরিবারের। মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যরা তাকে আগলে রাখার পাশাপাশি মনোবিদের পরামর্শ গ্রহণের কথাও ভাবছেন। গড়ফার মতো এলাকায় এমন ঘটনার কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত। শহরের শিশু নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে পুলিশের উপর আস্থাপ্রকাশ করেছে পরিবার।

স্কুলে সংস্কৃত দিবস, ভাষাশিক্ষার আড়ালে নতুন সাংস্কৃতিক বার্তা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

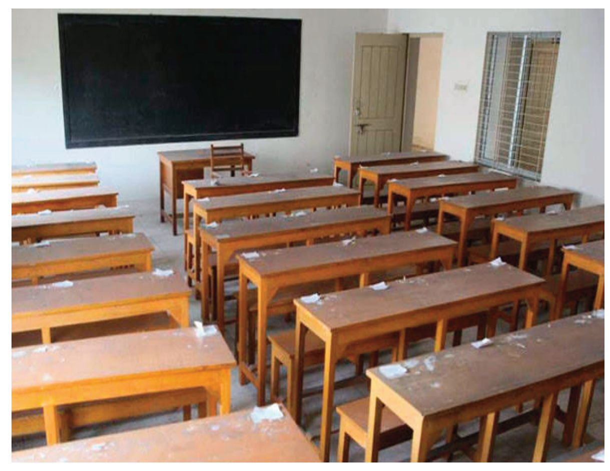

রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে এ বার আলাদা করে উদ্যাপিত হবে সংস্কৃত দিবস। ২৫ থেকে ৩১ অগস্টের মধ্যে যে কোনও একটি দিন বেছে নিয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক;সব স্তরের পড়ুয়াদের নিয়ে এই কর্মসূচি করার নির্দেশ দিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ভাবে এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলেই দাবি করা হচ্ছে। শুধু আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নয়, সংস্কৃতকে ঘিরে পড়ুয়াদের আগ্রহ তৈরি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। স্কুলের প্রার্থনাসভায় সংস্কৃত মন্ত্র পাঠের পাশাপাশি তার বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে। থাকছে কবিতা আবৃত্তি, গান, গল্প বলা এবং নাটকের মতো নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। ফলে এক দিনের কর্মসূচির মাধ্যমে ধ্রুপদী এই ভাষাকে স্কুলের দৈনন্দিন পরিবেশে নতুন করে সামনে আনার চেষ্টা হচ্ছে। সরকারের এই পদক্ষেপ ঘিরে অবশ্য রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রশ্নও উঠছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে সেই অবস্থান স্পষ্ট। তাঁর কথায়, ক্ষ্মপশ্চিমবঙ্গ থেকে সংস্কৃত ভাষাকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছিল। সংস্কৃত প্রতিষ্ঠা পেলে পরের প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতি ফিরবে।ক্ষ্ম তাঁর আরও দাবি, এই ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও পরম্পরা সম্পর্কে জানা সম্ভব। সংস্কৃত দিবসের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সংস্কৃতভারতীও। সংগঠনের অরুণকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'ভারতকে জানতে গেলে সংস্কৃত জানাটা জরুরি।' কোনও স্কুল এই কর্মসূচি পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য চাইলে তাঁদের সংগঠন সহযোগিতা করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে উদ্যোগটি নিয়ে শিক্ষকমহলে একমত মত নেই। একটি অংশের প্রশ্ন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলাদা কর্মসূচি চাপিয়ে দিলে নিয়মিত পঠনপাঠনের উপর তার প্রভাব পড়বে কি না। অর্থাৎ সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করার সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষাসূচি এবং সময় ব্যবস্থাপনাও এখন আলোচনার কেন্দ্রে। সংস্কৃতকে ঘিরে এই নতুন সরকারি সক্রিয়তা তাই নিছক একটি ভাষা-উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। শিক্ষাঙ্গনে ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

স্কুলে পড়ুয়া নেই, শিক্ষক ১৯ হাজার!

ইউডিআইএসই-তে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল ছবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

একটি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা শূন্য। অথচ শিক্ষক রয়েছেন একাধিক। পশ্চিমবঙ্গের ৪১৩৩টি স্কুলকে ঘিরে কেন্দ্রের ইউডিআইএসই প্লাস রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই এক অস্বাভাবিক ছবি। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে পড়ুয়াহীন স্কুলের সংখ্যা ৫৬৬৩। তার মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশই পশ্চিমবঙ্গে। এক বছরে রাজ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা ৩৮১২ থেকে বেড়ে ৪১৩৩ হয়েছে। শুধু পড়ুয়া-শূন্য স্কুলই নয়, শিক্ষক বণ্টনের ছবিতেও বড় অসামঞ্জস্য ধরা পড়েছে। ৬৭৬৯টি স্কুলে রয়েছেন মাত্র এক জন শিক্ষক। ওই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়েন ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৬৯ জন। শিক্ষক-পড়ুয়ার অনুপাতে দেশের নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। প্রতি শিক্ষককে সামলাতে হয় গড়ে ৩০ জন পড়ুয়া। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং বণ্টনের পুরনো সমস্যাও সামনে এসেছে। স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের বক্তব্য, গত ১৫ বছরে নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষক নিয়োগ কার্যত ব্যাহত হয়েছে। নতুন সরকার সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছে। অতিরিক্ত শিক্ষক থাকা স্কুল থেকে শিক্ষকহীন বা এক শিক্ষক-নির্ভর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে পড়ুয়া-শূন্য

স্কুলের সংখ্যার পিছনে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কিছু বেসরকারি স্কুল কেন্দ্রীয় পোর্টালে শিক্ষকদের তথ্য জমা দিলেও পড়ুয়াদের তথ্য দেয়নি। ফলে তথ্যভান্ডারে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির পড়ুয়া সংখ্যা শূন্য হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও ছবিটা খুব উজ্জ্বল নয়। রাজ্যের ৯৩,১৪৭টি স্কুলের মধ্যে কম্পিউটার রয়েছে ২৩,৮৯৪টিতে। ইন্টারনেট সংযোগ আছে মাত্র ১৮,৩৭৪টি প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘ টানাপড়েনের প্রভাবও এই পরিসংখ্যানের বাইরে নয়। এর আগে ক্যাগের রিপোর্টে ৫২০টি স্কুলে কোনও শিক্ষক না থাকার কথা বলা হয়েছিল, যদিও সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৮৫৯৬। উচ্চ প্রাথমিকের পর ২৮ থেকে ৪২ শতাংশ পড়ুয়ার স্কুল ছেড়ে দেওয়ার তথ্যও সামনে এসেছিল। আদালতের নির্দেশে শিক্ষক নিয়োগে একাধিক পর্যায়ে চাকরি বাতিলের পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে পুরনো নিয়োগ-ব্যবস্থার অভিযোগও মিশেছে। নতুন ইউডিআইএসই পরিসংখ্যান সেই সমস্যার মাত্রা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল; স্কুল রয়েছে, শিক্ষক রয়েছেন, কোথাও আবার পড়ুয়াই নেই; আর অন্য প্রান্তে এক জন শিক্ষককে সামলাতে হচ্ছে শত শত শিশুর ভবিষ্যৎ।

তেজস এক্সপ্রেসে ৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

ট্রেনে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের চেষ্টা বানচাল করল মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তৎপরতা চালিয়ে ডাউন তেজস এক্সপ্রেস থেকে মোট ৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন রেল পুলিশের আধিকারিকরা। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ডাউন তেজস এক্সপ্রেসে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছে বলে আগাম খবর আসে মালদা টাউন স্টেশনের রেল পুলিশের কাছে। খবর পাওয়ার পরই স্টেশনে তল্লাশি অভিযানের প্রস্তুতি নেয় জিআরপি। ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।তল্লাশির সময় সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তির গতিবিধি নজরে আসে জিআরপি আধিকারিকদের। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও লাগেজে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। পরে ওজন করে দেখা যায়, মোট ৪২ কেজি গাঁজা রয়েছে তাদের হেফাজতে। এরপরই তিনজনকে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ। জিআরপি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত তিনজনের বাড়ি বিহারে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আগরতলা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যেই তারা তেজস এক্সপ্রেসে উঠেছিল। তবে মালদা টাউন স্টেশনে পুলিশের তৎপরতায় তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, কোথা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথায় তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল;সেসব বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

পৃথক অভিযানে পাঁচ বাংলাদেশি-সহ গ্রেপ্তার ৬

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

সীমান্ত এলাকায় অবৈধ যাতায়াত রুখতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল হবিবপুর থানার পুলিশ ও বিএসএফ। পুলিশ ও বিএসএফের পৃথক দুই অভিযানে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক-সহ মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক, যিনি বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারে সহযোগিতা করতেন বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হবিবপুর থানার জাজইল অঞ্চলের ভবানীপুর এলাকায় দু'জনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হবিবপুর থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম মানিক ওরফে রয়াল। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার চর ভুবনপাড়া এলাকায়। অপর ধৃত রিপন বিশ্বাসের বাড়ি হবিবপুর থানার বৈদ্যপুর অঞ্চলের দাল্লা চরণতলা এলাকায়।পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে রিপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে বাংলাদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ উঠে এসেছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, একই দিনে হবিবপুর থানার পুলিশ ও বিএসএফ জাজইল অঞ্চলের ভবানীপুর সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়। সেই অভিযানে আরও চার বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ মোহারাম আলি, মহম্মদ ইয়ামিন হোসেন, মহম্মদ জাগদল হোসেন এবং মহম্মদ সাজিব হোসেন। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। প্রথম অভিযানে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক মানিক ও ভারতীয় নাগরিক রিপন বিশ্বাসকে বুধবার মালদহ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় অভিযানে ধৃত চার বাংলাদেশি নাগরিককে মালদহ ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সীমান্ত এলাকায় তাঁদের প্রবেশের কারণ এবং এর পিছনে কোনও চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

৪২৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেপ্তার যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালিয়াচক

ফের বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধারে সাফল্য পেল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের ৪২৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম রাহুল সেখ। বয়স ২১ বছর। তাঁর বাড়ি কালিয়াচক থানার মোজমপুর অঞ্চলের হারুচক এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। সেখানেই সন্দেহভাজন অবস্থায় রাহুলকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ৪২৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। কোথা থেকে এত পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক রাহুলের কাছে এল এবং কোথায় তা পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পাশাপাশি, এই মাদক পাচারের পিছনে আরও কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক পাচারচক্রের গতিবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।বুধবার ধৃত রাহুল সেখকে মালদহ জেলা আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

কোচবিহার জেলা পরিষদেও পরিবর্তনের হাওয়া !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

কোচবিহার জেলা পরিষদের তৃণমূল সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন খোদ তৃণমূলের সদস্যরাই। কয়েকদিন আগেই নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ হিমানী ঈশোরের বাড়িতে অনাস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গোপন মিটিংয়ের খবর করে সংবাদ মাধ্যম। সেই খবরকে সত্যি প্রমাণিত করেই মঙ্গলবার জেলা পরিষদের ১৭ সদস্য সই করে জেলা শাসকের মাধ্যমে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থার চিঠি জমা দেন। তবে হিমানি ঈশোরের বাড়িতে উপস্থিত থাকা ১৯ সদস্য অনাস্থার চিঠিতে সই করেননি। জানা গিয়েছে, বিশেষ সমস্যার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন দুই জন। কোচবিহার জেলা পরিষদে মোট ৩৪ টি আসন রয়েছে। গত নির্বাচনে এর মধ্যে ৩২ টি আসনে তৃণমূল ও দুটি আসনে বিজেপি জয় পায়। বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন হয়েছে। সভাধিপতি মাঝেমধ্যে জেলা পরিষদে এলেও সহ সভাধিপতি থেকে শুরু করে কর্মাধ্যক্ষ, সদস্যরা কেউই প্রায় জেলা পরিষদে আসেন না। এর ফলে গত প্রায় চার মাস ধরে জেলা পরিষদ কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার অনাস্থা আনলেন তৃণমূলের সিংহভাগ জয়ী সদস্য। এখন এই পরিস্থিতিতে সভাধিপতি পদত্যাগ করেন কিনা সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

ডাক্তারি পড়ানোর নামে রমরমিয়ে ভুয়ো চক্র !

কোচবিহারের বিতর্কিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

বৈধ কাগজপত্র ও আইনি অনুমোদন দেখাতে না পারায় কোচবিহারের ঘুঘুমারির একটি বিতর্কিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ বন্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্য দপ্তর। খুব শীঘ্রই কোচবিহারের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে কলেজটি সিল বা বন্ধ করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শচীন্দ্রনাথ সরকার। 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিক অ্যান্ড কমপ্লেক্স হোমিও মেডিসিন উইথ রিসার্চ ইন ইন্ডিয়া' নামের ওই তথাকথিত প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি পড়ানোর নামে রমরমিয়ে ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়ার কারবার চলছিল বলে অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথি মেডিসিন'-এর কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে কলেজটি পরিচালিত হচ্ছিল। এলাকার সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মোটা টাকা খরচ করে সেখানে ভর্তি হলেও আদতে প্রতারণার শিকার হচ্ছিলেন। প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাবে দীর্ঘদিন এই অবৈধ প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। গত বছর নভেম্বর মাসে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন কাউন্সিলের তরফে কোচবিহারের সিএমওএইচ-কে এই কলেজটি সম্পর্কে তদন্ত করতে বলা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে কলেজ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত নথিপত্র নিয়ে হাজির হতে বলা হলেও তারা সদুত্তর দেয়নি। পরবর্তীতে গত ডিসেম্বরে কোতোয়ালি থানায় বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। দীর্ঘ টালবাহানার পর চলতি বছরের জুলাই মাসের শেষাশেষি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ওই কলেজটি বন্ধ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ার পর গত ১৯ আগস্ট পুলিশ ও আয়ুষ দপ্তরের আধিকারিকেরা ওই কলেজে গিয়ে কাউন্সিলের নোটিশ সেঁটে দেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার মণীশ যোশি জানিয়েছেন, সিএমওএইচ-এর কাছ থেকে নির্দিষ্ট চিঠি পাওয়ার পরই জেলাশাসকের নির্দেশমতো আইনি পদক্ষেপ করা হবে। প্রবীণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের ভুয়ো কলেজ থেকে যাঁরা ডিগ্রি নিয়েছেন, তাঁদের পেশাগত ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত, তেমনই সমাজে ভুয়ো চিকিৎসকদের দৌরাত্ম্য বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। অন্যদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি মঞ্জু পোদ্দার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন যে, ১৯৯৩ সাল থেকে চলা তাঁদের কলেজ সম্পূর্ণ বৈধ এবং কাউন্সিল তাঁদের অবৈধ ঘোষণা করার এক্তিয়ার রাখে না। যদিও প্রশাসনের দাবি, কলেজটির সপক্ষে কোনো সন্তোষজনক বা বৈধ প্রামাণ্য নথি তারা এখনও দেখাতে পারেনি।

জয়ন্তীর পর্যটনে ফের অনিশ্চয়তার ছায়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম পরিচিত পর্যটন গ্রাম জয়ন্তীকে ঘিরে ফের সংঘাতের আবহ তৈরি হচ্ছে। একদিকে গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ, অন্যদিকে বন দপ্তর। এর মধ্যেই বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ জয়ন্তীর জন্য নতুন পর্যটন নীতি আনতে চলেছে। তাতে নানা বিধিনিষেধ থাকার কথা। অন্যদিকে, পুরোনো একটি মামলা নিয়ে জয়ন্তীর বাসিন্দারা ফের আদালতের পথে হাঁটছেন। সব মিলিয়ে আগামী কয়েকদিনে জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফিরিয়ে আনার যে প্রকল্প চলছে, তারই অংশ হিসেবে জয়ন্তী গ্রাম স্থানান্তরের প্রক্রিয়াও চলছে।

গ্রামের প্রায় ৩৩০ জন বাসিন্দা গ্রাম ছাড়ার জন্য বন দপ্তরের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পুনর্বাসন প্যাকেজের টাকা ঢুকতেও শুরু করেছে। বন দপ্তরের বক্তব্য, যে গ্রামগুলি স্থানান্তরের তালিকায় থাকে, সেখানে নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পর্যটনের ক্ষেত্রেই সেই নিয়ম বেশি কার্যকর হয়। বন দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জয়ন্তীতে পর্যটকদের রাত্রিবাস বন্ধ করা হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দারাও সেই আভাস পেয়েছেন। গ্রাম ছাড়তে অনিচ্ছুক বাসিন্দারা তাই বিষয়টি আটকাতে পুরোনো মামলা নিয়ে ফের তৎপর হয়েছেন। ২০২২ সালে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন এলাকায় পর্যটন ব্যবসা ও হোমস্টে বন্ধের জন্য ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল নির্দেশ দিয়েছিল। দু'মাসের মধ্যে তা কার্যকর করতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে রিট পিটিশন দাখিল হয়। পরে ওই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ পড়ে এবং মামলা চলতে থাকে।

প্রায় তিন বছর ধরে সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ছিল। তবে ২০২৫ সালের অগাস্ট থেকে মামলার শুনানি আটকে ছিল।

জুলাই মাসে জয়ন্তীর বাসিন্দারা কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলাটি শুনানির আবেদন জানান। গত ২১ অগাস্ট শুনানি হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রিন ট্রাইবিউনালের ২০২২ সালের নির্দেশের উপর আরও আট সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। মামলাকারীদের অন্যতম জয়ন্তী গ্রামসভার সহ সভাপতি জগদীশ ওরাওঁ সোমবার বলেন, 'আগামী প্রায় দুই মাস পর্যটন ব্যবসা চলতে পারে। সেটাই বড় প্রাপ্তি। আগামীতে যে শুনানি হবে সেখানে আরও সময় বাড়তে পারে।' বর্ষার কারণে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। ফলে জয়ন্তীতে গিয়েও পর্যটকরা রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।

১৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের রাখা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। আদালতের নির্দেশে ব্যবসা স্বাভাবিক চলবে বলে গ্রামের বাসিন্দারা মনে করছেন। বন দপ্তর অবশ্য জানাচ্ছে, আদালতের নির্দেশ থাকলেও তাদের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি হতেই পারে। এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, 'আদালতের নির্দেশ এখনও দেখিনি। যদি কোনও নির্দেশ থাকে সেটা দেখা হবে। নতুন যে পর্যটন নীতি হবে সেটা সব দিক দেখেই ঠিক করা হবে।

রেশমগুটির ই-নিলামের ভাবনা কালিয়াচকে,

দক্ষিণ ভারতের রামনগরমের ধাঁচে সাজবে কোকুন মার্কেট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালিয়াচক

রেশমগুটি নিয়ে হাটে এসেছেন চাষি। একদিকে বিক্রির তাগিদ, অন্যদিকে বাজারদর নিয়ে অনিশ্চয়তা। গুটি বিক্রির পর বড় অঙ্কের টাকা লেনদেন হলেও নেই সরাসরি ব্যাংকিংয়ের সুবিধা। নেই পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার, পরিস্রুত পানীয় জল, বৈদ্যুতিন ওজনযন্ত্র কিংবা গুটি পরীক্ষার পরিকাঠামো। কালিয়াচকের কোকুন মার্কেটে দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলি এবার মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কর্ণাটকের রামনগরমের বিখ্যাত রেশমগুটি হাটের ধাঁচে কালিয়াচক কোকুন মার্কেটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোমবার কালিয়াচক কোকুন মার্কেট সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কেন্দ্র ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ এস গান্ধি ডস, রাজ্য রেশম দপ্তরের মালদার উপ-অধিকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বাগমারা অফিসের বৈজ্ঞানিক তন্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিদর্শনের পর মার্কেটের পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত রিপোর্ট তৈরির কথা বলেন আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ এস গান্ধি ডস বলেন, 'রামনগরমের ধাঁচে কালিয়াচক কোকুন মার্কেটের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানে বসেই চাষিরা কম্পিউটার স্ক্রিনে সারা ভারতের রেশমগুটির বর্তমান বাজারদর জানতে পারবেন। ফলে গুটির ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়বে।' গুটি বিক্রির পদ্ধতিতেও বদল আসতে চলেছে। প্রতিটি লট ওজন করে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা চাষিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে সরাসরি ব্যাংক পরিষেবাও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। মালদার এই কোকুন মার্কেট প্রায় দুই একর জমির উপর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল। জেলার পাশাপাশি নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চাষিরা এখানে গুটি বিক্রি করতে আসেন। বর্তমানে বছরে পাঁচ দফায় রেশমগুটি উৎপাদন হওয়ায় প্রায় পাঁচ মাস বাজার জমজমাট থাকে। আধুনিকীকরণের পর সারাবছর গুটি ও রেশম সুতো কেনাবেচার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগে মালদার প্রায় ৬৬ হাজার রেশমচাষি পরিবার এবং তিন হাজারের বেশি ক্ষুদ্র রেশম রিলিং ইউনিট উপকৃত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। পার্শ্ববর্তী জেলা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা চাষিরাও এর সুবিধা পাবেন। রেশমচাষি লুৎফর রহমান বলেন, 'গুটি বিক্রির পর লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়। এখানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা হয়। পরিস্রুত পানীয় জল, বৈদ্যুতিন ওজনযন্ত্র, বিশ্রামাগার, পর্যাপ্ত শৌচাগার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নেই। গুটি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই।' তাঁর আশা, রামনগরমের আদলে কালিয়াচক মার্কেট আধুনিক হলে চাষিদের সমস্যা কমবে। একইসঙ্গে সারাবছর বাজার চালু থাকলে রেশম চাষে আগ্রহও বাড়বে।

দক্ষিণের শিরোনাম

মন্দির লাগোয়া জমি দখলের অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি নেত্রী, বিক্ষোভ-বাকবিতন্ডা

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

মন্দিরের জন্য দান করা জমি দখলের অভিযোগে নাম জড়ালো রাজ্যের শাসক দল বিজেপির। অভিযোগ, জমির মালিকের হয়ে এলাকায় গিয়ে মন্দির লাগোয়া জমির চারপাশ কাটার কাজ তদারকি করছিলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক কাকলি ঘোষ। এলাকার বাসিন্দারা সেই খবর পেয়ে সেই নেত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। সেই সময় এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে ঐ নেত্রীর সঙ্গে থাকা লোকজনদের বাকবিতন্ডা ও ধস্তাধস্তি হয়। এরপরে এলাকায় আসেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের প্রতিনিধি আসানসোল পুরনিগমের ৮৪ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর জেলা বিজেপির সহসভাপতি মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি মন্ত্রীকে গোটা বিষয়টি বলেন। এর পাশাপাশি তিনি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মন্ত্রীর কথা বলান। বুধবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার হিরাপুর থানার অন্তর্গত ইসমাইলের সহযোগী নগর এলাকায়। এদিকে, বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, দলের কেউ এই ধরনের কাজে থাকতে পারবেন না। তিনি বলেন, আমি প্রথমে খবর পেয়ে মন্ডল সভাপতিকে পাঠিয়েছিলাম। দলের নেত্রী সেখানে যান জমির মালিকের হয়ে। তারপরে পুলিশ যায়। পরে কি হয়েছে আমার জানা নেই। যদি কোন সমস্যা হয়, তাহলে তা পুলিশ মেটাবে। তাতেও কিছু না হলে আদালত রয়েছে। তবে আমার সাফ কথা, যদি জানা যায়, কেউ জমি দখলের মতো কাজে জড়িত, তাহলে তাকে দল থেকে বার করে দেওয়া হবে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মন্দিরের সামনে থাকা একটি জমি এদিন দখলের চেষ্টা করা হয়। তাঁদের দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক কাকলি ঘোষ। অভিযোগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। সেখানে কাকলি ঘোষের সঙ্গে এলাকাবাসীদের বচসা শুরু হয়। পরে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হিরাপুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এদিকে, এই সমস্যার কথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে জেলা নেত্রী মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফোনে জানান এলাকাবাসীরা। তাঁদের দাবি, এই জমির মালিক ডাঃ সুনীতি কুমার ঘাঁটি। তিনি সেই জমি অনেক বছর আগে মন্দির করার জন্য দিয়েছেন। তিনি মারা গেছেন। এখন তার ছেলে সুমিত ঘাঁটি সেই জমির দখল নিতে চাইছেন বলে অভিযোগ। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এলাকার বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তিনি জমির মালিকের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে উঠা জমি দখলের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেত্রী কাকলি ঘোষ। তিনি বলেন, আমাকে জমির মালিক বলেছিলেন। তাই আমি এলাকায় যাই। এতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। এলাকার বাসিন্দারা আমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছেন। তবে, দলের রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য নিজে যখন এই ধরনের কাজে দলের সবস্তরের নেতা ও কর্মীদেরকে জড়িত না থাকার কড়া বার্তা দিয়েছেন, তারপরেও কেন তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার জমি দখলে গেলেন, তার কোন সদুত্তর বিজেপি নেত্রী দিতে পারেননি। মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমি বিধায়ক তথা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে সব বলেছি। তিনি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। গোটা বিষয়টি তিনি দেখছেন। তবে, কেউ মন্দিরের জমি দখল করতে পারবে না। এদিকে, হিরাপুর থানার পুলিশ দু'পক্ষকেই ডেকে বৃহস্পতিবার কথা বলবে বলে জানা গেছে। তবে, গোটা ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে।

পাঁচগাছিয়া নায়াবস্তিতে শিবলিঙ্গ ও নন্দীর জলপান, এলাকায় চর্চা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাবনি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনি বিধানসভা এলাকার পাঁচগাছিয়া নায়াবস্তি ঘাটাল এলাকায় একটি পুরনো শিবমন্দিরকে ঘিরে বুধবার সকাল থেকেই চর্চা শুরু হয়েছে। মন্দিরের শিবলিঙ্গ ও নন্দীর মূর্তি জল পান করছে বলে দাবি করেছেন সেখানে পুজো দিতে আসা একটি পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে একটি পরিবার ওই মন্দিরে পুজো দিতে যায়। পুজোর সময় পরিবারের এক মহিলা শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালেন। পরিবারের দাবি, সেই জল নীচে গড়িয়ে পড়েনি। এরপর চামচে করে শিবলিঙ্গের উপর জল ঢালা হলে সেটিও চামচ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁদের চোখে পড়ে। এরপর পরিবারের এক তরুণী নন্দী বাবার মূর্তিকেও চামচে করে জল খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। পরিবারের দাবি, নন্দীর মূর্তির কাছেও চামচের জল দেখা যায়নি এবং তা শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনার কথা দ্রুত আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর মন্দির ও ঘটনাটিকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় শিবলিঙ্গ বা নন্দীর মূর্তি জল পান করার এমন দাবি সামনে এসেছে। তবে মূর্তির কাছে জল ঠিক কী কারণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা নিশ্চিত প্রমাণ

এখনও সামনে আসেনি। মূর্তির পৃষ্ঠে জলের ছড়িয়ে পড়া, শোষণ কিংবা অন্যান্য ভৌত কারণেও এমনটা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আপাতত ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কৌতূহল ও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

বিপ্লব-সুকান্তের 'গোপন আঁতাত' !

তোপ দেগে দলের অন্দরেই প্রবল বিবাদের মুখে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর

তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি বিপ্লব মিত্রের মুখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের প্রশংসার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসল গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। একযোগে বিপ্লব মিত্র ও সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ শানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। শাসক ও বিরোধী শিবিরের কিছু নেতা গোপনে 'সমঝোতা' করে রাজনীতি করছেন বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সত্যেন, যা দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন সমীকরণের জল্পনা উসকে দিয়েছে। তৃণমূলে থাকার সময় থেকেই বিপ্লব মিত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন সত্যেন। পরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একই দিনে বিজেপিতে যোগ দিয়ে ২০২১ সালের পর ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও জয়ী হন তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। গঙ্গারামপুরে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া, মন্ত্রিত্বের সুযোগ হাতছাড়া হওয়া এবং গঙ্গারামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ার মতো ঘটনায় সত্যেন দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এর ওপর বিপ্লবের মুখে সুকান্তের প্রশংসা আগুনে ঘি ঢেলেছে। সামাজিক মাধ্যমের ভিডিওতে সত্যেন দাবি করেন, শাসক দলের এক নেতা হঠাৎ সুকান্ত মজুমদারের প্রশংসা করায় তাঁরা আসলে 'মাসতুতো ভাই' বলেই প্রমাণিত হচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির কিছু নেতা তৃণমূলের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে দলের ক্ষতি করছেন এবং এই ধরনের বোঝাপড়া অত্যন্ত 'নোংরামি'। পাশাপাশি গঙ্গারামপুরে আলাদা সাংসদ কার্যালয় তৈরি এবং গঙ্গারামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে সুকান্ত মজুমদারকে মনোনীত করা নিয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। বিধায়কের এই মন্তব্যের পর বিজেপির অন্দরে অসন্তোষ চরমে পৌঁছেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক সুবোধ সরকার জানিয়েছেন, সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বিরোধীরাও কোনো অভিযোগ তুলতে পারেননি এবং শৃঙ্খলা পরায়ন দল হিসেবে সত্যেনের এহেন মন্তব্যের কৈফিয়ত দল চাইতে পারে। অন্যদিকে, বিপ্লব মিত্র পাল্টা সাফাই দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি এমন কিছু বলেননি যাতে সত্যেনের রাগ হতে পারে; বরং তিনি যোগ্যতার সম্মান করেছেন। তৃণমূল নেতা মৃণাল সরকারের কটাক্ষ, বিপ্লব মিত্রের বিজেপিতে যাওয়ার তাড়া রয়েছে বলেই তিনি এমন গুণগান করছেন। সব মিলিয়ে, সত্যেন্দ্র নাথ রায়ের এই মন্তব্য নিছক ব্যক্তিগত ক্ষোভ নাকি বিজেপির অন্দরে বড় কোনো মেরুকরণের সূচনা, তা নিয়ে এখন চলছে জোর চর্চা।

রাখি থেকেই জন্মাবে চারা, পরিবেশ সচেতনতায় অনন্য নজির কোচবিহারে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহাব

দেবদর্শন চন্দ, কোচবিহার এবার রাখি থেকেই বেরোবে গাছ! রাখিবন্ধনের আগে পরিবেশ রক্ষার এক ব্যতিক্রমী বার্তা দিলেন কোচবিহারের মদনমোহন কলোনির প্রবীণ বাসিন্দা রমেশ ঝা। বৃহস্পতিবার রাখিবন্ধন উৎসব। তার আগে সপ্তাহখানেক ধরে ঘরে বসে অবসর সময়ে পরিবেশবান্ধব রাখি তৈরি করে চলেছেন এই প্রবীণ (ক্লত্বঙ্খ দ্র-ছত্র— ত্মা(ত্রত্রত্ম উত্থন্ধ১)। তাঁর তৈরি রাখি বাজারের সাধারণ রাখির থেকে অনেকটাই আলাদা। এই রাখি পরার পর ফেলে দিলেও পরিবেশের কোনও ক্ষতি হবে না। উলটে তা থেকে থাকবে গাছ জন্মানোর সম্ভাবনা।মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, মেঝেতে বসে আপনমনে রাখি তৈরিতে ব্যস্ত রমেশবাবু। রাখির মধ্যে রয়েছে মেহগনি, শিরীষ এবং শসা গাছের বীজ। এছাড়াও ব্যবহার করা হয়েছে সাদা, কমলা ও সবুজ রঙের কাগজ এবং ফিতে। রাখি তৈরির ফাঁকেই তিনি বললেন, 'রাখিবন্ধনের মধ্যে দিয়ে সকলকে সচেতন করতে এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নিয়েছি।'রাখি উৎসবকে কেন্দ্র করে বাজারে যেসব রাখি বিক্রি হচ্ছে, তা দেখ তে সুন্দর হলেও পরিবেশের কোনও কাজে আসে না। কিন্তু এই রাখিগুলিকে কীভাবে পরিবেশের কাজে লাগানো যায়, সেই কথা মাথায় রেখেই এই রাখি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী রমেশবাবু জানান, তাঁর তৈরি রাখি মাটিতে ফেললে বীজ থেকে চারা গজাবে।পরিবেশকর্মী সুমন্ত সাহা বলেন, 'রমেশবাবুর এই উদ্যোগ সত্যিই অভিনব। চারপাশে যেসব রাখি বিক্রি হয়, তার বেশিরভাগই প্লাস্টিক ও নানা সাজানোর সামগ্রীতে চকচক করে। দেখ তে আকর্ষণীয় হলেও পরিবেশ রক্ষায় এগুলির কোনও অবদান থাকে না। ওঁর এই ভাবনা সত্যিই পরিবেশ সচেতনতায় এক নজির তৈরি করবে।' ষাটোর্ধ্ব রমেশবাবুর এই ব্যতিক্রমী প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসী।

বাবা-মায়ের বকুনিতে চরম পদক্ষেপ! ফোন করে পুলিশ ডাকল কিশোরী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

মোবাইল ফোনে প্রচণ্ড আসক্তি, পড়াশোনায় অনীহা কিংবা বাড়ির কাজ করতে অনীহা। সন্তানকে নিয়ে এমন অভিযোগ আজকাল কমবেশি প্রায় সব বাড়িতেই। আর সেই কারণে বাবা, মায়ের বকুনি বা শাসনও নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই বকুনির জবাব যে সরাসরি পুলিশের জরুরি নম্বরে ফোন করে দেওয়া যায়, বালুরঘাটের এক কিশোরীর কাণ্ডে তারই নজির মিলল। বাবা,মায়ের বকুনি খেয়ে সোজা ১১২ নম্বরে ফোন করে ১৩ বছর বয়সি ওই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী জানিয়ে দিল, তাকে নাকি প্রবল মারধর করা হচ্ছে।

সে দারুণ বিপদে। জরুরি নম্বরে ফোন পেয়ে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখা গেল, তাতে পুলিশ আধিকারিকদের চোখ কপালে ওঠার জো! বালুরঘাট শহর লাগোয়া খি দিরপুর এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খ বর, পড়াশোনা এবং বাড়ির কাজ না করায় বাবা,মা মিলে ওই কিশোরীকে বকাঝকা করেছিলেন। অভিযোগ, শাসন করতে তাকে হালকা করে দু'চারটি চড়ও মারা হয়। এরপরেই ওই কিশোরী ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানায়। সরকারি জরুরি নম্বরে ফোন হওয়ায় পুলিশ বিষয়টি হালকাভাবে নেয়নি। অন্য কাজ সরিয়ে বালুরঘাট থানার একটি পুলিশ ভ্যান দ্রুত খিদিরপুর এলাকায় পৌঁছে যায়। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সামনে সম্পূর্ণ অন্য ছবি ধরা পড়ে। কিশোরীর কথায় যে প্রবল মারধর এবং বিপদে পড়ার কথা উঠে এসেছিল, বাস্তবে তেমন পরিস্থিতির কোনও প্রমাণই মেলেনি। পড়াশোনা ও বাড়ির কাজ নিয়ে বাবা, মায়ের সঙ্গে বচসা এবং বকুনি, তারপর দু'-একটা চড়থাপ্পড়, ঘটনা কার্যত এতটুকুই। পুলিশের অবশ্য তখনও আরও অবাক হওয়ার বাকি। পুলিশ ওই বাড়িতে পৌঁছাতেই ওই কিশোরী তার বাবা,মাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ওই কিশোরীর পরিবার তো বটেই, তার পাড়াপ্রতিবেশীরাও দারুণ অবাক। কীভাবে এমন পরিস্থিতিতে ১১২ নম্বরে ফোন করার কথা মেয়েটির মাথায় এল তা পাড়াপড়শিরা ভেবে পাচ্ছেন না। আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কিশোরী সরাসরি থানায় বা পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে ফোন না করে সরকারি জরুরি পরিষেবার নম্বরেই ফোন করেছে। অর্থাৎ, কোথায় ফোন করলে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে, সেই ধারণা তার ছিল বলেই সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। ঘটনাটি সামনে আসার পর নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তিনির্ভর জীবন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জেন জেডের পর এখন আলফা জেনারেশন। ছোট থেকেই মোবাইল, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত এই প্রজন্ম আগের তুলনায় অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ। নিজেদের অধিকার, সরকারি পরিষেবা এবং জরুরি নম্বর সম্পর্কেও তারা সচেতন। তবে সেই সচেতনতার সঙ্গে পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষমতা কতটা তৈরি হচ্ছে, এই ঘটনাই সেই প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। বালুরঘাটের কবি মৃণাল চক্রবর্তী বলেন, 'এই প্রজন্ম খুব দ্রুত তথ্য পাচ্ছে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হচ্ছে। এটা ভালো দিক। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে কোন পদক্ষেপ করা উচিত, সেই বিচারবোধও তৈরি হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে বাবা,মায়েরও শাসনের ধরন বদলাতে হবে। মারধর নয়, সন্তানকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।' সমাজকর্মী সুরজ দাস বললেন, 'আলফা জেনারেশনের শিশুরা প্রযুক্তির দৌলতে অনেককিছু খুব দ্রুত শিখে ফেলছে। কিন্তু সেই জ্ঞান কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা শেখানোও জরুরি। সামান্য পারিবারিক বকুনিকে যদি জরুরি বিপদ বলে ধরে নিয়ে পুলিশকে ডাকা হয়, তা হলে শিশু নিজেও বিভ্রান্ত হতে পারে। পাশাপাশি প্রকৃত বিপদের সময়ে জরুরি পরিষেবার উপরও চাপ তৈরি হতে পারে।' ঘটনায় তাই একদিকে যেমন অভিভাবকদের শাসনের ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই প্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্মের নতুন ধরনের সচেতনতার বিষয়টি সামনে এসেছে। বকুনি আর বিপদ, এই দুইয়ের ফারাক সন্তানদের বোঝানোর দায়িত্ব যে পরিবার ও সমাজেরই, বালুরঘাটের এই ঘটনাটি ফের সেই কথাই যেন মনে করিয়ে দিল।

বিদায় নিম্নচাপের, তবে উত্তরবঙ্গে এখনই কমছে না বৃষ্টি!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
উত্তরবঙ্গ

বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন বাংলার উপকূল থেকে বিদায় নিয়েছে নিম্নচাপ। ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কিছুটা কমছে বৃষ্টির তেজ। তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে বর্ষার সক্রিয়তা বজায় থাকছে। আজ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। আলিপুরদুয়ার জেলায় বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে। জেলার এক-দু'টি স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের (৭ থেকে ১১ সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে কোচবিহার জেলায়। আজ দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনভর আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকলেও সার্বিকভাবে খুব বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রপাত সহ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় এক-দু'দফা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় ৮.২ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

দেবতার নাম লেখা নয়া ট্রেন্ড, তুঙ্গে 'আধ্যাত্মিক' রাখির চাহিদা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

রেশমি সুতো, উজ্জ্বল পুঁতি, ময়ূরের পালক কিংবা কাগজের ফুলের দিন কি তবে শেষ? রাখিবন্ধন উৎসবের আগে শহরের বাজারগুলিতে চোখ রাখলে অন্তত তেমনটাই মনে হচ্ছে। কেননা, চিরাচরিত নকশার বদলে এবার বাজারের একচ্ছত্র আধিপত্য করে নিয়েছে 'আধ্যাত্মিক' রাখি।

ভাই বা দাদার মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং সুরক্ষা কবচ হিসেবে 'মহাদেব', 'বজরংবলী', 'ওম' কিংবা 'জয় শ্রীরাম' খোদাই করা রাখি কিনতেই এবার বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন ক্রেতারা।বিধান মার্কেট, হকার্স কর্নার এমনকি পাড়ার দোকান, সর্বত্রই এমন রাখির বিপুল চাহিদা।

ব্যবসায়ীদের মতে, গত বছর থেকেই বাজারে 'জয় শ্রীরাম' লেখা রাখির প্রভাব দেখা গিয়েছিল। তবে এ বছর তা সম্পূর্ণ নতুন এক ঝোঁক বা 'ট্রেন্ড'-এ পরিণত হয়েছে। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী রমেশ সাহা বললেন, 'আগের বছর থেকেই মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। সেই কথা মাথায় রেখে ই এবার বেশি করে ঠাকুরের নাম, ছবি বা ভক্তিমূলক রাখি আনা হয়েছে। মানুষ এটা খুব পছন্দও করছেন। আসলে সবসময়ই নতুন কিছু একটা চল তৈরি হয়, এবারও তেমনটা হয়েছে।'নতুন এই রাখির চাহিদা এতটাই যে, অনেক দোকানে ইতিমধ্যেই জোগান শেষ। হকার্স কর্নারের রাখি বিক্রেতা অজয় আগরওয়াল জানালেন, তাঁর দোকানে বজরংবলী লেখা একটি রাখিও আর অবশিষ্ট নেই।

তিনি বলেন, 'যা রাখি তুলেছিলাম, সবই খুচরো বিক্রেতারা কিনে নিয়ে গিয়েছেন। পাঁচ-ছ'দিন আগেই সেসব শেষ হয়ে গিয়েছে।

'বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, তরুণ-প্রবীণ, সব বয়সির পছন্দের তালিকায় রয়েছে অন্য ধারার এই আধ্যাত্মিক রাখিগুলি। ক্রেতারা রাখিকে কেবল একটি প্রথাগত সুতো হিসেবে না দেখে, নিজেদের বিশ্বাস ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন। মহাবীরস্থানের একটি দোকানে 'ওম' চিহ্নের পাথরের কাজ করা রাখি কিনতে এসেছিলেন তনুশ্রী ঘোষ। তাঁর কথায়, 'বেশ ভালোই লাগছে।

এই রাখিটা অনেকটা ব্রেসলেটের মতো। এটি পরালে মনে হবে মহাদেব সবসময় ভাইয়ের সঙ্গে রয়েছেন।'

কলেজ পড়ুয়া সায়ন্তিনী রায়ও এবার দাদার জন্য ঈশ্বরের নামাঙ্কিত রাখিই খুঁজছেন। তিনি বললেন, 'দাদাকে এমন একটা রাখি পরানোই যেতে পারে, যা দেখে মনে হবে রাখিতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ জড়িয়ে রয়েছে।

এর আগে এমন রাখি পরাইনি, তবে এ বছর পরাতেই পারি।'সব মিলিয়ে ভক্তি, ভালোবাসা আর আধুনিক নকশার নিখুঁত মেলবন্ধনে জমজমাট শহরের রাখির বাজার।

পাহাড়ি দুই শহরকে বাঁধবে রোপওয়ে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দৃশ্যটা একবার ভাবুন- দার্জিলিং থেকে কালিম্পং যাওয়ার আর হ্যাপা নেই। রোপওয়েতে দোল খেতে খেতে দুই পাহাড়ি জেলা শহরের মধ্যে অবাধ যাতায়াত। আর হয়তো কল্পনায় থাকবে না এই দৃশ্য। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মধ্যে রোপওয়ে তৈরির পরিকল্পনা করে ফেলেছে পর্যটন দপ্তর। সড়কপথে এই দুই শহরের দূরত্ব ৬৯ কিলোমিটার হলেও রোপওয়েতে মাত্র ২০ কিমি পথ পাড়ি দিতে হবে আকাশপথে। পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্ব পর্যটন মঞ্চে তুলে ধরতে রাজ্যে যে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হয়েছে মঙ্গলবার, এই রোপওয়ে তারই অংশ। মুখ্যসচিব, অর্থসচিব এবং পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে নবান্নে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময়ের বৈঠকে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর্যটন ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই যে এই পদক্ষেপ তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওই মাস্টার প্ল্যানে। দার্জিলিং থেকে কালিম্পং সড়কপথে গাড়িভাড়া করে যাতায়াতে খরচ কম করে ২০০০ টাকা। পর্যটন মরশুমে যা কখনো-কখনো ৪০০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। সময় কম করে আড়াই ঘণ্টা। তার ওপর আছে পাহাড়ি পথের দুর্ভোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা। রোপওয়ে এতকিছুর বাধা দূর করে দিতে পারবে নিমেষে। শুধু পাহাড়ে নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে আরও ১২টি নতুন রোপওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা মঙ্গলবার অনুমোদন পেয়েছে। ওই পরিকল্পনায় আছে উত্তরবঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক মানের 'যোগ কনভেনশন সেন্টার', যেখ ানে একসঙ্গে অন্তত ১,০০০ জন মানুষ যোগাভ্যাস করতে পারবেন। বৈঠক শেষে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্য পর্যটন দপ্তরের নতুন 'লোগো'র উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দপ্তরের অধীনে ৪০টি সরকারি সম্পত্তি ও ট্যুরিস্ট লজকে অতিআধুনিক এবং পর্যটকবান্ধব করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে, যাতে পর্যটকরা সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষেবা পান। শংকর জানান, রিভার ট্যুরিজম ও ওয়াটার স্পোর্টস-এর বিকাশে আধুনিক জলযান নামানোর সিদ্ধান্তও হয়েছে। প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে সহায়তা করবেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা সুব্রত গুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের পর্যটন সফল করতে জমির বন্দোবস্ত বা অর্থের অভাব হবে না। পর্যটন দপ্তর এই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকারের সব দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে।'

স্পাইডারম্যান থেকে ইভিল আই!

রাখির বাজারে নতুন নতুন ডিজাইনের চমক, বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

২৮শে আগস্ট ভাই-বোনের মেলবন্ধনের উৎসব রাখি বন্ধন। আর এই বিশেষ উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে রাখির বাজার। একদিকে যেমন ছোটদের মন জয় করতে বাজারে এসেছে স্পাইডারম্যান, মোটু-পাতলু, শিনচন, অ্যাভেঞ্জার্স ও লাইটিং রাখি, তেমনই বড়দের জন্য রয়েছে ব্রেসলেট রাখি, ইভিল আই-সহ একাধিক আধুনিক ডিজাইনের রাখি। বয়স অনুযায়ী পছন্দের রাখি বেছে নিতে বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। বিশেষ করে এবছর ব্রেসলেট রাখি এবং ইভিল আই রাখির চাহিদা সবচেয়ে বেশি বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি,

গত বছরের তুলনায় এবারের রাখির বাজার বেশ ভালো। ইতিমধ্যেই বিক্রি শুরু হয়েছে জোরকদমে। আর রাখি বন্ধনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিক্রি আরও বাড়বে বলে আশাবাদী তাঁরা। ভাই-বোনের ভালোবাসার এই বিশেষ দিনে তাই পছন্দের রাখি বেছে নিতে জমজমাট হয়ে উঠছে বাজার।

পুজোর মরশুমে পর্যটকদের জন্য বড় উপহার!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

পুজোর ছুটিতে ভ্রমণপিপাসু পর্যটকরা শৈলশহরে পা রাখবেন না, তা হতেই পারে না। আর শৈলশহর মানেই হেরিটেজ তকমাধারী টয়ট্রেনে উপভোগ করা। সেক্ষেত্রে ফি বছরই পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ভিড় সামলাতে গিয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খে তে হয়। সেক্ষেত্রে এবার তারা নতুন একাধিক জয়রাইড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ১ অক্টোবর থেকে পৃথক ছটি জয়রাইড চালু করা হবে। তবে পর্যটক মহলে চাহিদা অনুসারে সংখ্যাটি বাড়াতেও পারে। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ভিড় সামাল দিতেই নতুন জয়রাইড পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই পরিষেবা চালু থাকবে।' পুজোর আর খুব একটা দেরি নেই। ফলে পর্যটক মহলের একাংশ ইতিমধ্যে ছুটি কাটাতে পাহাড় ঘোরার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। তাঁদের একটা অংশ আবার আগেভাগেই জয়রাইড বুকিং করতে শুরু করে দিয়েছেন। ডিএইচআর সূত্রে খবর, বর্তমানে মোট ৯টি জয়রাইড পরিষেবা চালু রয়েছে। তবে সীমিত সংখ্যক জয়রাইড পরিষেবার মাধ্যমে পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ভিড় সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে চারটি সিঙ্গল ট্রিপ জয়রাইড চালু করা হবে দার্জিলিং থেকে ঘুম এবং ঘুম থেকে দার্জিলিং রুটে। জয়রাইডগুলি ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হবে। ভাড়া যাত্রীপিছু ৮০০ টাকা ধার্য হয়েছে। শৈলশহরের পাশাপাশি

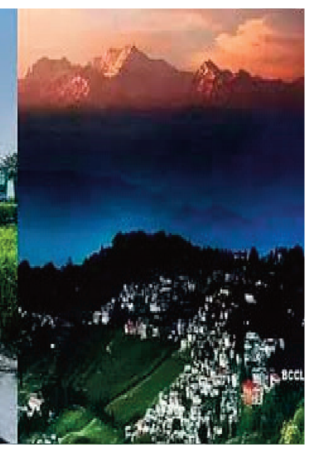

কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত রুটে 'রেড পান্ডা' ও 'মুক্তধারা' নামে পৃথক দুটি জয়রাইডও চালু করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। রাউন্ড ট্রিপ জয়রাইডের ক্ষেত্রে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের তরফে চালু হতে চলা রেড পান্ডা জয়রাইডে ঐতিহ্যবাহী বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে। বিশেষ ওই জয়রাইডে কুণ্ডলী পাঁকানো ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলা টয়ট্রেনে বসে পাহাড়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ পাবেন। সেক্ষেত্রে ভাড়া ধার্য হয়েছে ১,৫৩০ টাকা। পরবর্তী জয়রাইড মুক্তধারায় ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার হওয়ায় ভাড়া খানিকটা কম। এক্ষেত্রে যাত্রীপিছু ১,০৩০ টাকা। ডিএইচআর কর্তারা জানাচ্ছেন, এবার পুজোর মরশুম শুরুর আগেই সব টিকিট বুক হয়ে যাবে।

বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে গেল স্কুলছাত্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মানিকচক

বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নদীর প্রবল স্রোতে তলিয়ে গেল এক স্কুলছাত্র। বুধবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের নুরপুর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায়। নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে খবর লেখা পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়।স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ছাত্রের নাম শেখ রবিউল। বয়স আনুমানিক ১৪-১৫ বছর। তার বাড়ি মানিকচকের শেখপাড়া এলাকায়। সে মথুরাপুর বি.এস.এস. হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া। পরিবারের দাবি, বুধবার বাড়িতে কাউকে না জানিয়েই এক বন্ধুর সঙ্গে নুরপুর ব্যারেজ সংলগ্ন কালিন্দ্রী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল রবিউল।প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীতে প্রথমে তার বন্ধু স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণ পর জলের স্রোতে সে বিপাকে পড়ে যায়। বন্ধুকে জলে ডুবে যেতে দেখে তাকে উদ্ধার করতে কোনওরকম চিন্তা না করেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রবিউল। বন্ধুকে কোনওভাবে নিরাপদে তীরে তুলতে সক্ষম হলেও প্রবল স্রোতের টানে নিজেই নদীর গভীর জলে তলিয়ে যায় সে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নুরপুর ব্যারেজ এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় মানিকচক থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখ ার পাশাপাশি নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে। পরে এনডিআরএফ ও ডিএমজি-র দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে নদীতে নেমে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হলেও খবর লেখা পর্যন্ত রবিউলের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। ছেলের নিখোঁজের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। একমাত্র সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আশায় নদীর পাড়ে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কমিটির রিপোর্টকে কড়া জবাব ভারতের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও জাতিগত বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটির (ইউএনসিইআরডি) পর্যবেক্ষণকে সরাসরি 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এবং 'চূড়ান্ত বিদ্বেষমূলক' বলে কড়া ভাষায় খারিজ করল ভারত। বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে জানান, এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ ও অন্যায্য মন্তব্যকে ভারত প্রাপ্য অবজ্ঞার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ভারতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি (বিশেষ করে দলিত), তফসিলি উপজাতি, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং অনাগরিকদের ওপর বড় আকারের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। জেনেভায় আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সনদের (আইসিইআরডি) আওতায় ভারতের পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার পরই এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট কমিটি। এর জবাবে বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারত একটি গঠনমূলক মনোভাব নিয়েই এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় শামিল হয়েছিল৷
পর্যালোচনা বৈঠকে ভারতের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই কমিটির এহেন ঢালাও সাধারণীকরণ ও প্রমাণহীন অভিযোগকে দৃঢ়তার সঙ্গে খ ারিজ করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, বৈঠকে দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের নেওয়া বহুমুখী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছিল। নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত জবাব দেবে বলেও জানানো হয়েছে।

অপারেশন সিঁদুরে পাক পরমাণু কেন্দ্রে আঘাতের উদ্দেশ্য ছিল না ভারতের

স্পষ্ট করলেন প্রাক্তন সেনা সর্বাধিনায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

গত বছর পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর চালানো 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় কি তবে পাক পরমাণু পরিকাঠামোয় আঘাত হেনেছিল ভারত? দীর্ঘদিনের সেই জল্পনা ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট করলেন ভারতের প্রাক্তন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান। মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আলোচনাসভায় তিনি জানান, পাকিস্তানের কিরানা হিলসের ভূগর্ভস্থ পরমাণু ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারত কোনও ইচ্ছাকৃত বা পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ চালায়নি। সারগোধা এলাকায় শত্রুপক্ষের রেডার ধ্বংস করতে পাঠানো ভারতের একটি 'লয়টারিং মিউনিশন' বা আত্মঘাতী ড্রোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু না পেয়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়েছিল, যার জেরেই সেখানে বিস্ফোরণ ও ধোঁয়া দেখা যায়। বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল চৌহান জানান, সারগোধা বিমানঘাঁটিতে মূল বিমান হামলার আগে আকাশসীমার নিচের স্তর ব্যবহার করে একাধিক রেডার-সন্ধানী লয়টারিং মিউনিশন পাঠিয়েছিল ভারত। সারগোধা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই কিরানা হিলস, যেখানে পাকিস্তানের পরমাণু কেন্দ্র রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই বিশেষ ড্রোনগুলি আকাশে সর্বোচ্চ দু'ঘণ্টা ওড়ার পর শত্রু রেডার চিহ্নিত করতে না পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাটিতে নেমে আঘাত হানে। সারগোধার চারপাশে চক্কর কাটার পর তেমনই একটি হাতিয়ার পাহাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে। ফলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে কিরানা হিলসে ধোঁয়া ওঠার যে ছবি দেখানো হয়েছিল, তা কোনও পরিকল্পিত হামলার ফল ছিল না। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, সামরিক অভিযানের সময় পাকিস্তান যখন আলোচনার জন্য ফোন করেছিল, তখনও ভারত সামরিক দিক থেকে শেষ আঘাত হানার রণকৌশল বজায় রেখেছিল। ভারতের স্পষ্ট বার্তা ছিল, সংঘাতের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং সমাপ্তির সুর সর্বদা ভারতীয় বাহিনীর হাতেই নির্ধারিত হবে। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে একই পুরনো ছকের পুনরাবৃত্তি করলে সাফল্যের সম্ভাবনা কমে যায়। উরি বা বালাকোটের থেকে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর রণকৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আকাশসীমার নিচু অংশকে ড্রোন ও আধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করার ফলে লড়াইয়ের বিস্তার সীমিত রেখেও প্রত্যাশিত লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

নতুন প্রজন্মকে ভোটমুখী করতে উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দেশের তরুণ ও ভবিষ্যৎ ভোটারদের সচেতন করতে এক মেগা প্রচার অভিযান শুরু করল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। নতুন প্রজন্মের 'জেন-জি' এবং 'জেন-আলফা' ভোটারদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত করাতে এবং তাঁদের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে দেশজুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করার বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়সি নাগরিকের সংখ্যা মোট ১৪ কোটি ৭৮ লক্ষ। এর মধ্যে ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ পুরুষ, ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ মহিলা এবং ৯ হাজার জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। তরুণ প্রজন্মের এই বিশাল অংশকে সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করতেই কমিশনের এই নতুন উদ্যোগ। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে দেশের ৪,১২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলপড়ুয়া এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সরাসরি সচেতন করা হবে। মোট ১৫ লক্ষ স্কুল, ৭০ হাজার কলেজ এবং ১,৪০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে ১০টি করে মোট ৫০ হাজার নতুন 'ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব'(ইএলসি) বা নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০১৮ সালে 'সুইপ' (এসভিইইপি) কর্মসূচির অধীনে এই ক্লাবগুলি চালু হলেও ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার এবং তরুণদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের তাগিদে এবার সেগুলিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়ে 'ইএলসি ২.০' হিসেবে রূপ দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের মতে, প্রযুক্তিনির্ভর এই নতুন পরিকাঠামোর মাধ্যমে পড়ুয়াদের শুধু ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই নয়, ভবিষ্যতের সফল নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় তাদের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তোলা হবে।

নেপালে ভয়াল হড়পা বানে ধ্বংসলীলা, মৃত বেড়ে ৯

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিনিধি
কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি

তিব্বত সীমান্তবর্তী নেপালে মেঘভাঙা প্রবল বৃষ্টি এবং হিমবাহ হ্রদ ফেটে সৃষ্টি হওয়া সর্বনাশা হড়পা বানে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিপর্যয়ের জেরে নিখোঁজ হয়ে পড়েছেন চার শতাধিক মানুষ, যাঁদের মধ্যে কৈলাস মানসরোবর যাত্রায় যাওয়া অন্তত ১০৫ জন ভারতীয় পুণ্যার্থী রয়েছেন। তিব্বত সীমান্ত থেকে তীব্র গতিতে নেমে আসা ভোটকোশী ও ত্রিশূলী নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একাধিক পাহাড়ি গ্রাম, সেতু, রাস্তাঘাট এবং নির্মীয়মাণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিমেষে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে।
পাহাড়ি নদীগুলির বিধ্বংসী স্রোত ও জলস্তর অত্যন্ত বেশি থাকায় রসুয়া জেলার স্যাপারু বেসি এবং তিমুরে এলাকায় উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার অবতরণ করতে পারছে না। ফলে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে,
সীমান্তের ওপারে তিব্বত অংশে জমে থাকা বিপুল জলরাশি আচমকা ফেটে গিয়ে এই ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা করে। সীমান্তের ওপারে চিনের গিরং এলাকাতেও ব্যাপক ভূমিধসের জেরে বহু প্রাণহানি ও বিপর্যয়ের খবর মিলেছে। চিনা প্রশাসনের তরফেও সীমান্ত এলাকায় নিখোঁজদের সন্ধানে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। নেপাল পর্যটন দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মানসরোবর যাত্রার পথে থাকা পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে নিখোঁজ ভারতীয়দের পরিবারে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে ৮ জন দক্ষিণ কোরীয় প্রকৌশলীও রয়েছেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেনা ও পুলিশকে পুরোদমে উদ্ধারকাজে নামিয়েছেন। এদিকে নেপালের এই জলোচ্ছ্বাস গণ্ডক ও নারায়ণী নদী দিয়ে ভারতে প্রবেশের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিহার প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একাধিক দলকে।

বিহারের এনডিএ সরকারকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের

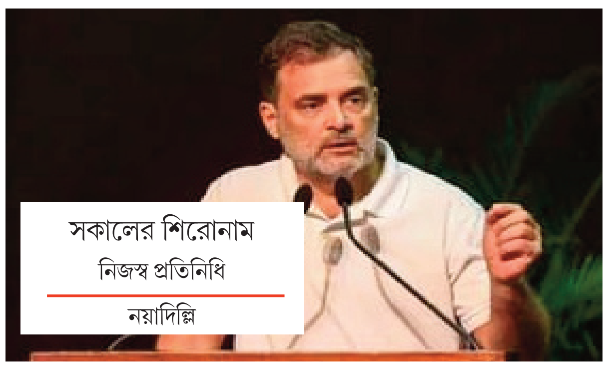

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) ৭০তম পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামান ও গুলিবর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় তোপ দাগলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার নিজের সমাজমাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাহুল অভিযোগ করেন, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি শোনার পরিবর্তে তাঁদের ওপর নির্মম দমনপীড়ন চালাচ্ছে সরকার, এমনকি সিওয়ানে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে একে-৪৭ বন্দুক থেকেও গুলি চালানো হয়েছে। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেস সাংসদ লিখেছেন, ক্ষ্মবিপিএসসি পরীক্ষা ঘিরে বিতর্ক আজকের নয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া, পরীক্ষার ধরন, দীর্ঘসূত্রতা এবং স্বচ্ছতার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন প্রার্থীরা। কিন্তু সরকার কী করছে? জবাবদিহি করার বদলে আন্দোলনরত তরুণদের ওপর লাঠিচার্জ করা হচ্ছে, জলকামান দাগা হচ্ছে এবং তাঁদের অনৈতিকভাবে আটক করা হচ্ছে। সিওয়ানে বিক্ষোভকারীদের ওপর একে-৪৭ থেকে গুলিও চালানো হয়েছে।ক্ষ্ম তিনি আরও দাবি করেন, দায় এড়াতে বিজেপি সরকার পুলিশকে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে; তবে বলপ্রয়োগ করে ছাত্র ও যুবসমাজের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। পটনায় রাজভবন ও মুখ্যমন্ত্রী আবাস অভিমুখে পড়ুয়াদের এক বিরাট প্রতিবাদী মিছিল পৌঁছানোর চেষ্টা করলে মঙ্গলবার পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে দফায় দফায় লাঠিচার্জ করে পুলিশ এবং জলকামান প্রয়োগ করে বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়। এই ঘটনার পর বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছেন, অহংকারী আধিকারিকদের লেলিয়ে দিয়ে সরকার শান্তিপূর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে মধ্যস্থতার রাস্তায় হেঁটেছেন এনডিএ-র অন্যতম সহযোগী দল লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) প্রধান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। মঙ্গলবার তিনি সরাসরি আন্দোলনরত পড়ুয়াদের কাছে গিয়ে তাঁদের দাবি শোনেন এবং পরে বিহারের উপমুখ ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। চিরাগ আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে আন্দোলনকারীদের সমস্যা খতিয়ে দেখে একটি ইতিবাচক সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

দেশীয় মিসাইল নির্মাণে বেসরকারি ক্ষেত্রকে ছাড়পত্র কেন্দ্রের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতা বাড়াতে ও সশস্ত্র বাহিনীর ভাণ্ডার দ্রুত শক্তিশালী করতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (ডিআরডিও) নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি সমস্ত ধরনের প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র (কনভেনশনাল মিসাইল) উৎপাদনের দরজা ভারতীয় বেসরকারি সংস্থার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই নীতিগত সিদ্ধান্তের পরই এবার ১০০০ থেকে ১৫০০ কিলোমিটার পাল্লার দূরপাল্লার ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল (এলআরএলএসিএম) এবং ১৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার পাল্লার 'প্রলয়' ট্যাকটিক্যাল কোয়াসি-ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য বেসরকারি শিল্পসংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া জোরকদমে শুরু করল মোদী সরকার। ইতিমধ্যেই ডিআরডিও-র প্রযুক্তি হস্তাক্ষ ন্স্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টিসীমার বাইরে আঘাত হানতে সক্ষম 'অস্ত্র মার্ক-১' (১১০ কিমি পাল্লা) এবং 'অস্ত্র মার্ক-২' (১৫০ কিমি পাল্লা) ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে প্রাথমিক প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। পাশাপাশি ভারত ফোর্বস, আইসিওএমএম হায়দরাবাদ, আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড টেকনোলজিস লিমিটেড-এর মতো প্রথম সারির বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারত ডায়নামিক্স এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকেও উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনে যুক্ত করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বেসরকারি শিল্পকে সঙ্গে নিয়ে যে সমস্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থার ব্যাপক উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ১০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার পাল্লার পরবর্তী প্রজন্মের অ্যান্টি-রেডিয়েশন মিসাইল, ৩০০ কিমি পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম 'রুদ্রম-২' হাইপারসনিক এয়ার-টু-গ্রাউন্ড মিসাইল, চালকহীন বিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য নিখুঁত ক্ষেপণাস্ত্র (ইউএলপিজিএম) এবং ১ টন ওজনের বিস্ফোরকবাহী ১০০ কিলোমিটার পাল্লার দূরপাল্লার গ্লাইড বোমা। এছাড়াও শত্রুঘাঁটি ধ্বংসকারী স্মার্ট অ্যান্টি-এয়ারফিল্ড উইপন, একসঙ্গে ছ'টি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে সক্ষম কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল এবং ট্যাঙ্ক ও কপ্টার ধ্বংসকারী কাঁধে রেখে নিক্ষেপযোগ্য আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াতে হেলিকপ্টার থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ৫৫ কিমি পাল্লার স্বল্প দূরত্বের অ্যান্টি-শিপ মিসাইল, ভূমি ও রণতরী উভয় জায়গা থেকেই নিক্ষেপযোগ্য ৩৫০ কিমি পাল্লার মিডিয়াম রেঞ্জ অ্যান্টি-শিপ মিসাইল এবং দূরপাল্লার জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির বরাতও দেওয়া হবে বেসরকারি উৎপাদনকারীদের। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, কৌশলগত মিসাইল তৈরির ক্ষেত্রে বর্তমানে ৫০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাব-সিস্টেম বা যন্ত্রাংশ ইতিমধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্র সরবরাহ করছে। তাই প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে বেসরকারি সংস্থাকে যুক্ত করার এই পদক্ষেপ ভারতের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোকে এক বিরাট লাফ দেবে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারি সংস্থায় উৎপাদনের দীর্ঘসূত্রতা কমবে, তেমনই দ্রুত গতিতে ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়ে 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানের পরিধি আরও বহুগুণ সম্প্রসারিত হবে।

মস্কোয় গোপন সফরে সিআইএ প্রধান, রুশ গোয়েন্দাদের সঙ্গে বৈঠক, ওয়াকিবহল পুতিন

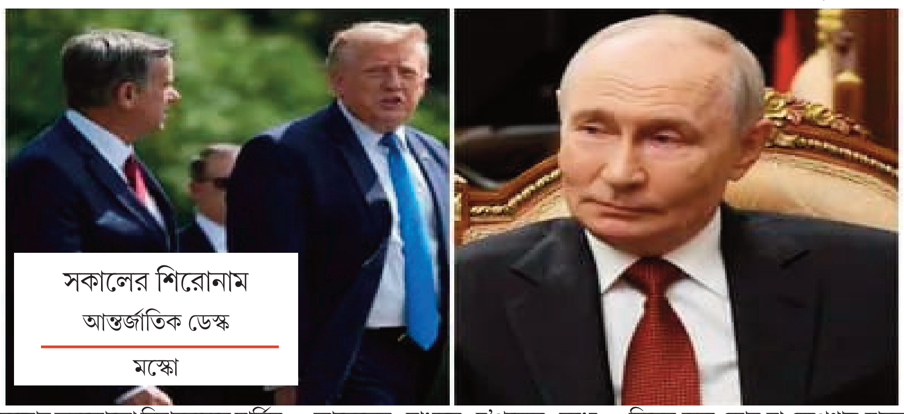

সকালের শিরোনাম
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
মস্কো

মস্কোর ভনুকোভো বিমানবন্দরে মার্কিন বায়ুসেনার রহস্যজনক বিমান অবতরণের ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আসল রহস্য উন্মোচিত হলো। আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র ডিরেক্টর জন র্যা টক্লিফ নিজেই ওই বিমানে করে মস্কোয় এসে রুশ বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিন। মার্কিন শীর্ষ গোয়েন্দা প্রধানের এই আকস্মিক সফরের বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেও জানানো হয়েছে। বুধবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'গোয়েন্দা চ্যানেলের মাধ্যমে দু'পক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও যোগাযোগ হয়েছে। তবে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কোনও বৈঠক হয়নি।' পেসকভ অবশ্য সিআইএ প্রধানের এই আলোচনাকে একটি 'ইতিবাচক পদক্ষেপ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২০২১ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম কোনও মার্কিন সিআইএ ডিরেক্টর সরাসরি মস্কো সফরে এলেন। এর আগে তৎকালীন সিআইএ প্রধান উইলিয়াম বার্নস মস্কোয় এসেছিলেন, যার প্রায় তিন মাস পর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে এই সফরের ঝুঁকি এড়াতে মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং উত্তর রাশিয়ায় তিন দিনের জন্য ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা না চালানোর জন্য ইউক্রেন প্রশাসনকেও বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তবে ইউক্রেন সংঘাত, পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা এবং ইরান-রাশিয়া সামরিক সহযোগিতা৷
ঘিরে তৈরি হওয়া টানাপড়েনের আবহে এই গোপন বৈঠকের নির্দিষ্ট লক্ষ্য কী ছিল, তা ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতির
সম্ভাব্য অবনতি রোধে সরাসরি সতর্কবার্তা দেওয়া কিংবা বন্দি বিনিময়ের বিষয়ে সমঝোতা করতেই এই তড়িঘড়ি উচ্চপর্যায়ের নেপথ্য সফর সংঘটিত হয়েছে।

দামোদরে তলিয়ে গেল যুবক

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

মঙ্গলবার দুপুরে অন্ডালের দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন ২৭ বছর বয়সি এক যুবক। নিখোঁজ যুবকের নাম নেপাল রায়। তিনি মদনপুর রায়পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ দামোদর নদীতে স্নান করতে নামেন নেপাল রায়। আচমকাই তিনি গভীর জলে তলিয়ে যান। ঘটনাটি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে খোঁজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। এরপর পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ উদ্যোগে নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তবে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। এরপর বুধবার সকালে নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের উদ্ধারকারী দল। শুরু হয় জোরদার তল্লাশি অভিযান। নদীর বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালিয়েও এখনও পর্যন্ত নেপাল রায়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ যুবককে খুঁজে পেতে উদ্ধারকারী দলের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

অন্নপূর্ণায় টাকা মিলেছে, ধন্যবাদ জানিয়ে মহিলাদের বিশাল মিছিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে ধুলুক গ্রামে অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। বিজেপির জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের নেতৃত্বে আয়োজিত এই মিছিলে মণ্ডলের হাজার হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের সঙ্গে পা মেলান জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদার। উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, মহিলা মোর্চার নেত্রী হেনা রানী মণ্ডল, টুম্পা ঢল-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। দলীয় সূত্রে দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনায় জামালপুরে প্রায় ৬৩ হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেই উপলক্ষেই মহিলাদের নিয়ে এই ধন্যবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল থেকে মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হয় একটি পথসভা। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদার তাঁকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য জামালপুরবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ভোটের আগে অনেকেই তাঁর জয় নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তবে তিনি নিজে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রথম দিন থেকেই ঘোষণা করেছিলেন, এক ভোটের ব্যবধান হলেও তিনি জয়ী হবেন। শেষ পর্যন্ত জামালপুরবাসীর আশীর্বাদেই সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলে জানান তিনি। বিধায়ক অরুন হালদার সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিনেও তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ১০০ দিনের পূর্তির সাফল্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন। একই সঙ্গে কর্মী-সমর্থকদের এখন থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, তাঁদের মণ্ডলের বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ধারাবাহিকভাবে মিছিল করা হচ্ছে। রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

পাশাপাশি জামালপুরের প্রায় ৬৩ হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধায়ক অরুন হালদারের ভূমিকারও প্রশংসা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান তিনি। মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতিতে ধুলুক গ্রামের এই ধন্যবাদ মিছিল ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অমৃত ভারত প্রকল্পে কালনা স্টেশনে জোরকদমে কাজ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

১২ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণে বিশেষ নজর, জল জমার সমস্যাও খতিয়ে দেখলেন হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় অম্বিকা কালনা স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ কতটা এগিয়েছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বুধবার কালনা স্টেশনে হাজির হলেন হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্টেশনে পৌঁছে তিনি প্রকল্পের আওতায় চলা বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কাজের অগ্রগতি, যাত্রীদের জন্য তৈরি হতে চলা বিভিন্ন পরিষেবা এবং কাজ চলাকালীন তৈরি হওয়া সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন।এদিনের পরিদর্শনে বিশেষ গুরুত্ব পায় অম্বিকা কালনা স্টেশনে নির্মীয়মাণ ১২ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ। ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, এই ফুট ওভারব্রিজটিই স্টেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেটির নির্মাণকাজ কতটা এগিয়েছে এবং বাকি কাজ কীভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা যায়, তা খতিয়ে দেখতেই মূলত তাঁর এই পরিদর্শন। স্টেশনের পাশাপাশি কালনা জিআরপি অফিস সংলগ্ন এলাকাতেও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন ডিআরএম। বিশেষ করে অতিরিক্ত বর্ষার সময় জিআরপি অফিসের আশপাশে জল জমে যাওয়ার বিষয়টি তাঁর নজরে আনা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশাল কাপুর জানান, রেলের কোনও কাজই এককভাবে করা হয় না। কাজের আগে সমস্ত দিক বিবেচনা করেই পরিকল্পনা করা হয়। ফলে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জল জমার মতো সমস্যাও আর থাকবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি। অমৃত ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে অম্বিকা কালনা স্টেশনের পরিকাঠামো ও যাত্রী পরিষেবার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্য রয়েছে রেলের। স্টেশনের চলমান কাজগুলি দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি যাত্রীদের সুবিধার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডিআরএম বিশাল কাপুর আরও জানান, ডিসেম্বরের মধ্যেই অম্বিকা কালনা স্টেশনের অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ফলে আগামী কয়েক মাসে স্টেশনে নির্মাণকাজ আরও গতি পাবে বলেই আশা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ শেষ হলে অম্বিকা কালনা স্টেশনের পরিকাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তন আসবে এবং যাত্রীদের পরিষেবা ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে রক্তদান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে মন্তেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী সংঘের ব্যবস্থাপনায় এবং মন্তেশ্বর ভলন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুধবার মন্তেশ্বর সাগরবালা হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। শিবিরে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদাতারা এসে রক্তদান করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানা যায়, এই দিন প্রায় ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জরুরি সময়ে মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এই রক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানান উদ্যোক্তারা। রক্তদানে উৎসাহ বাড়াতে এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের সম্মান জানাতে প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। রক্তদাতাদের এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী সংঘের সম্পাদক সোমনাথ রেজা, ভলন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা রাজীব মুখার্জী, কবির রহমান মিয়া-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সংঘের সকল সদস্য। আয়োজকদের বক্তব্য, উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা অত্যন্ত জরুরি। রক্তের চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা।

বিপুল পরিমান গাঁজা বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার দুই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

ফের বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমানে। পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা প্রায় ২৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা হাতবদল হওয়ার আগেই পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ল। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই যুবককে। পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই দু'জন গাঁজা পাচার ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ বর্ধমান-কাটোয়া রোডের বিদ্যাসাগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। আগেই ওই এলাকায় নজরদারি শুরু করেছিল পুলিশ। গভীর রাতে সন্দেহজনকভাবে দুই যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের আটক করা হয়। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা দুটি হাতব্যাগ এবং দুটি পিঠব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। পুলিশ জানিয়েছে, সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে ধৃতরা জানিয়েছে, বিপুল পরিমাণ ওই গাঁজা ওড়িশা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্ধমান-কাটোয়া রোডের ওই এলাকাতেই গাঁজার হাতবদল হওয়ার কথা ছিল বলে পুলিশের দাবি। কিন্তু তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে দেয় বর্ধমান থানার পুলিশ। ফলে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং পাচারকারীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত দুই যুবক বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুরমাঠ এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা পাচার ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত এবং এর পিছনে কোনও বড় পাচারচক্র রয়েছে কি না;তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় বারবার বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে বর্ধমানকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও তদন্তকারীদের নজর রয়েছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না,

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। একদিকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার, অন্যদিকে পাচারচক্রের সক্রিয়তার অভিযোগ;সব মিলিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে বর্ধমানের মাদক পাচারের চিত্র।

নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
নামখানা

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলার থেকে পড়ে তলিয়ে যাওয়া মৎস্যজীবীর রহস্যজনক নিখোঁজের অবসান ঘটল এক মর্মান্তিক পরিণতির মাধ্যমে। নিখোঁজের দীর্ঘ ১৪ দিন পর বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষা পাতিবুনিয়া এলাকা সংলগ্ন নদী থেকে উদ্ধার করা হল নিখোঁজ মৎস্যজীবী মন্টু প্রামাণিকের(৬৩) পচাগলা মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র ফ্রেজারগঞ্জ জুড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার দক্ষিণ শিবপুর এলাকার বাসিন্দা মন্টু প্রামাণিক গত ১১ই আগস্ট অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় বের হন। 'এফবি মহামায়া' নামের একটি ট্রলারে মোট ১২ জন মৎস্যজীবীর দল নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়েছিল। তবে পরদিনই অর্থাৎ ১২ই আগস্ট আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হলে ট্রলারটি দ্রুত উপকূলে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। অভিযোগ, ১২ই আগস্ট গভীর রাতে উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে ঘাটে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত ট্রলার থেকে সমুদ্রের জলে পড়ে যান মন্টুবাবু। সহ-মৎস্যজীবীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও অন্ধকারের কারণে তাঁর কোনো হদিস মেলেনি। সেই থেকে টানা দুই সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরিজনেরা আশায় দিন গুনছিলেন, কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলের এক ফোন সব আশা ছাই করে দেয়। মঙ্গলবার বিকেলে পাতিবুনিয়ার কাছে নদীতে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই তারা ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় খবর পাঠান। খবর পাওয়া মাত্রই সমুদ্র উপকূলীয় থানার পুলিশ একটি এফআইবি বোট এবং একটি লঞ্চ নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জের বালিয়াড়ায় নিয়ে আসা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বালিয়াড়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যরা ভিড় জমায়। সেখানে মন্টু প্রামাণিকের জামাকাপড় ও দেহের গঠন দেখে তাঁর পরিবার তাঁকে শনাক্ত করে। এতদিন ধরে নিখোঁজ থাকা প্রৌঢ়ের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে পরিবারে শোকের ছায় নেমে এসেছে। পরিবারের একমাত্র প্রবীণ উপার্জনের মানুষকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্বজনেরা। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে জলে ডুবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না।

চড়া দামে সার বিক্রির অভিযোগ, কাঁকসায় দোকান বন্ধ করলো পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

চাষীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছিলো সার। সেই অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সেই দোকান বন্ধ করে দিল দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার পুলিশ। জানা গেছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকে বনকাটি পঞ্চায়েতের বসুধা এলাকায় এক সার ব্যবসায়ী চাষীদের কাছে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ। সে অভিযোগ আসে কাঁকসা পুলিশ প্রশাসনের কাছে। বুধবার সকালে কাঁকসা পুলিশ প্রশাসন এলাকায় গিয়ে ঐ দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই দোকানের সারের কালোবাজারি অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা গেছে। এলাকার বাসিন্দারা চাষী জানিয়েছেন, তাদের এলাকার এক সার ব্যবসায়ী চাষের সময় চাষীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করছিল। সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তারা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন খুব গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার যে কোনো ধরনের কালোবাজারি বন্ধ করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা এর থেকে প্রমাণিত। তবে এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও একইভাবে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক সেটাই চাইছেন এলাকার চাষীরা।

নেতাজিকে অপমানের প্রতিবাদ

গঙ্গাসাগর থেকে দার্জিলিং পদযাত্রায় বজবজের অতীন

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
গঙ্গাসাগর

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের বাসিন্দা অতীন হালদার। বীর বিপ্লবীর অপমানের উপযুক্ত জবাব দিতে এক অভূতপূর্ব পদযাত্রার সূচনা করেছেন তিনি। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরের পবিত্র সমুদ্র সৈকত থেকে তাঁর এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রার শুভসূচনা হয়। অতীনবাবুর লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট; 'সাগর থেকে পাহাড়'।

গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে পদব্রজে সোজা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শহর দার্জিলিং পর্যন্ত পৌঁছাবেন তিনি। যাত্রাপথে তাঁর হাতে সগর্বে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা, আর পিঠে বাঁধা রয়েছে নেতাজির ছবি ও একটি প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড। কড়া রোদ ও দীর্ঘ পথের ক্লান্তি তোয়াক্কা না করে হাতে তেরঙ্গা নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছেন তিনি। এই দীর্ঘ পদযাত্রার মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীর কাছে একটি দৃঢ় বার্তা পৌঁছে দিতে চান অতীন হালদার। তিনি জানান, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, তাকে কোনোভাবেই কালিমালিপ্ত করা বা অসম্মান করা মেনে নেওয়া যায় না। নেতাজির আত্মত্যাগ, অদম্য সাহস এবং প্রগাঢ় দেশপ্রেম আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে প্রেরণার আলো জ্বালায়। সেই বীর বিপ্লবীর আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মর্যাদাকে রক্ষা করতেই তাঁর এই লড়াই। গঙ্গাসাগরের উপকূল থেকে শুরু হওয়া এই পদযাত্রা রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলছে।

পদযাত্রী অতীনবাবুকে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় মানুষ উৎসাহ ও সমর্থন জানাচ্ছেন। দীর্ঘ এই পথ পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং শহরে পৌঁছেই শেষ হবে অতীন হালদারের এই একক প্রতিবাদী অভিযান। দেশপ্রেমিকের প্রতি এমন নিষ্ঠা ও অসামান্য লড়াই সামাজিক মাধ্যমেও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

গঙ্গাসাগরে মাংসের দোকান থেকে মানুষের মাথার খুলি উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাগর

এক ছটাক মাংস কেনার জন্য বাজারে এসে যে এমন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি কৃষ্ণনগর বাজারের বাসিন্দারা। বুধবার সকালে গঙ্গাসাগরের একটি সাধারণ মাংসের দোকান থেকে উদ্ধার হলো মানুষের আস্ত একটি মাথার খুলি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্যের মেঘ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সকালে কৃষ্ণনগর বাজারের বাসিন্দা শত্রুগণ দাস যখন আইয়ুব আলী শেখের মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দোকানদার নিজেই তাঁর হাতে একটি ব্যাগ গুঁজে দেন। শত্রুগণবাবু ভেবেছিলেন পাশের বাড়ির কারও কেনা মাংসই হয়তো পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে দেওয়া হলো। কিন্তু ব্যাগ খুলতেই হাড়হিম দৃশ্য! ব্যাগের অন্ধকারে রাখা মানুষের মাথার খুলি দেখে শিউরে ওঠেন তিনি। আতঙ্কে চিৎকার করে হাত থেকে ব্যাগ ফেলে দিতেই মুহূর্তে বাজারে ভিড় জমায় কৌতূহলী ও আতঙ্কিত জনতা। ধৃত দোকানদারকে চেপে ধরতেই উঠে আসে একের পর এক অদ্ভুত দাবি। আইয়ুব আলীর মতে, তাঁর নাবালক ছেলে নাকি খালের ধারে মাছ ধরতে গিয়ে খুলিটি পেয়ে কুড়িয়ে এনেছিল। কিন্তু এই বয়ানে মোটেও চিড়ে ভিজছে না। খালের ধারের খুলি দেখতে পেয়ে থানা-পুলিশ না করে সোজা মাংসের দোকানেই বা কেন আনা হলো, তা নিয়ে দানা বাঁধছে সন্দেহ। খবর পেয়েই সাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খুলিটি বাজেয়াপ্ত করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আপাতত মর্গের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করছে এই অদ্ভুত ও আতঙ্কজনক রহস্যের আসল সত্য।

দুর্নীতির অভিযোগে মেমারী পৌরসভায় বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

মেমারী পৌরসভায় দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা বুধবার। গত বছর আয়োজিত বইমেলায় বিপুল আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। সেই দুর্নীতির হিসাব খতিয়ে দেখার দাবিতে পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার-কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন টেবিল চাপড়ে হুঁশিয়ারিও দেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত বছরের বইমেলার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। সেই হিসাবের তদন্ত ও অডিটের দাবি জানিয়েই পৌরসভায় এই বিক্ষোভ। তাঁদের দাবি, বইমেলার আর্থিক অনিয়মের পাশাপাশি পৌরসভার আরও বেশ কিছু বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই মেমারী পৌরসভার পৌরপতি স্বপন বিষয়ী পদত্যাগ করেছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের প্রশ্নের মুখে পড়ে পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারও কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। অন্যদিকে, পৌরসভার এই অচলাবস্থার কারণে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলেও অভিযোগ সাধারণ মানুষের। নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে ইতিমধ্যেই পৌরসভায় বিধায়ক কার্যালয় চালু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, যে কাজ স্থানীয় প্রশাসনের করার কথা, সেই কাজও এখন বিধায়ককে করতে হচ্ছে।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 27-08-2026 05:27 Page 8

অবশেষে শুরু হল বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সাগর

অবশেষে অবসান ঘটল সাগর ব্লকের চকফুলডুবি এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের চরম দুর্ভোগের। গ্রামবাসীদের লাগাতার বিক্ষোভ এবং গণমাধ্যমের জোরালো বার্তার জেরে অবশেষে টনক নড়ল প্রশাসনের। চকফুলডুবি বাজারের সঙ্গে সংযোগকারী প্রায় একশো মিটারের বেহাল ঢালাই রাস্তাটির সংস্কারকাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় গ্রামবাসী ও ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘদিন ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বড় বড় ফাটল ও গভীর খানাখন্দে ভরে অচল হয়ে পড়েছিল। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যাতায়াত সম্পূর্ণ থমকে যেত। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল স্থানীয় স্কুলপড়ুয়া এবং নিত্যযাত্রীদের। কেবল যাতায়াতের সমস্যাই নয়, রাস্তার সংলগ্ন খাল থাকার কারণে আসন্ন কটালে এলাকা প্লাবিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলেন চকফুলডুবির কৃষক ও বাসিন্দারা। এতদিন প্রশাসনের ধারাবাহিক উদাসীনতার ফলে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। রাস্তার এই কঙ্কালসার চেহারা এবং এলাকাবাসীদের চরম দুর্দশার খবর একাধিক গণমাধ্যমে জোরালোভাবে প্রকাশ পেতেই নড়েচড়ে বসে স্থানীয় প্রশাসন। দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে বেহাল রাস্তাটির মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করা হয়েছে। প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি ফেরার পাশাপাশি গণমাধ্যমকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশীষ বেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই একশো মিটার বেহাল রাস্তার জন্য আমাদের চরম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। বৃষ্টি হলে তো যাতায়াত করাই অসম্ভব হয়ে যেত। কটালে খাল উপচে এলাকা প্লাবিত হওয়ার ভয়ও তাড়া করছিল। গণমাধ্যমে খবরটি তুলে ধরার পর প্রশাসন যে এত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে কাজ শুরু করেছে, তার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।

এই কাজটা দ্রুত শেষ হলে আমাদের নিত্যদিনের দুর্ভোগ কাটার পাশাপাশি প্লাবনের আতঙ্ক থেকেও মুক্তি মিলবে। প্রশাসনের আশ্বাস, দ্রুত এই সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে রাস্তাটিকে পুরোপুরি চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে। কাজ শেষ হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি থেকেও সুরক্ষা মিলবে বলে মনে করছেন চকফুলডুবির সকল স্তরের মানুষ।

দীর্ঘ আন্দোলনের ফল, ২০২৭-এর জুনে সম্পূর্ণ হতে পারে রেলওয়ে আন্ডারপাস

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক

হাওড়া

দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর অবশেষে বড়সড় স্বস্তির বার্তা বাকসাড়াবাসীর জন্য। রেল কর্তৃপক্ষের রিজনড অর্ডার অনুযায়ী, আগামী ২০২৭ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে বাকসাড়া রেলওয়ে আন্ডারপাসের নির্মাণকাজ। অর্থাৎ, আর প্রায় ৯ মাসের সময়ের অপেক্ষা। আন্ডারপাস চালু হলে দীর্ঘদিনের রেলগেট-নির্ভর যাতায়াতের দুর্ভোগ থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবেন এলাকার বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই আন্ডারপাস নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে বর্ষাকাল চলায় মূল নির্মাণকাজ, বিশেষ করে আন্ডারপাসের খননপর্ব, এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি। বর্ষা শেষ হলেই মূল কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। নির্মাণকাজ চলাকালীন সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতেও একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যাতে রেলগেটে ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং দ্রুত গেট খুলে দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলের মতো জরুরি পরিষেবার গাড়ি যাতে রেলগেটে আটকে না পড়ে তা নিশ্চিত করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষ বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, আন্ডারপাস নির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্তও যাতে বাকসাড়াবাসীকে অতিরিক্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে বাকসাড়ায় রেলগেটের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্দোলনকারীদের দাবি, এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই। এলাকার সাধারণ মানুষ একজোট হয়েই দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে এসেছেন। তাই আন্ডারপাস নির্মাণের সিদ্ধান্তকে তাঁরা নিজেদের সম্মিলিত আন্দোলনের জয় হিসেবেই দেখছেন। আন্দোলনকারীদের কথায়, এই আন্ডারপাস শুধু বর্তমানের যাতায়াতের সমস্যা দূর করবে না, ভবিষ্যতে বাকসাড়া এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও বড় পরিবর্তন আনবে। এখন অপেক্ষা শুধু নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়ে আন্ডারপাস চালু হওয়ার। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ হাওড়ার বাকসাড়া অঞ্চলে রেলগেটের সমস্যা সমাধানের দাবিতে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর রেলের তরফে গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস মিলেছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা'র পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯ জুন এবং ১০ জুলাই রেলের সঙ্গে দু'দফা শুনানি হয়। সেই শুনানির পর রেলের পক্ষ থেকে একটি 'রিজনড অর্ডার' জারি করা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, এই নির্দেশকে তাঁরা বাকসাড়াবাসীর আন্দোলনের জয় হিসেবেই দেখছেন। এদিন আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বিক্রম চ্যাটার্জি জানান, রেলের জারি করা নির্দেশে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, প্রায় জুন ২০২৭-এর মধ্যে রেলগেট সংক্রান্ত মূল কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ কমাতে রেলের তরফে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিক্রম চ্যাটার্জির দাবি, সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে যাতে রেলগেটে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং দ্রুত গেট খোলা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এর ফলে ওই সময়ে সাধারণ মানুষকে যাতে কম সমস্যার মুখে পড়তে হয়, সেটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। তৃতীয়ত, রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিক্রম চ্যাটার্জি। বিশেষ করে যানজটের কারণে অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের গাড়ি কিংবা অন্যান্য জরুরি পরিষেবার যানবাহন যাতে আটকে না পড়ে, তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি আন্দোলনকারীদের। বিক্রম চ্যাটার্জির কথায়, 'বাকসাড়াবাসীর যে যন্ত্রণা, সেই কথাই আমরা শুনানির সময় বারবার তুলে ধরেছিলাম। অন্তর্বর্তী সময়ে কীভাবে তাঁদের কিছুটা রিলিফ দেওয়া যায়, সেটিও আমরা বলেছিলাম। রেল সেই বিষয়গুলি শুনেছে এবং এবার রিজনড অর্ডারে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, খুব কম সময়ের মধ্যে বাকসাড়াবাসী একত্রিত হয়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এই রিজনড অর্ডার সেই আন্দোলনেরই জয়। জুন ২০২৭-এর মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা এবং তার আগে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমরা সেটিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছি। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মুনিয়া ঘোষ বলেন, 'আমাদের এই আন্দোলনের যে দীর্ঘ লড়াই, তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল এই স্যাংশন লেটার এবং আদালতের নির্দেশ। বাকসাড়ার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চারটি রেলগেটের কারণে যে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে আসছেন, সেই যন্ত্রণাই আমাদের সবাইকে একজোট করেছে। বর্তমানে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, দু'টি রেলগেটের মাঝের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে আন্ডারপাস তৈরির স্যাংশন লেটার আমরা হাতে পেয়েছি। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে সময়সীমা জানানো হয়েছে, সেই অনুযায়ী আনুমানিক ২০২৭ সালের জুন মাসের মধ্যে আমরা এই আন্ডারপাসের সুবিধা পেতে চলেছি।'

বোয়াইচণ্ডী বাজারে বিজেপির পথসভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

খণ্ডঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের ১০০ দিনের উন্নয়ন ও সাফল্যের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে খণ্ডঘোষ বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বোয়াইচণ্ডী বাজারে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির একটি পথসভা। এদিনের পথসভায় বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের ১০০ দিনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অধিকার, এলাকার উন্নয়ন এবং আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলীয় কর্মসূচি ও জনসংযোগ আরও জোরদার করার বার্তা দেওয়া হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভানেত্রী শম্পা মাথুর বলেন, মানুষের অধিকার ও উন্নয়নের প্রশ্নে বিজেপির জনসংযোগ ও প্রচার কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানা ও পাশে থাকার লক্ষ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি নিয়মিত করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এদিনের পথসভাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জামালপুর

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জামালপুর এক নম্বর মণ্ডলের অন্তর্গত উত্তর সারাংপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে আয়োজিত হল একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। বিশ্ব নবী দিবসকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বুধবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য শিবিরে যোগ দেন জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদার। জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার গাড়ি এদিন উত্তর সারাংপুর গ্রামে পৌঁছয়। স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে একটি ছোট অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সুযোগ পান। প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগকে ঘিরে গ্রামবাসীদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক অরুন হালদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজ নস্কর, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শঙ্খ শুভ্র দাস, জামালপুর এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, খোকন ঢালী, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদার এলাকার সাধারণ গ্রামবাসীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে এখানকার মানুষ বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করায় তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। বিধায়ক তাঁর বক্তব্যে বলেন, অতীতের বিভিন্ন সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে যাতে জামালপুর বিধানসভা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা করছেন বলেও জানান। গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বিধায়ক বলেন, পরিবারের বয়স্ক বাবা-মায়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি প্রত্যেকের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষাও করানো দরকার। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বেশ কিছু পরীক্ষা বিনামূল্যে করার সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি জানান। তাই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিয়ে নিয়মিত বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান। এদিন বিধায়ক আরও বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সকলকে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে যোগ্য মানুষরা পান, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, এখনও যদি কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বা অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তির অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে না ঢোকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর বিধায়ক কার্যালয়ে গিয়ে নিজের আইডি নম্বর জমা দিতে হবে।

বিষয়টি খতিয়ে দেখে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন তিনি। অন্যদিকে, জামালপুর এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছেও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। শহর বা ব্লক এলাকার পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে হাতের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব নবী দিবসের মতো একটি বিশেষ দিনকে সামনে রেখে উত্তর সারাংপুরের মতো প্রত্যন্ত গ্রামে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোগের এই সমন্বয় আগামী দিনেও আরও বেশি মানুষের উপকারে আসবে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

রাখিতে বন্ধন, রাখিতেই বীজ, ভেজালমুক্ত সবজির বার্তা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ধমান

রাখি বন্ধন মানেই শুধু ভাই-বোনের ভালোবাসা ও সুরক্ষার বন্ধন নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারও হতে পারে রাখি। সেই অভিনব ভাবনাকেই সামনে রেখে গত পাঁচ বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য রাখি তৈরি করে চলেছে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। পরিবেশবান্ধব এই রাখিতে যেমন রয়েছে ভালোবাসার বার্তা, তেমনই রয়েছে ভবিষ্যতের ভেজালমুক্ত খাদ্যের সম্ভাবনা। সংস্থার তৈরি এই বিশেষ রাখি মূলত তৈরি করা হয় ঝরে পড়া অশ্বত্থ পাতা এবং বিভিন্ন শাকসবজির বীজ দিয়ে। ফলে রাখি ব্যবহারের পর সেটি ফেলে না দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলেই তা নতুন জীবনের সূচনা করতে পারে। মাটির সংস্পর্শে এসে রাখিতে থাকা বিভিন্ন শাকসবজির বীজ থেকে জন্ম নিতে পারে নতুন চারা। অন্যদিকে অশ্বত্থ পাতাটি ধীরে ধীরে জৈব সারে পরিণত হয়ে মাটিতে মিশে যায় এবং বীজের পুষ্টির জোগান দেয়। অর্থাৎ, একটি রাখি পরবর্তীকালে হয়ে উঠতে পারে একটি ছোট্ট সবজি বাগানের সূচনা। এই রাখি ব্যবহার করে রন্ধনশালার সংলগ্ন এলাকায় বাগান তৈরি করা সম্ভব। সেই বাগান থেকেই পাওয়া যেতে পারে টাটকা, ভেজালমুক্ত এবং পুষ্টিকর শাকসবজি। এর ফলে একদিকে যেমন খাদ্যের গুণমান বজায় থাকবে, অন্যদিকে পরিবেশের উপরও পড়বে ইতিবাচক প্রভাব। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার সকলকে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, রাখি বন্ধন অর্থাৎ রক্ষা বন্ধন। তাই আমরা এই পুনর্নবীকরণযোগ্য রাখি বন্ধনের মাধ্যমে ভেজালহীন শাকসবজির বীজ বপন করছি, যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করবে তথা পুরো পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখবে। তাঁর কথায়, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র একটি অভিনব রাখি তৈরির প্রচেষ্টা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার ভাবনা। উৎসবের আনন্দকে প্রকৃতি ও মানুষের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করার এমন উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বাড়াতে পারে। তবে জৈব রাখি তৈরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সংস্থাটি। বর্তমানে কোথাও কোথাও জৈব রাখি তৈরিতে চাল, ধান, মুগ ডাল, মুসুর ডাল-সহ বিভিন্ন খাদ্যশস্য ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। সংস্থার বক্তব্য, এগুলি মাটিতে মিশে গেলেও পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নয় এবং খাদ্যশস্যের অপচয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাই রাখি তৈরিতে খাদ্যশস্য ব্যবহার না করে ঝরে পড়া পাতা, বীজ এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। ভালোবাসার বন্ধন এবার হোক প্রকৃতির সঙ্গেও; রাখি মাটিতে মিশুক, বীজ থেকে জন্ম নিক সবুজ, আর সেই সবুজ রক্ষা করুক মানুষের স্বাস্থ্য ও পৃথিবীকে।

৪৪৩৮টি ফেনসিডিল উদ্ধার, গ্রেপ্তার পাচারকারী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

বসিরহাটে নাকা তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বা ফেন্সিডিল উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনায় একটি পিকআপ ভ্যান সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিলের পরিমাণ ৩৭ পেটি, মোট ৪৪৩৮ পিস। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বসিরহাট থানার আমতলা চড়কতলা এলাকায় রাজ্য সড়ক-২ অর্থাৎ টাকি রোডে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল বসিরহাট থানার পুলিশ। সেই সময় বসিরহাট পুলিশ জেলার ডিএসপি হেডকোয়ার্টার দিপাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং বসিরহাট থানার আইসি মহম্মদ ফিরোজ আলীর নেতৃত্বাধীন পুলিশ একটি পিকআপ ভ্যানকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় গাড়িটি থেকে উদ্ধার হয় ৩৭ পেটি ফেন্সিডিল, যাতে মোট ৪৪৩৮ পিস নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, পিকআপ ভ্যানটির রেজিস্ট্রেশন কালিম্পংয়ের। গাড়িটি এবং বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম হোসেন বিশ্বাস। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের কাজীপাড়া এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, কলকাতা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল নিয়ে সোলাদানার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। সেখান থেকে বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হিঙ্গলগঞ্জে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হিঙ্গলগঞ্জ

হিঙ্গলগঞ্জ থানার কেওড়াখালি এলাকার বাসিন্দা শিবনাথ সরকার। তিনি বসিরহাট বামনগাছি বারাসাত সহ একাধিক জায়গায় ভুয়া অফিস খুলে তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, 'ড্রিম ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস মানি ইজ ফিউচার' নামে একটি সংস্থার কর্ণধার পরিচয় দিয়ে তিনি একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ছিলেন। অভিযোগকারীদের দাবি, হিঙ্গলগঞ্জের সেহেরাটি এলাকার বাসিন্দা সংগীতা মণ্ডল শিবনাথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন দেওয়ার কথা বলে আধার কার্ড-সহ বেশ কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। বসিরহাট এলাকার বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে কয়েকজন প্রতারিত ব্যক্তি টাকা ফেরতের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিঙ্গলগঞ্জ প্রশাসন শিবনাথ সরকারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। এর মধ্যে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকরা।

পাচারের আগেই আটক ১৩৩টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ফরাক্কা

বাংলাদেশে পাচারের আগেই ১৩৩টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করলো মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় গ্রেফতার এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফরাক্কার নেতাজি সেতু সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা এক যুবককে আটক করে পুলিশ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। সেই ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ১৩৩টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন। ঘটনায় ওই যুবককে গ্রেফতার করে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম মাসাদুল রহমান (২৬)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার হিজলতালা এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঝাড়খণ্ড থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে ফরাক্কা হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত যুবককে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার সকালে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়।

মাত্র আধ ঘন্টার বৃষ্টিতে খড়্গপুর গিরি ময়দান এলাকা জলমগ্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

খড়গপুর

মাত্র আধ ঘন্টার ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন গিরি ময়দান স্টেশন চত্বরের একাংশ। বুধবার দুপুরে বৃষ্টিতে গিরি ময়দান এক নম্বর স্টেশনের টিকিট ঘর সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে, এর জন্য যাত্রীরা(প্রবীণ ও ছোট বাচ্চা সহ মহিলা) সমস্যায় পড়েন। বৃষ্টির জমা নোংরা জল পেরিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠেন যাত্রীরা।

যদিও গিরি ময়দানের এক নম্বর স্টেশনের পাশ দিয়ে নিকাশি নালা আছে, সেটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে নোংরা এবং মাটি জমে নালাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তার জন্য এখানে বৃষ্টির জল জমে থাকছে দীর্ঘক্ষণ, ফলে জল যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীসহ সাধারণ মানুষকে। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছ গিরি ময়দান স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

সেই সঙ্গে নিত্যযাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েছেন। এই জল যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি পাবে এলাকার বাসিন্দারা তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 27-08-2026 05:27 Page 9

রাখির সুতোতেও 'পালাবদলের' ছবি

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত

বর্ধমান

একসময় যে রাখির সুতোয় জড়িয়ে থাকত সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব আর ঐক্যের বার্তা, সময়ের সঙ্গে সেই রাখির নকশাতেও ঢুকে পড়েছে রাজনীতির রং। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বদল এসেছে। আর সেই বদলের ছাপ এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাখির বাজারেও। বর্ধমান শহরের বাজারে এবার নজর কাড়ছে গেরুয়া রঙের রাখি। কোথাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি, কোথাও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি, আবার কোথাও ফুটে উঠছে বিজেপির প্রতীক পদ্ম। রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাখির নকশাতেও যে বদলের হাওয়া, তা বলছেন বিক্রেতারাই। বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির জয় রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে আমূল বদলে দিয়েছে। ২৯৪ আসনের বিধানসভায় বিজেপি ২০৬টি আসন দখল করে সরকার গঠন করেছে বলে প্রকাশিত ফলাফলে উঠে এসেছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব এখন শুধু ভোটের ময়দানেই নয়, উৎসবের বাজারেও চোখে পড়ছে। রাখিবন্ধনের আগে বর্ধমান শহরের বিসি রোড, তেঁতুলতলা বাজার-সহ বিভিন্ন বাজারে রকমারি রাখির পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। সাধারণ রাখির পাশাপাশি এবার বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছে রাজনৈতিক মুখ ও প্রতীক দেওয়া রাখি। গেরুয়া সুতো, পদ্মের নকশা এবং মোদী-শুভেন্দুর ছবি দেওয়া রাখি ক্রেতাদের নজর টানছে। গত বছর পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক রাখির বাজারে তৃণমূলের প্রতীক জোড়াফুল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া রাখির উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এবার সেই জায়গায় অনেকটাই বদলে গিয়েছে বাজারের চিত্র। রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে রাখির রং, নকশা এবং চাহিদার ধরন। ফলে বর্ধমানের বাজারে এখন গেরুয়া রাখিই হয়ে উঠেছে আলোচনার অন্যতম বিষয়। তবে রাখির সঙ্গে রাজনীতির যোগ একেবারে নতুন নয়। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতীক, ছবি, রং কিংবা স্লোগানকে ঘিরে উৎসবের বাজারে নানা ধরনের সামগ্রী তৈরি হওয়ার নজির রয়েছে। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আলাদা। কারণ ২০২৬-এর নির্বাচনের পর রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের আবহেই রাখি বন্ধনকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক প্রতীকের চাহিদা সামনে এসেছে। রাখি বন্ধনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও রয়েছে সম্প্রীতির বার্তা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধনকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আজকের রাজনৈতিক রাখির বাজারের ছবির মধ্যে অবশ্য সময়ের ব্যবধান বিস্তর। তবু উৎসবের সেই সুতো আজও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও বন্ধনের প্রতীক হিসেবেই থেকে গিয়েছে। এবার সেই বন্ধনের সুতোতেই যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক পরিচয়ের ছাপ। কোথাও পদ্ম, কোথাও মোদী, কোথাও শুভেন্দু; রাখির নকশায় যেন ফুটে উঠছে নতুন বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা। শুধু তাই নয়, চলতি বছর রাজ্য সরকারও রাখিবন্ধনকে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে পালন করার ঘোষণা করেছে। ১০ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাখিবন্ধনকে প্রতি বছর সরকারি ভাবে পালন করা হবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, উৎসবটি সামাজিক বন্ধন, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা আরও শক্তিশালী করবে। ফলে একদিকে সরকারি স্তরে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা, অন্যদিকে বাজারে রাজনৈতিক মুখ ও প্রতীক দেওয়া রাখির চাহিদা; দুই ভিন্ন ছবি একই উৎসবকে ঘিরে সামনে আসছে। বর্ধমানের বাজারে রাখি কিনতে আসা মানুষের মধ্যেও রাজনৈতিক নকশার রাখি নিয়ে কৌতূহল দেখা যাচ্ছে। কেউ নিছক পছন্দের কারণে এই রাখি কিনছেন, কেউ আবার রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রকাশ হিসেবেও দেখছেন বিষয়টিকে।

বিক্রেতাদের কাছে তাই সাধারণ রাখির পাশাপাশি রাজনৈতিক রাখির আলাদা চাহিদা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, রাখি বন্ধন যত এগিয়ে আসছে, ততই জমে উঠছে বাজার। রঙিন সুতো, পুঁতি, কারুকাজ, কার্টুন চরিত্রের পাশাপাশি এবার রাজনৈতিক মুখও জায়গা করে নিয়েছে রাখির পসরা সাজানো দোকানে।

আর সেই তালিকায় বর্ধমানের বাজারে গেরুয়া রঙের মোদী-শুভেন্দু রাখি যে আলাদা করে নজর কেড়েছে, তা বলাই যায়। রাখির সুতো বদলেছে, বদলেছে নকশা; আর সেই নকশাতেই যেন ধরা পড়ছে ২০২৬-এর বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের ছবি।

মেলার আয় ভাগ করে দেওয়ার আর্জি উপপ্রধানের

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি

উখড়া

প্রতি বছরের মতো এ বারও অন্ডালের উখড়া স্কুল মাঠে বসেছে ঝুলন মেলা। তবে এ বার মেলার আয়োজন ঘিরে এসেছে বড়সড় বদল। গত দু'বছর মেলা পরিচালনায় দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে নানা মহল সরব হলেও, রাজ্যে পালাবদলের পর এ বার টেন্ডার ব্যবস্থায় মেলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর সেই প্রক্রিয়ায় নিলামে সর্বোচ্চ ডাক উঠেছে সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন টেন্ডারের মাধ্যমে উখড়া স্কুল মাঠে মেলা বসানোর জন্য সংশ্লিষ্ট উখড়া কে বি ইনস্টিটিউশন হাইস্কুলকে নির্দেশ দেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক পার্থ ঘোষ। সেই মতো নিলাম প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ দর ওঠে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বিধায়ক জানান, মেলা থেকে পাওয়া এই অর্থ স্কুলের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে। ফলে দীর্ঘদিনের বিতর্কের পর এ বার মেলা পরিচালনায় স্বচ্ছতার নতুন নজির তৈরি হয়েছে বলেই দাবি সংশ্লিষ্টদের। তবে শুধু একটি স্কুল নয়, মেলার আয়ের সুফল উখড়ার আরও দু'টি স্কুলকে দেওয়ার দাবি তুলেছেন সদ্য নির্বাচিত উখড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল পান্ডে। তাঁর বক্তব্য, উখড়ায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই মেলা পরিচালনার মাধ্যমে একটি স্কুল লাভবান হলে, অন্য দু'টি স্কুলকেও লাভের কিছুটা অংশ দিলে তারাও উপকৃত হবে। কাজল বলেন, 'স্বচ্ছ ভাবে এ বার মেলা পরিচালনার জন্য বিধায়কের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। টেন্ডার ব্যবস্থার ফলে উখড়া কে বি ইনস্টিটিউশন স্কুল লাভবান হচ্ছে, এটা ভাল দিক। তবে উখড়া পি জি বালিকা বিদ্যামন্দির এবং উখড়া কে বি হাইস্কুলও যাতে মেলার আয়ের কিছুটা অংশ পায়, সেই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।' এর পাশাপাশি উখড়ার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা নবভারতী সংঘের লাইব্রেরি ফের চালু করার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন উপপ্রধান। তাঁর দাবি, এলাকার পড়ুয়া ও শিক্ষানুরাগীদের কথা মাথায় রেখে লাইব্রেরিটি দ্রুত সংস্কার করে খুলে দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিধায়কের কাছে আবেদন জানাবেন বলেও জানান তিনি। মেলার আয়কে ঘিরে স্কুলের উন্নয়ন এবং এলাকার শিক্ষা পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার এই দাবি ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। কাজল পান্ডের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষজন। তাঁদের মতে, মেলা যদি শুধু বিনোদনের ক্ষেত্র না হয়ে এলাকার শিক্ষা ও সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নেরও মাধ্যম হয়ে ওঠে, তবে তার সুফল দীর্ঘমেয়াদি হবে।

বেহাল সড়ক নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক, ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে জোর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রায়না

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা উচালন,একলক্ষী রাস্তা নিয়ে অবশেষে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাস্তার খানাখন্দ, ভাঙাচোরা অংশ এবং দীর্ঘদিনের দুরবস্থার কারণে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের পথ নয়, একাধিক রাইস মিল, কলকারখানা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভারী যানবাহনও প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করে। ফলে সড়কের উপর ক্রমাগত বাড়ছে যানবাহনের চাপ। এর পাশাপাশি আরামবাগের কালিপুর সেতু খারাপ থাকায় বিকল্প পথ হিসেবে উচালন, একলক্ষী রাস্তার উপর অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ পড়েছে। ফলে রাস্তার পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এর আগে একাধিকবার পথ অবরোধ, বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের পর অবশেষে উচালন থেকে একলক্ষী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে রাস্তা মেরামতির কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে সরব হয়েছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। রাস্তার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি বর্তমানে সড়কটির উপর দিয়ে ভারী যানবাহনের চলাচলও অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তরে উচালন,একলক্ষী রাস্তার সমস্যা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সেহারা এলাকার উদ্যোগপতি, বিভিন্ন রাইস মিলের মালিক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা অংশ নেন। রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি, ভারী যান চলাচল এবং ভবিষ্যতে স্থায়ী সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র, এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, সিআই তাপস কুমার পাল, পি ডব্লিউ ডি-র ইঞ্জিনিয়ার, বিধায়ক প্রতিনিধি সজল দাঁ, আদিত্য মালিক, বিভিন্ন রাইস মিলের মালিক এবং একলক্ষী এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা। বর্তমানে রাস্তার সাময়িক মেরামতির কাজ চলছে। তবে এই সাময়িক মেরামতই চূড়ান্ত সমাধান নয়। আগামী দুর্গাপুজোর পর উচালন, একলক্ষী রাস্তার পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে বলে বৈঠক শেষে আশ্বাস দেন বিধায়ক সুভাষ পাত্র। বিধায়ক জানান, ভবিষ্যতের প্রকল্পে শুধুমাত্র রাস্তার উপরিভাগ মেরামত নয়, আরও শক্তপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির উপর জোর দেওয়া হবে। রাস্তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ড্রেন নির্মাণ করা হবে, যাতে বর্ষার জল জমে রাস্তার ক্ষতি না করে। এর ফলে রাস্তার স্থায়িত্ব বাড়বে এবং ভবিষ্যতে বারবার মেরামতের প্রয়োজনও কমবে বলে প্রশাসনের আশা। এলাকার মানুষের বক্তব্য, উচালন,একলক্ষী রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ভারী যানবাহন চলাচল করে। রাইস মিল ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যবাহী গাড়ির পাশাপাশি বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের কারণে এই চাপ আরও বেড়েছে। ফলে রাস্তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই স্থায়ী সংস্কারের পাশাপাশি রাস্তার উপর ভারী যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং রাস্তার গুণমান নিয়মিত নজরদারির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের মধ্যে থাকা এলাকার বাসিন্দারা এখন প্রশাসনিক বৈঠকের পর দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। তাঁদের আশা, দুর্গাপুজোর পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থায়ী সংস্কারের কাজ শুরু হলে শুধু রাস্তার বেহাল দশাই কাটবে না, এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও বড় পরিবর্তন আসবে। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিপণ্য পরিবহণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতও অনেক বেশি স্বাভাবিক হবে।

৬ বাংলাদেশি আটক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

লালগোলা

সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের মূল ভূখন্ডে প্রবেশের অভিযোগে ৬ বাংলাদেশিকে আটক করল লালগোলা থানার পুলিশ। বুধবার সকালে লালগোলা থানার মধুপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ওই বাংলাদেশিদের নাম রুবেল শেখ, কবির শেখ, আমিনুল শেখ, মিজানুর শেখ, রিমন আলি ও আবুল হালিম। বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। ভগবানগোলা এসডিপিও বিমান হালদার বলেন, আটক বাংলাদেশিদের লালগোলা পদ্মাভবন হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। লালগোলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মাস খানেক আগে আটক বাংলাদেশিরা জঙ্গিপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করে। তারপর পুলিশের নজর এড়াতে সূতি, লালগোলা, ভগবানগোলা প্রভৃতি থানার সীমান্ত এলাকায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকছিল।

সোমবার লালগোলার মধুপুরে আসে। স্থানীয় সোর্স মারফত খবর পেয়ে বুধবার ভোরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ভারতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজের জন্য এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে না পারায় সীমান্ত এলাকায় আত্মগোপন করে থাকছিল।

জামিনে মুক্ত বিজেপি নেতা দুর্গাশঙ্কর মাইতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াগ্রাম

আদালতের নির্দেশে জামিনে মুক্তি পেয়ে গ্রামে ফিরতেই স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা সমাজসেবী দুর্গাশঙ্কর মাইতিকে ঘিরে উৎসবের মেজাজে ভাসল নয়াগ্রাম ব্লকের উপর পাতিনা গ্রাম। বাজি ফাটিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে, ফুলের মালায় সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি গ্রামে আয়োজন করা হলো ঢালাও খাসির মাংস-ভাতের মহাভোজ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ আগস্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার একটি পুরনো মামলায় দুর্গাশঙ্করবাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

তরণী মহাপাত্র নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবে পরিবার, বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও গ্রামবাসীর একাংশের স্পষ্ট অভিযোগ; রাজনৈতিক আক্রোশ থেকেই তাঁকে সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। মঙ্গলবার আদালত থেকে জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর তিনি এলাকায় পৌঁছালে নজিরবিহীন দৃশ্যের সাক্ষী থাকে নয়াগ্রাম। পাতিনা বাসস্ট্যান্ডে আগে থেকেই জড়ো হয়েছিলেন কয়েকশো গ্রামবাসী। দুর্গাশঙ্করবাবু গাড়ি থেকে নামতেই শুরু হয় তীব্র আতসবাজির রোশনাই ও উলুধ্বনি। এরপর একপ্রকার শোভাযাত্রা করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ি ফিরে দুর্গাশঙ্কর মাইতি এবং তাঁর পিতা পতিতপাবন মাইতি উপস্থিত সমস্ত গ্রামবাসীকে মিষ্টিমুখ করান।

রাতে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের জন্য আয়োজন করা হয় ভাত ও খাসির মাংসের পাত পেড়ে মহাভোজ। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আপদে-বিপদে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ান দুর্গাশঙ্করবাবু। তাই তাঁর ঘরে ফেরাকে কেন্দ্র করে কার্যত অকাল উৎসবে মেতে ওঠে গোটা উপর পাতিনা গ্রাম।

ঝাড়গ্রামে লরি ও ট্র্যাক্টর থেকে তোলাবাজির পর্দাফাঁস

পুলিশ কনস্টেবল ও তিন দালাল গ্রেফতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম এলাকায় চলাচলকারী পণ্যবাহী লরি ও ট্র্যাক্টর থেকে নিয়মিত তোলা আদায়ের এক চক্রের পর্দাফাঁস করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি)। ফাঁদ পেতে এক পুলিশ কনস্টেবল এবং তিন দালালকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হয়েছে তোলা আদায়ের নগদ ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। দুর্নীতি দমন শাখা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন লরি ও ট্র্যাক্টর থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেআইনি টাকা আদায়ের নির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক লরি মালিকের কাছ থেকে ঘুষের টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় তিন দালালকে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই মূল চক্রের পর্দাফাঁস হয়। এক অভিযুক্ত স্বীকার করে, বিভিন্ন গাড়ি থেকে তোলা আদায় করে মোট ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা সে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কনস্টেবলের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করে রেখেছিল। চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, ধৃতের মোবাইল ফোনে ওই কনস্টেবলের নম্বরটি 'ঝাড়গ্রাম ম্যানেজার' নামে সেভ করা ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এই তোলাবাজি চক্রের মূল সুবিধাভোগী ছিলেন ওই অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল। এরপরই ওই কনস্টেবল এবং তিন দালালকে গ্রেফতার করা হয়। ঘুষের নির্দিষ্ট টাকার পাশাপাশি বেআইনিভাবে আদায় করা নগদ ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে দুর্নীতি দমন শাখা। এই চক্রের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে, কতদিন ধরে এই তোলাবাজি চলছিল এবং এর পেছনে আরও কোনো পুলিশকর্মী বা প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে।

দশম ইষ্ট-জোন শুটিং চ্যাম্পিয়ানশিপ উদ্বোধনে ক্রীড়া মন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল

আসানসোল

আসানসোলের চাঁদমারিতে আসানসোল রাইফেল ক্লাবে মঙ্গলবার জমকালো এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো দশম ইষ্ট জোন বা পূর্বাঞ্চল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই চ্যাম্পিয়ানশিপ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ এই চ্যাম্পিয়ানশিপের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় , সেল আইএসপি বা ইস্কো কারখানা ও ডিএসপি বা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ডিরেক্টর ইনচার্জ বা ডিআইডি সুরজিৎ মিশ্র এবং পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক বা ডিএম এস পোন্নাবলম বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার সব ধরনের স্পোর্টস বা খেলাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। স্পোর্টস পার্সেন বা ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের বিভিন্ন সাপোর্ট দেওয়া হবে। সে নিয়ে ইতিমধ্যেই মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আগামী ২৯ আগষ্ট ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে। সেদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পোর্টস পার্সনদেরকে বিভিন্ন সাপোর্টিভ যে স্কিমস হচ্ছে সেগুলোর উদ্বোধন করবেন। জেলায় জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেই কিন্তু এখনো ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়নি। আসানসোল রাইফেল ক্লাবের তরফে ভিকে ঢল বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবর থেকে চ্যাম্পিয়ন শুটাররা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করছেন। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৯০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন। শুটাররা বিভিন্ন পিস্তল এবং রাইফেল শুটিং ইভেন্টে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করবেন। তিনি আরো বলেন, আগামী ২৮ আগস্ট পুরস্কার বিতরণ করা হবে এবং ৩০ আগস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হবে।

ফতেয়া দোহাজ দাহাম উপলক্ষে রোগীদের হাতে পুষ্টির প্যাকেট

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি

খাতড়া

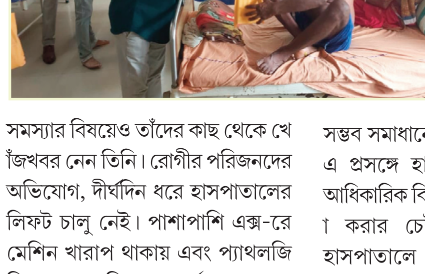

ফতেয়া দোহাজ দাহাম উপলক্ষে রাইপুর বিধানসভার বিধায়ক ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাতে পুষ্টি প্যাকেট তুলে দেওয়া হল। বুধবার, ২৬ আগস্ট, হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দুই শতাধিক রোগী ও রোগীর পরিবার-পরিজনের হাতে পুষ্টি প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত থেকে রোগীদের হাতে পুষ্টি প্যাকেট তুলে দেন রাইপুর বিধানসভার বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক উদয়নারায়ণ দে, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক উৎপল রায়, রাইপুর থানার আইসি পলাশ কুমার বারিক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী তুফান চক্রবর্তী, জয়দেব লাহা, ব্লক ক্যাশিয়ার ঝন্টু মল্লিক-সহ অন্যান্যরা। পুষ্টি প্যাকেট বিতরণের পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা। হাসপাতালের পরিষেবা ও বিভিন্ন সমস্যার বিষয়েও তাঁদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন তিনি। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের লিফট চালু নেই। পাশাপাশি এক্স-রে মেশিন খারাপ থাকায় এবং প্যাথলজি বিভাগের পরিষেবা পর্যাপ্তভাবে না পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনতে হচ্ছে। এদিন পানীয় জলের সমস্যার কথাও বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন রোগীর পরিজনরা। তাঁদের দাবি, হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য পানীয় জল আনতে প্রায় ২০০ মিটার দূর থেকে, অর্থাৎ হাসপাতালের মূল গেটের দিক থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। বর্ষার মরসুমে এই সমস্যায় তাঁদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে বলে জানান তাঁরা। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ শুনে বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, হাসপাতালের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বিএমওএইচ-এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা হলেও তিনি হাসপাতালে উপস্থিত না থাকায় তা সম্ভব হয়নি বলে জানান বিধায়ক। বিধায়কের অভিযোগ, তাঁকে হাসপাতালে প্রায়শই পাওয়া যায় না। হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের একাধিক অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু পুষ্টি প্যাকেট বিতরণই নয়, হাসপাতালের বাস্তব পরিষেবা ও রোগীদের সমস্যার কথাও সরেজমিনে উঠে আসে। এখন সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

বৃষ্টি থেমে দিন পেরিয়েছে, তবুও জলের তলায় সেতু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

খাতড়া

বৃষ্টি থেমেছে মঙ্গলবার। কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। শিলাবতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধির জেরে তালডাংরা বিধানসভা এলাকার হাড়মাসড়া সংলগ্ন ইঁটাপোড়ায় শিলাবতী নদীর উপর থাকা সেতুটি জলের তলায় চলে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাঁকুড়া-খাতড়া-হাড়মাসড়া এলাকার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে শিলাবতী নদীতে জল বেড়ে যায়। তার জেরেই ইঁটাপোড়ার ওই সেতুর উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হতে শুরু করে। সেতু পারাপারে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরও নদীর জল না কমায় দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনে যাতায়াত করা মানুষ, পড়ুয়া ও কর্মজীবীদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সময় ও দূরত্ব অতিক্রম করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষার সময় শিলাবতী নদীর জল বাড়লেই এই নিচু সেতুটি প্রতি বছরই জলের তলায় চলে যায়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য এখানে একটি স্থায়ী উঁচু সেতুর দাবি বহুদিনের হলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে স্থানীয় ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। বিপদ এড়াতে সেতুর দু'প্রান্তেই সতর্কতামূলক নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে জল না নামা পর্যন্ত সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাওড়া পুরনিগম নির্বাচনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া

আসন্ন হাওড়া পুরনিগম নির্বাচন, ২০২৬-কে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। নির্বাচনী কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংগঠিত করতে হাওড়া পুরনিগমের জন্য ইন-চার্জ ও কনভেনারের নাম ঘোষণা করা হলো। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য হাওড়া পুরনিগম নির্বাচনের ইন-চার্জ হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা-র নাম ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি নির্বাচনী প্রস্তুতির কনভেনার হিসেবে বালি বিধানসভার বিধায়ক সঞ্জয় সিং-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, আসন্ন পুরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানো এবং নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে এই দুই নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। হাওড়া পুরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও নির্বাচনী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বের এই ঘোষণার পর হাওড়ায় বিজেপির নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও জোরদার হবে ।

ব্লক পর্যায়ের যুব সংসদ প্রতিযোগিতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রাইপুর, বাঁকুড়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাইপুর ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ও উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ব্লক পর্যায়ের যুব সংসদ প্রতিযোগিতা। রাইপুর ব্লক কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ব্লক এলাকার মোট আটটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তবে একের পর এক বিভাগে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে বিশেষ নজর কেড়েছে গড় রাইপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাইপুর বিধানসভার বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা। উপস্থিত ছিলেন রাইপুরের বিডিও উদয়নারায়ণ দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ্মিনী মুর্মু, যুব আধিকারিক নির্ঝর প্রচণ্ড-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল মক পার্লামেন্ট। সংসদীয় রীতিনীতি ও নিয়মকানুন মেনে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে অত্যন্ত দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সাবলীলতার সঙ্গে সংসদ পরিচালনা করে গড় রাইপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং সংসদ পরিচালনার দক্ষতা উপস্থিত বিচারকমণ্ডলী ও অতিথিদের মন জয় করে নেয়। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবাদে মক পার্লামেন্ট বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়টি। শুধু মক পার্লামেন্টেই নয়, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ রচনা-সহ একাধিক বিভাগেও প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। মক পার্লামেন্টের স্ক্রিপ্ট রচনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অসীমা মান্ডি বাস্কে সেরার সেরা স্থান অর্জন করেন। পাশাপাশি বেস্ট লেডি পার্লামেন্টারিয়ান বিভাগেও বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দেন বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা। একের পর এক বিভাগে সাফল্যের ফলে গড় রাইপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। বিদ্যালয়জুড়ে এখন খুশির আবহ, উচ্ছ্বসিত ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পাপিয়া চ্যাটার্জী বলেন, ক্ষুযুব সংসদের মতো প্রতিযোগিতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ, আত্মবিশ্বাস, যুক্তিবোধ, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।ক্ষু ছাত্রীদের এই সাফল্যে গর্বিত গোটা বিদ্যালয় পরিবার। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, গড় রাইপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যে আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা ও সংসদীয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে, তা আগামী দিনে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই ধরনের শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

কুলটি সেল কারখানার গেটে বিক্ষোভ, আন্দোলনে ৫৫০ ঠিকা কর্মী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

২৬ হাজার কেন্দ্রীয় বেতন(সেন্ট্রাল ওয়েজেস) চালুর দাবিতে কুলটি সেল গ্রোথ ওয়ার্কর্স কারখানার ঠিকা কর্মীদের আন্দোলন বুধবার দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত রইল। বুধবার কারখানার মেন গেটের সামনে অবস্থান করে রাস্তা অবরোধ করে জোরদার বিক্ষোভ দেখান প্রায় ৫৫০ জন ঠিকা কর্মী। এর আগে আন্দোলনের প্রথম দিন মঙ্গলবার কারখানার ভেতরে ধর্ণা ও বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে লেবার কোড কার্যকর হলেও কুলটি কারখানায় কর্মরত প্রায় ৫৫০ জন ঠিকাশ্রমিক এখনও ২৬ হাজার কেন্দ্রীয় বেতনের সুবিধা পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার পরও নির্ধারিত বেতন কাঠামোর সুবিধা না মেলায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। কর্মীদের অভিযোগ, কারখানার উৎপাদন ও বিভিন্ন কাজে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। লেবার কোড কার্যকর হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বেতন চালু হবে বলে তাঁরা আশা করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত সেই দাবি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারী কর্মী বিনোদ সিং বলেন, ঠিকা কর্মীদের বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে কেন্দ্রীয় বেতন চালু করা হয়নি। তাঁর দাবি, সেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে শীঘ্রই কেন্দ্রীয় বেতন চালু করার কথা বলা হলেও এখনও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। কর্মীদের আরো বক্তব্য, শুধু আশ্বাসে আর কাজ হবে না। ২৬ হাজার কেন্দ্রীয় বেতন চালু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সেই দাবিতেই দ্বিতীয় দিনে কারখানার প্রধান গেটের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন তাঁরা। বিক্ষোভ চলাকালীন কর্মীদের কেন্দ্রীয় বেতন চালু করা এবং তাঁদের অন্যান্য দীর্ঘদিনের দাবিগুলি দ্রুত পূরণের দাবি জানান। বিনোদ সিং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সেল কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন ও ধর্মঘট আরও জোরদার করা হবে এবং কারখানায় কাজ বন্ধ রাখা হবে। এদিন ঠিকা কর্মীদের বিক্ষোভের জেরে কারখানার প্রধান গেট সংলগ্ন এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলও ব্যাহত হয়। এখন প্রায় ৫৫০ জন ঠিকা কর্মীদের ২৬ হাজার কেন্দ্রীয় বেতনের দাবি নিয়ে সেল কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ করে, সেদিকেই তাকিয়ে আছেন ঠিকা কর্মীরা। তবে, কর্মীদের দাবি নিয়ে সেল কতৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

বিশ্ব নবীর জন্ম দিবসে সম্প্রীতির বাণী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁথি

সারা বিশ্বে জুড়ে পালিত হলো ১৫০১ তম নবী মুহাম্মদ মোস্তফার জন্ম দিবস। তার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, পাঁশকুড়া, তমলুক, পটাশপুর, এগরা, নন্দকুমার সহ পুরো এলাকায় জুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী মুহাম্মদ মোস্তফার জন্ম দিবস পালন করেন। এদিন সকাল থেকেই প্রত্যেকটা এলাকায় নবী মুহাম্মদ মোস্তফার জন্ম দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা দিকে দিকে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পাঁশকুড়া মাদ্রাসা কাদেরিয়ার তরফ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের করে পাঁশকুড়া শহর ও শহরতলী এলাকায় জুড়ে পরিদর্শন করেন। অপরদিকে কাঁথি মুসলিম শহরাহ্ কমিটির উদ্যোগে ১৪৭টি গ্রাম নিয়ে দারুয়া কারবালা ময়দানে একত্রিত হয়ে নবী মোঃ মোস্তফার জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাঁথি মুসলিম শহরাহ্ কমিটির সভাপতি আব্দুর রহমান বলেন, ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি। আমরা এলাকায় দাঙ্গা নয় শান্তিতে থাকতে চাই। বহু লোক এলাকায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। খালি উস্কানি মূলক কথাবার্তা বলছে। এলাকায় যাতে দাঙ্গা সৃষ্টি হয় । কিন্তু আমরা চাই না, কোন ধর্মের নাম নিয়ে কাউকে আঘাত করতে। এদিন দারুয়া কারবালা ময়দানে উপচে পড়া ভিড় ছিল। মঞ্চে যে সকল ধর্মীয় মৌলানাগণ ছিলেন। তারা বলেন, এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বুঝায় রেখে সবাইকে চলতে হবে।

চাহিদামতো টাকা না দেওয়ায় ইটভাটায় তালা

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মিনাখাঁ

চাহিদামতো তোলাবাজির টাকা না দেওয়ায় ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসিরহাটের মিনাখাঁ থানার বামনপুকুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভাটা মালিকের অভিযোগ, কয়েক সপ্তাহ আগে তার কাছে তিন লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল।সেই টাকা দিতে না পারায় ভাটার প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত বামনপুকুরের কুশাংরা এলাকায় রয়েছে ভারত-২ নম্বর ইটভাটা। ভাটা মালিক রকি মণ্ডলের অভিযোগ, কয়েক সপ্তাহ আগে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতা ও কর্মী তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। অভিযোগ, প্রায় তিন লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চাহিদামতো টাকা দিতে না পারায় সোমবার রাজু মঙ্গল নামে এক বিজেপি কর্মী বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ভাটায় গিয়ে প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

ভাটা মালিকের আরও অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ভরত পাত্র, রাজু মঙ্গল, পাপাই দাস-সহ কয়েকজনের ভূমিকা রয়েছে। তার দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মিনাখাঁ বিধানসভা এলাকায় বিজেপির কয়েকজন নেতা বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা দাবি করছেন।তার ভাটাতেও একইভাবে টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রকি মণ্ডলের। ঘটনার পর আতঙ্কিত ভাটা মালিক রকি মণ্ডল মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে যান। তার দাবি, পুলিশ অভিযোগপত্র গ্রহণ করলেও তাকে কোনও রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি।

ভাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তিনি।রকি মণ্ডল বলেন, ক্ষুখুবই আতঙ্কের মধ্যে আছি। লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি করা হচ্ছে। সেই টাকা দিতে পারিনি বলে আমার ভাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত বিজেপি নেতাদের বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনার সত্যতা এবং ভাটায় তালা লাগানোর ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সোনা ও রুপোর গয়না সহ গ্রেফতার ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বরাকর

কুলটি থানার আসানসোল পুরনিগমের বরাকরের ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের করিমডাঙালের বাসিন্দা পঙ্কজ শ্রীবাস্তবের বাড়িতে ছদিন আগে হওয়া চুরির ঘটনার তদন্ত করতে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল বরাকর পুলিশ। চুরি যাওয়া প্রায় এক লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি, চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে স্থানীয় এক ১৭ বছরের নাবালককে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে বুধবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি(কুলটি) জাভেদ হোসেন বরাকর ফাঁড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি গোটা ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে ছিলেন কুলটি থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ অশোক সিংহ মহাপাত্র, বরাকর ফাঁড়ির ইনচার্জ অঞ্জন রজক এবং এএসআই অসীম চক্রবর্তী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ,

চুরি যাওয়া গয়না কেনার অভিযোগে নিরসার বাসিন্দা রিন্টু মাঝিকে বেগুনিয়া দুর্গামন্দির সংলগ্ন তাঁর দোকান থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে আসানসোল আদালতে পেশ করে তিন দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেই রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের পর রিন্টুর দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫০ গ্রাম রুপো এবং ৬ থেকে ৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেন বরাকর ফাঁড়ির এএসআই অসীম চক্রবর্তী। উদ্ধার হওয়া গয়নাগুলি ওই চুরি হওয়া সামগ্রীর অংশ বলে পুলিশ দাবি করেছে। চুরি যাওয়া সামগ্রী কেনার

অভিযোগে গ্রেফতার রিন্টু মাঝিকে তিনদিন রিমান্ড শেষে বৃহস্পতিবার আবারও আসানসোল আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে বরাকর থানার পুলিশ বলে জানা গেছে।

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সবং

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের ৯ নম্বর বলপাই অঞ্চলের পানিথর এলাকায় এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম বর্ণালী মাইতি। বয়স ১৮ বছর। সে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ৭টা নাগাদ বর্ণালীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দেন পরিবারের সদস্যরা। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না মেলায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁরা। এরপর দরজা খুলে বর্ণালীকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকজন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে সবং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয।

কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সবং থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসতে পারে। ১৮ বছরের ওই ছাত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হোটেল-লজে অগ্নিকাণ্ড রুখতে পুরুলিয়ায় বিশেষ মকড্রিল

সকালের শিরোনাম
দীপক রাম
পুরুলিয়া

তারাপীঠ ও কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরুলিয়ায় হোটেল, লজ ও রেস্তোরাঁগুলিতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য বিশেষ মকড্রিলের আয়োজন করল দমকল বিভাগ। পুরুলিয়া শহর-সহ গোটা জেলায় শতাধিক হোটেল, লজ ও রেস্তোরাঁ রয়েছে।

হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের মতো বিপর্যয় ঘটলে আবাসিক ও কর্মীদের নিরাপদে বের করে আনা এবং দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই বিষয়ে হোটেল মালিক ও কর্মীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই মকড্রিলের মাধ্যমে। এদিন পুরুলিয়া শহরের ভাগাবাঁধ পাড়ার তিরুপতি প্লাজা হোটেলের বাইরে এই বিশেষ মকড্রিলের আয়োজন করা হয়। পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট হোটেল লজ কিপার অ্যাসোসিয়েশন এবং দমকল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে হোটেল মালিক ও কর্মীরা অংশ নেন। মকড্রিলের মাধ্যমে হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, আগুন লাগার পর প্রাথমিকভাবে কী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কীভাবে দ্রুত আবাসিকদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে;সেই বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতির মতো করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুধু হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখা থাকলেই হবে না, জরুরি সময়ে সেগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে কর্মীদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ মকড্রিল।

কাঁকসায় সাড়ম্বরে পালিত বিশ্ব নবী দিবস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

প্রতিবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবছরও কাঁকসায় মহাসমারোহে ও সাড়ম্বরে পালিত হলো পবিত্র বিশ্বনবী দিবস। এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকা জুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও ধর্মীয় উদ্দীপনা। বুধবার সকালে কাঁকসার ঐতিহ্যবাহী দান বাবা মাজার প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় কয়েক হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। দান বাবা মাজার থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি কাঁকসার রথতলা, হাটতলা, শেখপাড়া এবং মোল্লাপাড়া অতিক্রম করে পানাগড় বাজারের ব্যস্ততম চৌমাথায় পৌঁছায়। সেখান থেকে অংশগ্রহণকারীরা পুরাতন জাতীয় সড়ক ধরে পানাগড় গ্রামে গিয়ে শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটান। দিনটি উপলক্ষে পানাগড় গ্রামে সারাদিনব্যাপী নানান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত এক ইমাম জানান, ক্ষুবিশ্বজুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই দিনটি উৎসবের মেজাজে পালন করে থাকেন। ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সবাই একসাথে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ ভাগ করে নেন।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বিশাল এই শোভাযাত্রা ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সে জন্য কাঁকসা থানা পুলিশ সকাল থেকেই সতর্ক ছিল। কাঁকসা ও পানাগড়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল মোড়ে পুলিশের কড়া নজরদারি এবং বিশেষ টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় দিনটি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে।

পাশাপাশি এদিন এই শোভাযাত্রায় অংগ্রহনকারী মানুষদের জন্য জলছত্রের আয়োজন করেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের কর্মীরা।

শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার পুকুরে তল্লাশিতে উদ্ধার ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪০ রাউন্ড গুলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধির
সন্দেশখালি

সন্দেশখালিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করলো পুলিশ। বুধবার বসিরহাটের সন্দেশখালি থানার কোড়াকাটি এলাকায় তৃণমূল নেতা সমীর সর্দারের পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রায় ৪০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সন্দেশখালি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বলাই ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। তল্লাশির সময় পুকুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়। ঘটনায় সমীর সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত সমীর সর্দার সন্দেশখালির তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা শেখ শাহাজাহানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিগুলি কোথা থেকে এলো, সেগুলি কোথায় ব্যবহার করা হত এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুরো ঘটনার সঙ্গে অস্ত্র পাচার বা অন্য কোনও অপরাধচক্রের যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কলেজে জেলাভিত্তিক পড়ুয়াদের যুব সংসদ প্রতিযোগিতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার আসানসোল গার্লস কলেজে আয়োজন করা হয় কলেজ পর্যায়ে 'ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইউথ পার্লামেন্ট কমপিটিশন বা জেলাভিত্তিক যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭'। এছাড়াও আয়োজন করা হয়েছিলো কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও। এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিযোগিতার প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন আসানসোল গার্লস কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি তথা আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বলেন, এই ধরণের প্রতিযোগিতায় কলেজ পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ তাঁদের নিজস্ব যুক্তি, নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক চেতনা ও দেশভাবনার এক অনন্য মঞ্চ দেশ। একইসাথে প্রশ্ন ও মত প্রকাশ করার পাশাপাশি যুক্তি দিয়ে ভাবার অবসর দেয় এই ধরনের প্রতিযোগিতা। তিনি আরো বলেন, আজকের সচেতন তরুণরাই আগামী দিনের কারিগর। তারা আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবে। তাই তাদেরকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ সংসদ বা পার্লামেন্ট জানাটা খুবই জরুরি। তাই তাঁদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পরিসর সৃষ্টি করা আমাদের দায়িত্ব। সেই প্রচেষ্টায় আজকের এই আয়োজন বলে বিধায়ক জানান। কলেজের প্রিন্সিপাল বলেন, একদিনের এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার ১১ টি কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছে। এদিন যুব সংসদের পাশাপাশি আরো তিনটি প্রতিযোগিতা সবমিলিয়ে ১৭০ জনের মতো পড়ুয়া অংশ নেয়। পুরোটাই কলেজ ভিত্তিক হয়েছে। এদিন যারা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, তারা রাজ্যস্তরে অংশ নেবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে সংসদীয় ক্ষেত্রে সংসদ বা পার্লামেন্টের অনস্বীকার্য। আর যুবসমাজের একটা ভূমিকা রয়েছে। তারা কি করতে পারে, তা আমরা সবসময়ই দেখছি। তারা যাতে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে এখন থেকেই ওয়াকিবহাল হয়, তারজন্য এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের জন্য বড় উদ্যোগ, চার বছর মিলবে বছরে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহায়তা দিতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল হাওড়ার শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)। 'রূপা রাহুল বাজাজ স্কলারশিপ ফর উইমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং' প্রকল্পের আওতায় মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বাজাজ অটো ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করল প্রতিষ্ঠানটি। গত ২৪ আগস্ট এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত মহিলা পড়ুয়ারা চার বছর পর্যন্ত বছরে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। শুধু টিউশন ফি নয়, হস্টেল ও মেসের খরচও বৃত্তির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ বি.টেক কোর্স চলাকালীন সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ারা এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। আইআইইএসটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশের ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০০-রও বেশি পড়ুয়ার মধ্যে শিবপুর আইআইইএসটির ৩৩ জন মহিলা পড়ুয়া এই বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। মূলত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং

মেটালার্জি অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রীরা এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। প্রথম বছরে নির্বাচিত ৩৩ জনের অধিকাংশই আইআইইএসটির কাছ থেকে টিউশন ফি মকুবের সুবিধা পাচ্ছিলেন। এরপর পড়ুয়াদের হস্টেল ও মেসের খরচও বৃত্তির আওতায় আনার জন্য বাজাজ অটো ফাউন্ডেশনের কাছে আবেদন জানায় আইআইইএসটি। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ৩৩ জন পড়ুয়ার জন্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে ফাউন্ডেশন। মউ-চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইআইইএসটি শিবপুরের নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি. এম এস আর মূর্তি। উপস্থিত ছিলেন ডিন (স্টুডেন্টস' ওয়েলফেয়ার) অধ্যাপক দেবদুলাল দাস, ডিন (রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি) অধ্যাপক প্রতীক দত্ত, ডিন (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক অরিন্দম বিশ্বাস, রেজিস্ট্রার সিএ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য-সহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আধিকারিকরা। বাজাজ অটো ফাউন্ডেশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন গ্রান্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের প্রধান গ্রীষ্মা বিসওয়াল এবং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের প্রধান নীতেশ রাইকার। অধ্যাপক ভি. এম. এস. আর. মূর্তি বলেন, ক্ষ্মকোর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ন উদ্ভাবন এবং টেকসই দেশ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃত্তি মেধাবী ছাত্রীদের আর্থিক চাপ কমানোর পাশাপাশি তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বাড়াবে।ক্ষ্ম অনুষ্ঠানের শেষে আইআইইএসটির প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের সঙ্গে বাজাজ অটো ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের মতবিনিময় হয়। প্রযুক্তিক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ, কেরিয়ার গঠন এবং সমাজে মহিলা ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে আইআইইএসটি শিবপুর ও বাজাজ অটো ফাউন্ডেশনের মধ্যে সহযোগিতার পরিধি আরও বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

পাঁচ দফা দাবিতে পথে আদিবাসী সংগঠন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আদিবাসীদের বন ও ভূমির অধিকার-সহ একাধিক দাবিতে আগামী ১ সেপ্টেম্বর পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরে গণডেপুটেশনের ডাক দিল আদিবাসী গাঁওতা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি। সংগঠনের এই কর্মসূচিতে ইউনাইটেড ফোরাম সহ বিভিন্ন গণসংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। বুধবার বিকেলে দুর্গাপুর ভগত সিং স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১ সেপ্টেম্বর জামুড়িয়া এলাকার শাল ডাঙ্গা গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু হবে।

পদযাত্রা আসানসোল পর্যন্ত যাবে এবং সেখানে সমাপ্তির পর পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী পরিবার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুব এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, কয়লা খনি ও শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে বহু আদিবাসী পরিবার জমি ও বসতভিটা হারানোর আশঙ্কায় রয়েছে। শাল ডাঙ্গা সহ বিভিন্ন আদিবাসী এলাকার উচ্ছেদ-সহ বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় উচ্ছেদ ও জমি সংক্রান্ত নোটিশ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি, জল, জঙ্গল ও জীবিকার অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। গণডেপুটেশনের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির যথাযথ পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, জমির বিনিময়ে উপযুক্ত জমি প্রদান, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং ফরেস্ট রাইটস এক্ত, ২০০৬ অনুযায়ী আদিবাসী জনগণের বন, ভূমি ও জীবিকার অধিকার নিশ্চিত করা। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদন জানানো হলেও সব ক্ষেত্রে এখনও কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এছাড়াও আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য জমি হারানো আদিবাসী পরিবারগুলির একজন করে সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্ত্ব স্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এখনও অনেক পরিবার চাকরির সুযোগ পায়নি। পাশাপাশি এলাকার আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য সরকারি অনুদান পুনরায় চালু করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির আর্থিক সহায়তার দাবিও তোলা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখেই ১ সেপ্টেম্বরের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্র সংঘর্ষে উত্তপ্ত বারাসতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

ছাত্র সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল বারাসতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। রাখি বন্ধন উৎসবের 'দখল' কাদের হাতে থাকবে, তা নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাখিবন্ধন উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাখিবন্ধন উৎসব করার প্রস্তুতি নিয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকেরা ধীরে-ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করতে শুরু করে। মঙ্গলবার বিকেলে বিদ্যার্থী পরিষদের একদল সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে রাখি বন্ধন উৎসবের দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন জানাতে গিয়েছিলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা সেই খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জড়ো হন। বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকরা যখন উপাচার্যের ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা তাঁদের ঘিরে ধরেন। রাখিবন্ধন উৎসবের রাশ কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে দুই শিবিরের ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে বচসা, এরপর হাতাহাতি হয়। এরপর তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন বলেও অভিযোগ। চিকিৎসার জন্য তাঁদের বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি ধীরে-ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়। বারাসত ও দত্তপুকুর থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দু'পক্ষকেই পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এবিভিপি বারাসত মহকুমার সভাপতি প্রীতম পান্ডে বলেন, 'রাখিবন্ধন উৎসব করব বলে আমরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরোতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা অতর্কিত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমাদের কয়েকজনকে বেধড়ক মারা হলে তাঁরা জখম হয়েছেন। তার মধ্যে দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। রাজ্য সরকার বদল হলেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গুন্ডাগিরি বন্ধ হয়নি।' যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে কেউ বিবৃতি দিতে চাননি। সংঘর্ষের ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

হকি ট্রায়ালে আদিবাসী ছাত্রীদের নজরকাড়া সাফল্য

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি
খাতড়া

জেলা পর্যায়ের স্কুল গেমস হকি ট্রায়ালে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল মসানঝাড় আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী খেলোয়াড়রা। তিনটি বয়সভিত্তিক বিভাগেই বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স ক্রীড়ামহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বিদ্যালয় চত্বরে। ২৬ আগস্ট বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধে মসানঝাড় আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বালিকাদের জেলা পর্যায়ের হকি দল নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক বিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্রী খেলোয়াড়রা এই নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেও মসানঝাড় আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়রা নিজেদের দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। এই নির্বাচনী পরীক্ষায় নির্বাচিত খেলোয়াড়রা আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

ফলে জেলা পর্যায়ের গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্যস্তরে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছে এই এলাকার উদীয়মান হকি খেলোয়াড়রা। এদিনের নির্বাচনী পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শারীরশিক্ষা অধিকর্তা ড. শেখ খাবিরুদ্দিন, ডি সি এস জি এস-এর যুগ্ম সম্পাদক ড. অভিজিৎ দাস, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেওঘরিয়া, মহকুমা সম্পাদক কৌশিক মল্লিক-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মসানঝাড় আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, রাজ্যস্তরেও এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স তুলে ধরে জেলা তথা এলাকার নাম উজ্জ্বল করবে।

সালানপুর কোলিয়ারিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে কর্মীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সালানপুর

বেতন বকেয়া, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার চরম অভাব এবং একাধিক সুযোগ-সুবিধা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত থাকার অভিযোগে স্তব্ধ হয়ে গেল আসানসোলের সালানপুরে ইসিএলের মোহনপুর কোলিয়ারির কাজ। বুধবার সকাল থেকে খনি চত্বরে কাজ বন্ধ রেখে একযোগে বিক্ষোভের পথে হাঁটেন টিপার চালক, হেল্পার ও খনি কর্মীরা। দেড় বছর ধরে চলতে থাকা এই অনিয়মের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষোভ এদিন চূড়ান্ত রূপ নেয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই কর্মী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কোলিয়ারিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারী কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সঠিক সময়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। দু'মাস অন্তর মিলছে পারিশ্রমিক। মজুরি বৈষম্যের অভিযোগ তুলে তাঁরা বলেন, বাইরের কর্মীদের তুলনায় স্থানীয় কর্মীদের ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে খনিতে কাজ করেও হেল্পাররা পাচ্ছেন মাসে মাত্র ৭-৮ হাজার টাকা এবং ড্রাইভারদের দেওয়া হচ্ছে ১৫-১৬ হাজার টাকা। মজুরির পাশাপাশি খনির ভেতরে ন্যূনতম পরিকাঠামো ও সুরক্ষার অভাব নিয়েও এদিন সরব হয়েছেন খনি কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের অন্য অভিযোগগুলি হলো খনি চত্বরে জরুরি অবস্থার জন্য কোনো ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। কর্মীদের কোনো পিএফ বা প্রভিডেন্ট ফান্ড) বা ইএসআইয়ের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। কর্মী হিসেবে প্রমাণ করার মতো কোনো বৈধ পরিচয়পত্র আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। আন্দোলন করা এক কর্মীর কথায়, আমরা যেভাবে খনির বিপজ্জনক ভেতরে ডিউটি করছি, সেখানে কাল যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে আমাদের এবং আমাদের পরিবারের কি হবে? আমাদের ন্যূনতম সুরক্ষাটুকু কোথায়?

আমরা চাই মালিক পক্ষ সরাসরি সামনে এসে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করুক। শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ন্যায্য দাবিদাওয়া না মেটা পর্যন্ত কোলিয়ারির সমস্ত কাজ বন্ধ থাকবে। তবে এই বিক্ষোভ ও কর্মীদের অভিযোগের বিষয়ে খনি সংস্থা বা ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আন্দুলের বহুতলে ভয়াবহ আগুন, ফ্ল্যাটে আটকে বৃদ্ধার মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

হাওড়ার আন্দুলের মৌড়ী এলাকায় বহুতল আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বুধবার দুপুরে উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ঘন কালো ধোঁয়া। আতঙ্কে আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর আসে। এরপর দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। একইসঙ্গে আবাসনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে আটকে থাকা বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। ধোঁয়া ও গ্যাসের কারণে কয়েকজন সাময়িকভাবে 'অসুস্থ' হয়ে পড়েন বলেও জানা গিয়েছে। এদিন তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে এক বৃদ্ধাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেন দমকলকর্মীরা। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার নাম গোপা মুখোপাধ্যায় (৬৬)। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার সময় তিনি ওই ফ্ল্যাটের ভিতরেই আটকে পড়েছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশও। স্থানীয় কয়েকজন যুবকও প্রথমদিকে তৎপর হয়ে পুলিশ ও দমকলকে খবর দেন। তাঁদের দ্রুত পদক্ষেপের কারণেই আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি (সাউথ) গণেশ বিশ্বাস জানান, 'উত্তরায়ণ' অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লাগার খবর পেয়েই ফায়ার সার্ভিস এবং ডোমজুড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে আগুনকে আর ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। দমকলের সঙ্গে কথা বলে এবং ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখার পরই আগুনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও স্থানীয়দের একাংশের দাবি, গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকেও আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে, কোনও সম্ভাবনাই এখনই নিশ্চিত নয়। আগুনের প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ ও দমকল যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। প্রয়োজন হলে ফরেন্সিক দলকেও ঘটনাস্থলে ডাকা হবে। অগ্নিকাণ্ডের পর আবাসনের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুতলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিলনা। পাশাপাশি আবাসনে একটি মাত্র সিঁড়ি থাকায় আগুন লাগার পর বাসিন্দাদের বেরিয়ে আসতে সমস্যায় পড়তে হয়। জরুরি লবি বা পৃথক এক্সিট গেট না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। অন্যদিকে, অগ্নিকাণ্ডের পর আবাসনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে। ডোমজুড়ের বিডিও অভিরাজ মিশ্র জানান, আগুন লাগার সময় এক বয়স্ক মহিলা ফ্ল্যাটের ভিতরে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে আবাসনের বাকি বাসিন্দারা নিরাপদে রয়েছেন। তাঁদের আপাতত সামনের একটি ক্লাবে রাখা হয়েছে। সেখানে তাঁদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও সহায়তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিডিও আরও জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অংশে বাসিন্দাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরই তাঁদের সেখানে থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

একইসঙ্গে আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'মেইনটেন্যান্স করা হত। কিন্তু এবার কোথায় গাফিলতি আছে, সেটা তদন্তের পরই আমরা বলতে পারব। ব্যবহারের সময় কাজ করেনি এবং মেইনটেন্যান্সেও কোনও সমস্যা ছিল কিনা, সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি।' অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণের পাশাপাশি আবাসনে অগ্নিনিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কিনা, কোনও রক্ষণাবেক্ষণজনিত গাফিলতি ছিল কিনা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কেন কার্যকর হল না;এই সমস্ত বিষয়ই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চার চাকা গাড়িতে ধাক্কা লরির, তীব্র যানজট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ছোট চার চাকার গাড়িতে ধাক্কা মারল লরি। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুরের মুচিপাড়া সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী লেনে। দুর্ঘটনার ফলে জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে চার চাকার ছোট গাড়িটি আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িতে চালক ও এক আরোহী ছিলেন। পথেই একটি লরিকে অতিক্রম(ওভারটেক) করার চেষ্টা করার সময় পিছন থেকে আসা অপর একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়িটির ডান দিকের অংশে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় গাড়িটি ঘুরে গিয়ে লরির সামনে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। চালক ও আরোহী প্রাণে বেঁচে যান এবং কেউ আহত হননি। তবে ছোট গাড়িটির ডান দিক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছান মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা এবং জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল দুর্ঘটনাক্রন্ত গাড়ি দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। কর্মীদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১১টি বোমা নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পটাশপুর

পটাশপুরের শংকরগেড়িয়া গ্রাম থেকে উদ্ধার ১১টি তাজা বোমা। বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করল বোম্বস্কোয়াড। একটি খেলার মাঠে নিষ্ক্রিয় করা হয় বোমাগুলি। বেশ কিছুদিন পূর্বেই এই শঙ্করগেরিয়া গ্রামে থেকে ১১টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। বুধবার বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড কে নিয়ে এসে পুলিশ ১১টি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করে। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে নিষ্ক্রিয়করণের কাজ চলে। বোমার আওয়াজে কার্যত কেঁপে ওঠে এলাকা।

মৃত ব্যক্তির পরিচয় জাল করে জমি রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লালগোলা

মৃত ব্যক্তির পরিচয় জাল করে তাঁর নামে থাকা জমি আত্মীয়দের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে লালগোলায়। ঘটনায় জমির মালিকের ছেলে মহম্মদ ইসমাইল হক লালগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। একই সঙ্গে জমির রেকর্ড যাতে পরিবর্তন না করা হয়, সে জন্য ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরেও অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে তাঁর দাবি। অভিযোগকারী জানান, লালগোলা ব্লকের নশিপুর মৌজায় ৩৪০, ৩৭১, ৩৭৩ ও ৩৭৬ নম্বর দাগে মোট ২৭ শতক জমি তাঁর বাবা সেরাজুদ্দিন বিশ্বাসের নামে ছিল। ২০১৬ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে জমিটি পরিবারের দখলেই ছিল বলে দাবি ইসমাইলের। অভিযোগ, সেরাজুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর ভোটার পরিচয়পত্র বিকৃত করে জাল নথি তৈরি করা হয়।

সেই নথির ভিত্তিতে জাল দলিল তৈরি করে জমির একটি অংশ নাজিবুর রহমান তাঁর স্ত্রী এবং দুই ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি সম্প্রতি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে।

ইসমাইল বলেন, আমার বাবার পরিচয় ব্যবহার করে নথি জাল করে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

বিষয়টি জানতে পেরেই থানায় অভিযোগ করেছি। ভূমি দফতরেও জানিয়েছি, যাতে ওই জমির রেকর্ড পরিবর্তন না হয়। অন্য দিকে, অভিযোগের বিষয়ে নাজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তা স্বীকার করেন।

ডুরান্ড জয়ের পরই ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী পদ ছাড়ল ইমামি

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্রতিবেদক
কলকাতা

দীর্ঘ ২২ বছরের খরা কাটিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে চূর্ণ করে ১৭তম ডুরান্ড কাপ জয়ের উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই বড়সড় প্রশাসনিক পালাবদল ঘটল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ঐতিহাসিক ট্রফি জয়ের ঠিক দু'দিনের মাথায় মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারীর ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ানোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করল ইমামি গোষ্ঠী। এর ফলে ক্লাবের সমস্ত শেয়ার এবং ভোটিং রাইটস বা ভোটাধিকার পুনরায় ফিরে পেল লাল-হলুদ কর্তৃপক্ষ, যার মাধ্যমে ক্লাবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে এলো কর্মকর্তাদের হাতেই। তবে ইনভেস্টমেন্ট ও ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব ছাড়লেও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বাণিজ্যিক স্পনসর বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের সম্পর্ক বজায় থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে এই শিল্পগোষ্ঠী। গত রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বির মেগা ফাইনালে এডমুন্ড লালরিন্দিকার দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে ভর করে মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে রেকর্ড সপ্তদশ ডুরান্ড কাপ ঘরে তোলে ইস্টবেঙ্গল। ২০০৪ সালের পর ফের ডুরান্ড জয়ের আনন্দে যখন গোটা লাল-হলুদ পরিবার ভাসছে, ঠিক তখনই এই দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বে নতুন মোড় এলো। মঙ্গলবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইমামি গোষ্ঠীর তরফে জানানো হয়, তবিনিয়োগ এবং পরিচালনাগত ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ালেও ক্লাবের ক্রীড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি স্পনসর হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে তাদের যুক্ত থাকার পর্ব অব্যাহত থাকবে।দ একই সঙ্গে বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়, ক্ষ্মইস্টবেঙ্গলের মতো

ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে এই গোষ্ঠী গর্বিত এবং ক্লাবের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও অগুনতি সমর্থকদের আগামী মরশুমগুলির জন্য আন্তরিক শুভকামনা জানাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত আইএসএল মরশুমের শেষ থেকেই ইনভেস্টর ইমামির সঙ্গে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য প্রকাশ্যে আসছিল। সেই টানাপড়েনের জেরেই চলতি মরশুমের শুরুতে ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সিতে ইমামির লোগো উধাও হয়ে গিয়েছিল, যা নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়। যদিও ডুরান্ড কাপের ফাইনালে জার্সিতে কিছুটা ছোট আকারে তাদের লোগো ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন এবং ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে ক্লাবের পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা ফিরে পাওয়া ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন ময়দানের বিশেষজ্ঞরা। এবার সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থেকেই দল পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের মঞ্চে নামার প্রস্তুতি শুরু করবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে গেলেন সেরেনা-আলকারাজ জুটি

সকালের শিরোনাম
সংবাদ সংস্থা
নিউ ইয়র্ক

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে রূপকথার সূচনা করলেও শেষ রক্ষা হলো না। ইউএস ওপেনের মিক্সড ডাবলসের মেগা কোয়ার্টার ফাইনালে সরাসরি সেটে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল সেরেনা উইলিয়ামস ও কার্লোস আলকারাজের স্বপ্নের জুটি। সুইস তারকা বেলিন্ডা বেনসিচ এবং ইতালির ফ্যাবিও কোবোলি জুটির কাছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৪-৫, ১-৪ গেমে পরাজিত হলেন ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন সেরেনা এবং স্প্যানিশ তরুণ তুর্কি আলকারাজ। ২০২২ সালে পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানানোর পর এই প্রতিযোগিতার হাত ধরেই দীর্ঘ বিরতির পর পরিচিত চেনা কোর্টে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। অন্যদিকে, কবজির মারাত্মক চোট সারিয়ে গত এপ্রিলের পর প্রথমবার কোর্টে নেমেছিলেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস জয়ী কার্লোস আলকারাজ। প্রথম ম্যাচে ব্রিটিশ-নিউজিল্যান্ড জুটি লয়েড গ্লাসপুল ও এরিন রাউটলিফকে হারিয়ে নজরকাড়া সূচনা করেছিলেন তাঁরা। একই রঙের বেগুনি ও কালো পোশাকে কোর্টে নেমে একে অপরের সঙ্গে রসিকতায় মেতে দর্শকদের বাড়তি বিনোদনও উপহার দেন এই দুই মহাতারকা। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে এসে ফরাসি ওপেনের রানার্স-আপ

কোবোলি এবং অলিম্পিক স্বর্ণপদকজয়ী অভিজ্ঞ বেনসিচ জুটির আগ্রাসী টেনিসের সামনে আর ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি সেরেনা-কার্লোস জুটি। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর টাইব্রেকারে নিজের স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এস মেরে সেট ছিনিয়ে নেন কোবোলি। দ্বিতীয় সেটে আরও নিখুঁত হয়ে ওঠেন কোবোলি ও বেনসিচ জুটি; কোনও 'আনফোর্সড এরর' না করে মাত্র চার গেমের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের লড়াইয়ে ১-৪ ব্যবধানে সেরেনাদের পরাজিত করে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেন তাঁরা। ম্যাচ শেষে কিংবদন্তিদের হারানোর উচ্ছ্বাস চেপে রাখেননি জয়ী জুটি। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বেনসিচ বলেন, 'কোর্টে নেমে ওদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অরা আমরা নিশ্চিতভাবেই অনুভব করতে পেরেছি। সেরেনা ও আলকারাজের বিরুদ্ধে খেলতে পারাটা এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার।' অন্যদিকে ফ্যাবিও কোবোলি রসিকতা করে মন্তব্য করেন, 'আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে সেরেনা এবং কার্লোসের বিরুদ্ধে খেলা মোটেই সহজ কাজ নয়। ম্যাচটা তো জিতলাম, এবার হয়তো একটা বিয়ার খেয়ে স্বস্তি পেতে পারি।' চলতি ইউএস ওপেনের পুনর্গঠিত এই মিক্সড ডাবলস ফরম্যাটে আরও একাধিক শীর্ষ তারকা অঘটনের শিকার হয়েছেন। এর আগে শীর্ষ বাছাই নোভাক জকোভিচ ও আরিনা সাবালেঙ্কার শক্তিশালী জুটিও চেক প্রজাতন্ত্রের কাটেরিনা সিনিয়াকোভা ও ব্রিটিশ প্যাটার্ন জুটির কাছে হেরে ছিটকে যান। মিক্সড ডাবলসের অভিযান শেষ হলেও এবার সম্পূর্ণ ফিট হয়ে নিজের পুরুষ সিঙ্গলসের খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে কোর্টে নামার প্রস্তুতি শুরু করবেন কার্লোস আলকারাজ।

ক্রীড়া সংস্কৃতির ভিত তৈরিতে প্রতিটি ভারতীয়ের অংশগ্রহণ জরুরি - অভিনব বিন্দ্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রকৃত উন্নতি কেবল পদক জয়ের নিরিখে বিচার করা যায় না, বরং খেলার প্রতি সার্বিক জনঅংশগ্রহণই হলো এর আসল মাপকাঠি। সম্প্রতি রাজধানীতে আয়োজিত 'আই অ্যাম গেম স্পোর্টস কনক্লেভ ২০২৬' সম্মেলনে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করলেন বেজিং অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী প্রাক্তন শুটার অভিনব বিন্দ্রা।

তাঁর মতে, ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের আগামী পর্বের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত খেলার পিরামিডের ভিত্তিকে প্রসারিত করা এবং ছোটবেলা থেকেই শিশুদের জন্য একটি ইতিবাচক ও আনন্দদায়ক ক্রীড়া পরিবেশ তৈরি করা। সম্মেলনের মঞ্চে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বলেন, ক্ষ্মখেলাধুলা কখনও কেবল খে লোয়াড়দের পদক জয় বা পোডিয়ামে ওঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সামগ্রিক ক্রীড়াবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি ভারতীয় খেলার অনুভূতি গ্রহণ করেন এবং কোনও না কোনও খেলায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।ক্ষ্ম তিনি মনে করিয়ে দেন, বিশেষ করে স্কুল স্তর থেকে যদি আরও বেশিসংখ্যক শিশু মাঠে নামে, তবেই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক মানের শীর্ষ অ্যাথলিট তুলে

আনার পথ আরও সুদৃঢ় ও স্বাভাবিক হবে। শিশুদের জীবনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বিন্দ্রা বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এই ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ ও স্বীকৃতি প্রয়োজন। তিনি সতর্ক করে জানান, ক্ষ্মপ্রথমবার খেলার অভিজ্ঞতা যদি একটি শিশুর কাছে সুখকর না হয়, তবে শরীরচর্চা ও খেলার প্রতি তার আগ্রহ সারাজীবনের মতো নষ্ট হয়ে যায়। একই সঙ্গে অভিভাবকদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে নিজের পারিবারিক অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন বিন্দ্রা। তিনি জানান, তাঁর পরিবারে ব্যর্থতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়ার পরিবেশ ছিল। পদক জয়ের কারণে তাঁর বাবা-মা তাঁকে বাড়তি ভালোবাসেননি, বরং মানুষ হিসেবেই তাঁকে সবসময় পূর্ণ স্বাধীনতা ও ভালোবাসা দিয়েছেন। দেশের তরুণ প্রজন্মের শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত করতে খেলাধুলা বিরাট ভূমিকা নিতে পারে বলে দাবি করেন তিনি। বিন্দ্রার স্পষ্ট বার্তা, ক্ষ্মযতক্ষণ না পর্যন্ত তৃণমূল স্তরে একটি মজবুত ক্রীড়া ভিত গড়ে তোলা যাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব না।

জাতীয় দলের নেতৃত্ব হারানোর পর বাইশ গজের বাইরে থাকলেও মেজাজ এতটুকুও বদলায়নি সূর্যকুমার যাদবের। সম্প্রতি কলম্বোয় এক অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটার সনাথ জয়সূর্যের সঙ্গে একান্তে দেখা হতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় রসিকতায় মেতে উঠলেন ভারতের

জয়সূর্যের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে উঠলেন সূর্যকুমার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

জাতীয় দলের নেতৃত্ব হারানোর পর বাইশ গজের বাইরে থাকলেও মেজাজ এতটুকুও বদলায়নি সূর্যকুমার যাদবের। সম্প্রতি কলম্বোয় এক অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটার সনাথ জয়সূর্যের সঙ্গে একান্তে দেখা হতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় রসিকতায় মেতে উঠলেন ভারতের প্রাক্তন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। দুই তারকার এই হালকা চালের আলাপচারিতার ভিডিও মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এরই পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তরফেও ইঙ্গিত মিলেছে যে, ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে জাতীয় দলের দরজা এখনও তাঁর জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়নি। কলম্বোর একটি অনুষ্ঠানে জয়সূর্যের মুখোমুখি হয়ে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করেন সূর্যকুমার। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন মারকুটে ওপেনারের দারুণ ফিটনেসের প্রশংসা করে সূর্যকুমার মজার ছলে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করছেন কি না। হাসতে হাসতে ভারতীয় ব্যাটার বলেন, তফিটনেস তো চমৎকার বাড়াচ্ছেন, তবে কি আবার কামব্যাকের চেষ্টা চলছে? দেখে তো মনে হচ্ছে একশো শতাংশ তৈরি!দ তাঁর এই মন্তব্যে পাশে থাকা জয়সূর্যও হাসিতে ফেটে পড়েন। ২০২৬ সালে ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার পর আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের আগে ব্যাটে ধারাবাহিক রানের খরায় জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব হারান সূর্যকুমার। তাঁর জায়গায় শ্রেয়স আইয়ারের হাতে কুড়ি ওভারের ক্রিকেটের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-২ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৪ ব্যবধানে শোচনীয় হারের পর নতুন নেতৃত্বের অধীনে ভারতীয় দলের সীমিত ওভারের ক্রিকেট পারফরম্যান্স বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে সূর্যকুমারের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে বোর্ডের এক পদস্থ আধিকারিক বার্তা দিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বোর্ড কর্তা সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানিয়েছেন, তসূর্যকুমার যাদবের জন্য জাতীয় দলের দরজা এখনও খোলা রয়েছে। তিনি হয়তো এই মুহূর্তের তাৎক্ষণিক পরিকল্পনায় নেই, কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমে যদি তিনি ধারাবাহিকভাবে রান তুলতে পারেন, তবে জাতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটতেই পারে।দ ফলে অধিনায়কত্ব হারালেও ঘরোয়া মঞ্চে পারফর্ম করে ফের জাতীয় দলের নীল জার্সি গায়ে তোলার প্রবল সুযোগ যে তাঁর সামনে রয়েছে, তা বোর্ডের এই ইতিবাচক বার্তায় স্পষ্ট হয়ে গেল।

এশিয়ান গেমসের টেনিস দল নিয়ে সংঘাত তুঙ্গে

জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় টেনিস দল থেকে পাঁচজন খেলোয়াড় বাদ পড়ার ঘটনায় ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ (সাই) এবং সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থার (আইটা) মধ্যকার সংঘাত চূড়ান্ত রূপ নিল। সাই সূত্রের দাবি, বাদ পড়া পাঁচ খেলোয়াড়ের নাম আইটা নাকি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থাকে (আইওএ) পাঠানো চূড়ান্ত তালিকাতেই রাখেনি। এই দাবিকে সর্বৈব মিথ্যা আখ্যা দিয়ে আইটা পালটা বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, তারা প্রতিটি খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তির জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। গত ২২ অগস্ট কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৩৫টি খেলার মোট ৪৯২ জন অ্যাথলিটের চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করে। সেই তালিকায় টেনিসের মূল ১২ জনের প্রস্তাবিত দল থেকে নাম ছেঁটে মাত্র ৭ জনের নাম মঞ্জুর করা হয়। সরকারের নির্ধারিত 'শীর্ষ আটে থাকার মাপকাঠি' পূরণ না করার কারণ দেখিয়ে ছেলেদের সিঙ্গলসে মানস ধামনে, মেয়েদের সিঙ্গলসে ভারতের এক ও দুই নম্বর তারকা যথাক্রমে সাহজা যমলাপল্লী ও বৈষ্ণবী আদকর এবং মেয়েদের ডাবলসে বৈদেহী চৌধুরী ও প্রার্থনা থোম্বারেকে বাদ দেওয়া হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে সাই-এর এক শীর্ষ কর্তা জানান, ক্ষ্মআইওএ-র মাধ্যমে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে যে চূড়ান্ত তালিকা এসেছিল, তাতে এই পাঁচজনের নামই ছিল না। এমনকী আইটা-র প্রাথমিক দীর্ঘ তালিকাতেও তাঁদের নাম পাঠানো হয়নি। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তাঁদের পদক জয়ের বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না বলেই তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি।ক্ষ্ম একই সঙ্গে সাই যুক্তি দেয়, এশিয়ায় ২৫ থেকে ৪০ নম্বরে থাকা খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নষ্ট হবে এবং অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। সাই-এর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রেস বিবৃতি দেয় আইটা। আইটা-র সাধারণ সম্পাদক সুন্দর আইয়ার জানান, ক্ষ্মআইটা নাম পাঠায়নি বা খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্তির আবেদন করেনি;

সূর্যকুমার-শামিদের ছাঁটাই ও টেস্টে ব্যর্থতা

গম্ভীরের আচরণে প্রশ্ন তুললেন জাফর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের কার্যকালে চরম সাফল্য যেমন এসেছে, তেমনই জুটেছে চূড়ান্ত ব্যর্থতার স্বাদও। তাঁর কোচিংয়ে ভারত ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘরে তুললেও, ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে লজ্জাজনক পরাজয় তাঁর কেরিয়ারে বড়সড় দাগ ফেলেছে। এই আবহে বিরাট কোহলি কিংবা রোহিত শর্মা নন, বরং সূর্যকুমার যাদব এবং মহম্মদ শামির মতো তারকাদের দল থেকে ছাঁটাই ও তাঁদের প্রতি দল পরিচালন সমিতির আচরণ নিয়ে সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর।

গম্ভীরের মেয়াদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর নির্মোহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জাফর জানান, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত বিশ্বখেতাব জিতলেও কিছু অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের প্রতি দল পরিচালন সমিতি আরও সংবেদনশীল হতে পারত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এই প্রসঙ্গে মুখ খুলে জাফর বলেন, কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে আরও ভালো ব্যবহার করা উচিত ছিল। যেমন সূর্যের (সূর্যকুমার যাদব) কথা বলা যায়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরই যাকে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হলো। এছাড়া শামির মতো আরও ক্রিকেটার রয়েছে। কিছু জিনিস আরও ভালোভাবে সামলানো যেত।

তবে এগুলো বাদ দিলে সাদা বলের ক্রিকেটে গম্ভীরের ঘাড়ে কোনও দোষ চাপানো যায় না। সীমিত ওভারের সাফল্যে কোচের প্রশংসা করলেও টেস্ট ক্রিকেটে গম্ভীরের পারফরম্যান্সকে কঠোরভাবে কাঠগড়ায় তুলেছেন এই প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। বিশেষ করে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চুনকাম হওয়ার ক্ষত সহজে মোছার নয় বলে মনে করেন তিনি। জাফর বলেন, ক্ষ্মঘরের মাঠে ওই দুটো সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার দাগটা গম্ভীরের নামের পাশে আজীবন থেকে যাবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাঁর জীবনপঞ্জিতেই নয়, অধিনায়ক এবং অন্য খেলোয়াড়দের রেকর্ডেও এই ব্যর্থতার ছাপ থাকবে। ভারতে এসে ভারতকে হারানো বিদেশি দলগুলোর কাছে এমন এক দুর্গম সীমান্ত ছিল যা খুব কম দলই জয় করতে পেরেছে। হঠাৎ করে এভাবে আমাদের ঘরের মাঠে হেরে যাওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিল।ক্ষ্ম তিনি আরও যোগ করেন, কোচ নিশ্চয়ই এখন উপলব্ধি করছেন যে সেই সিরিজগুলো জিতলে ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকত। তাই টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর নিজের যেমন উন্নতি করার বিস্তর জায়গা রয়েছে, তেমনই খেলোয়াড়দেরও অনেক কিছু শেখার আছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরে ঘরের মাঠে টানা ১২ বছর অপরাজিত থাকার ঐতিহাসিক গৌরব হারিয়েছিল ভারত। পরবর্তীকালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেও ঘরের মাঠে ০-২ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে ফাইনালে ওঠার পথ কঠিন করে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া।

মাথায় চোটের জেরে অকাল অবসর

মাথায় বারবার আঘাতের জেরে মাত্র ২৭ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার কেরিয়ার ধ্বংসের কারণ হিসেবে নিজের পুরনো স্কুলের চরম গাফিলতিকে দায়ী করে আইনি পদক্ষেপ নিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটার উইল পুকোভস্কি। ২০১৪ সালে স্কুল ফুটবলের অনুশীলনের সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার পরও উপযুক্ত 'কনকাশন প্রোটোকল' না মানার অভিযোগে ব্রাইটন গ্রামার স্কুলের বিরুদ্ধে ভিক্টোরিয়ার সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন তাঁর আইনজীবীরা। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে ১৬ বছর বয়সি ছাত্র থাকাকালীন একটি চরম আগ্রাসী ফুটবল ড্রিলের সময় সহ-খেলোয়াড়ের হাঁটুর সঙ্গে পুকোভস্কির মাথায় জোরদার ধাক্কা লাগে এবং তিনি মাঠেই অচেতন হয়ে পড়েন। আদালতে দায়ের করা আর্জিতে দাবি করা হয়েছে, স্কচ কলেজের কাছে একটি ম্যাচে বড় হারের পর ক্ষুব্ধ কোচ খেলোয়াড়দের অত্যন্ত কড়া ও শারীরিক সংঘর্ষমূলক ড্রিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আঘাতের পর প্রাথমিক শুশ্রূষা দিয়ে তাঁকে তুলে নেওয়া হলেও, যথাযথ চিকিৎসাগত পরীক্ষা ছাড়াই কিছুক্ষণ পর আবার অনুশীলনে নামতে দেওয়া হয়। এমনকি ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর অভিভাবককেও কিছু জানানো হয়নি।

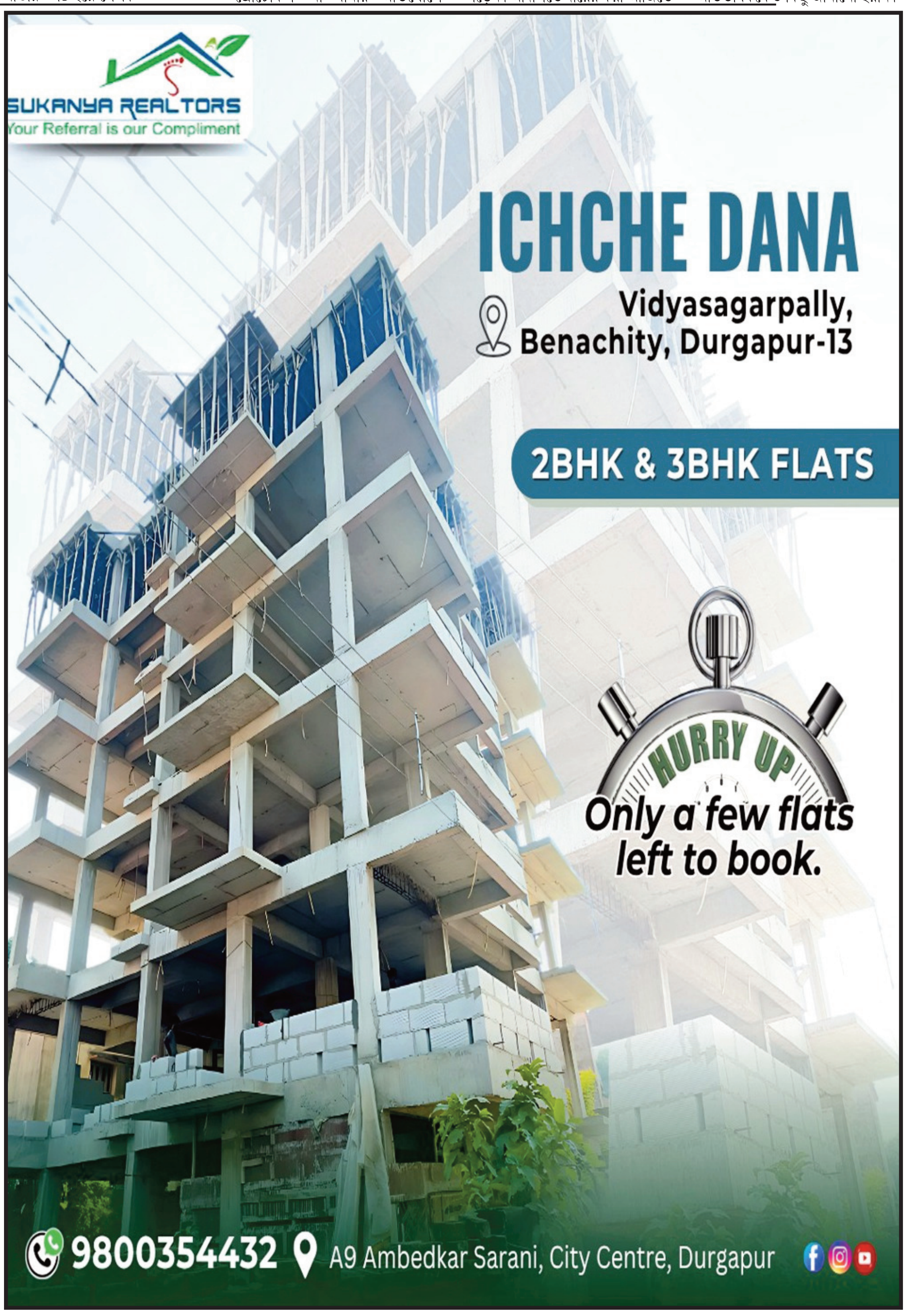

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com